শব্দার্থে
আল কুরআনুল মজীদ
৩য় খণ্ড
অনুবাদক
মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআন মজীদের বেশ কয়েকটি সরল অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষা জানা অনেকাংশে সহজ হয়েছে। তবে যারা দ্বীনি মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করছেন অথবা ইংরেজী শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের দায়ী হিসেবে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছেন তাদের জন্য সরাসরি আরবী শব্দ বুঝে পবিত্র কেরাআনের ভাবার্থ অনুধাবন করার মত তর্জমার অভাব রয়েছে। এ দিকে লক্ষ্য রেখে আজ হতে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার কাজ শুরু করি। প্রায় ১৪ বছরের মেহনতের পর মহান আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এ কাজ সম্পূর্ণ করার।

এ কাজে সব থেকে বেশী সহায়তা পেয়েছি আমার কর্মজীনের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মোহাদ্দেস ও মোফাস্সেরগণের যারা আল-আজহার, দামেস্ক, খার্তুম, পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করেছেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে যথাযোগ্য প্রতিফল দিন। যে সব তাফসীর ও তর্জমার সহযোগীতা নিয়েছি তার মধ্যে রয়েছে মিশরের প্রখ্যাত মোফাস্সের মুফতী হাসানাইন মখলুফের কালিমাতুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সাফাওয়াতুত তাফসীর, মা'আরেফুল কোরআন, তাফসীরে আশরাফী, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও শায়খুল ইসলামহযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ ওসমানীর তাফসীর ও তর্জমায়ে কুরআন। মূলতঃ পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমা করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি হযরত মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন সাহেবের উর্দূ শাব্দিক তর্জমা পড়ে। আমার এ তর্জমার মূল অবলম্বন তাঁর এই বিখ্যাত শাব্দিক তর্জমা। এছাড়া মক্কা শরীফের উম্মূল ক্কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডঃ আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর প মুহসীন খানের Interpretation of the Meanings of the Noble Quran (এতে তাবারী, ইবনে কাসীর ও আল কুরতুবীর সার সংক্ষেপ রয়েছে) ও অধ্যাপক ইউসুফ আলীর The Quran. Translation and Commentry এ তর্জমার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করেছে। তবে শাব্দিক তর্জমা দ্বারা অনেক সময় পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর মূল বক্তব্য অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই শব্দর্থের সাথে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাঃ)-এর তর্জমায়ে কুরআন হতে সূরার নামকরণ, শাণে নুজুল, বিষয়বস্তু, ভাবার্থ ও টিকা সংযোগ করেছি যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়।

শব্দার্থ থেকে ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন-(১) কোন কোন শব্দের এক জায়গায় এক অর্থ, অন্য জায়গায় অন্য অর্থ করা হয়েছে। স্থান ও প্রসঙ্গ ভেদে অর্থের এ বিভিন্নতা হতে পারে। অনেক সময় ঐ শব্দের আগে বা পরে কিছু সহকারী শব্দ আসার কারণেও এ পরিবর্তন আসতে পারে। (২) কোন কোন আরবী শব্দের নীচে আদৌ কোন বাংলা অর্থ নেই। অনেক সময় এ ধরনের শব্দ, বাক্য গঠনের পূর্বে ব্যবহার করা হয়, এর কোন পৃথক অর্থ থাকে না পূরা বাক্যের উপরই এর অর্থ প্রকাশ পায়। (৩) যে সব ক্ষেত্রে দুইটি আরবী শব্দ মিলে একটা বাংলা শব্দ হয়েছে, সেখানে আরবী শব্দ দুটোর নীচে মাঝখানে বাংলা প্রতিশব্দটি সেট করা হয়েছে। (৪) কোন কোন শব্দের নীচে বা আগে-পরে বাংলা শব্দ দেওয়ার পর বন্ধনীর মধ্যে আরও কিছু শব্দ যোগ করা হয়েছে, যাতে অর্থটি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। (৫) পবিত্র কোরআনে আখিরাতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীত কাল ব্যবহার করা হয়েছে- এগুলো এমন, যেন ঘটনাটি ঘটেই গিয়েছে। এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এভাবে আখিরাতে, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু কিছু বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ক্রিয়ার অতীত কাল ব্যবহার হলেও তর্জমায় ভবিষ্যত কাল (অর্থাৎ এমন ঘটবেই) ব্যবহার করা হয়েছে। মোট কথা হলো, পবিত্র কোরআনের অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের সাথে মর্মার্থ অবশ্যই পড়তে হবে। এছাড়া সূরার নামকরণ, শাণে নুজুল, ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিষয়-বস্তু পড়ার পর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো অর্থসহ অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে দু'-তিন পারা বুঝে পড়তে পারলে অন্যান্য অংশের অর্থ অনুধাবন করা করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এর পরও গভীর ভাবে কোরআন মজীদ অনুশীলনের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। তবে পবিত্র কোরআন অনুশীলনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল বাস্তব ময়দানে দ্বীনের দাওয়াত পেশ ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। এভাবে পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ তার অনুশীলনকারীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

সর্বশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ কাজের তৌফিক দান করেছেন। এতে যা কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়েছে তার জন্য তাঁরই কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এ প্রচেষ্টাকে তিনি যেন আমার নাযাতের অসিলা বানান-এ দোয়াই করছি।

শাবান ১৪২২

কার্তিক ১৪০৮

নভেম্বর-২০০১

মতিউর রহমান খান

জেদ্দা

সূচীপত্র

সূরা আল-আ'রাফ

নামকরণ

এই সূরার নাম 'আল-আ'রাফ' এই জন্যে রাখা হয়েছে যে, এই সূরার পঞ্চম রুকুর এক জায়গায় আস্‌হাবুল আ'রাফ - আ'রাফবাসিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দরুন এরূপ নামকরণের অর্থ দাঁড়ায় যে, এ এমন একটি সূরা যাতে আ'রাফবাসিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এই সূরায় আলোচিত বিষয়াদি সম্পর্কে গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে মনে হয় যে, সূরা আল-আন'আমের নাযিল হওয়ার যে সময়-কাল, এই সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কালও ঠিক তাই। কিন্তু এই সূরা দুটির কোন্‌টি প্রথমে নাযিল হয়েছে আর কোনটি পরে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। মোটামুটি ভাবে এই সূরার বর্ণনাভংগী হতে একথা সুস্পষ্ট রূপে অনুমিত হয় যে, এই দুটি সূরা একই সময়-কালের সাথে সম্পর্কিত এ কারণে এর ঐতিহাসিক পটভূমি বুঝবার জন্য সূরা আল-আন'আমের শুরুত লেখা ভূমিকা মনে রাখাই যথেষ্ট হবে।

আলোচ্য বিষয়-সমূহ

এই সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নবুয়্যত ও রেসালত এর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত। সমস্ত আলোচনার মোদ্দাকথা হচ্ছে লোকদেরকে আল্লাহ প্রেরিত নবী-পয়গম্বরদের আনুগত্য ও অনুসরণ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করা। কিন্তু এই আহাবানে ভয় প্রদর্শনের ধরণটা খুবই সুস্পষ্ট। কেননা যাদের লক্ষ্য করে কথাগুলি বলা হয়েছে তারা হল মক্কার অধিবাসী। এক দীর্ঘকাল ধরেই নানাভাবে তাদেরকে এ কথা বুঝানো হচ্ছে। কিন্তু তার প্রতি তাদের অমনোযেগিতা, যিদ ও হঠকারিতা এবং বিরুদ্ধ প্রবণতা এমন চরম সীমায় পৌছেছিল যে তাদের লক্ষ্য করে কথা বলা অনতিবিলম্বে বন্ধ করে অন্য লোকদের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করার জন্যে নবীর প্রতি নির্দেশ আসার সময়ও নিকটবর্তী হয়ে পড়ে। এ কারণে বুঝাবার ভঙ্গীতে নবুয়্যৎ ও রেসালাতের দাওয়াত কবুল করার আহ্বান জানানোর সংগে সংগে তাদেরকে এও বলা হয়েছে যে, আজ তোমরা নবীর সংগে যে ধরনের ব্যবহার করছ, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তৎকালীন নবী-পয়গম্বরগণের সংগে অনুরূপ আচরণ করে তারা অত্যন্ত খারাব পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল। আর যেহেতু তাদের প্রতি বলার মত কথা প্রায় সম্পূর্ণই হয়ে গিয়েছিল, এজন্য ভাষণের শেষাংশে মক্কা বাসিদের পরিবর্তে আহলি-কেতাবদের সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে । এক জায়গায় তো সারা দুনিয়ার, লোকদেরকে সাধারণভাবে সম্বোধন করে বাণী পেশ করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, তখন হিজরতের আর বড় বেশী দেরী নেই এবং নবী যে কালে কেবল নিজের নিকটবর্তী লোকদের লক্ষ্য করে কথা বলেন, সেই কালটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আলোচনার উদ্দেশ্যে কোথাও কোথাও ইয়াহুদীদের লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে। এর দরুন নবুয়্যতের আর একটি দিগন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তা হচ্ছে, নবীর প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর সংগে মুনাফেকী করা, আনুগত্য ও অনুসরণের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর তা ভংগ করা এবং হক্ ও বাতিল-এর মৌলিক পার্থক্য জেনে ও বুঝে নেবার পরও বাতিল নীতিতে আত্ম নিমগ্ন হয়ে থাকার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

এই সূরার শেষ ভাগে নবী করীম (সঃ) এবং তাঁর সংগী-সাথীদের প্রচার-পদ্ধতিতে অনুসৃত বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত পন্থা ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত দেওয়া হয়েছে । বিরুদ্ধবাদীদের উত্তেজনা দান ও অত্যাচারমূলক কর্মতৎপরতা মুকাবিলায় অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ এবং ভাবাবেগের বন্যা-প্লাবনে ভেসে গিয়ে আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপন্থী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করার জন্যে বিশেষভাবে নসীহত করা হয়েছে।

اٰيَاتُهَا ٢٠٦ (٧) سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٢٤

২০৬ তার আয়াত (সংখ্যা) সূরা (৭) আল-আ'রাফ মক্কী ২৪ তার রুকূ (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

নামে (শুরু করছি) আল্লাহর অশেষ দয়াবান অতীব করুনাময়

الٓمّٓصٓ ① كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ

আলীফ-লাম মীম-স্যাদ (এই) কিতাব নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি অতএব না(যেন) হয় মধ্যে তোমার মনের

حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ② اِتَّبِعُوْا

কোন সংকোচ তা হতে তা দিয়ে তুমি যেন সতর্ক কর এবং (এই কিতাব) উপদেশ মু'মিনদের জন্যে তোমরা অনুসরন কর

مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ

যা নাযিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি হতে পক্ষ তোমাদের রবের এবং না তোমরা অনুসরণ করো তাকে ছাড়া

اَوْلِيَآءَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ③ وَ كَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا

(অন্যান্যদেরকে) অভিভাবকরূপে (কিন্তু) অল্পই যা তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর এবং কত (সব) জনপদ তা আমরা ধ্বংস করেছি

فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ④

তার উপর তখন এসেছিল আমাদের শাস্তি রাতের বেলায় অথবা তারা (ছিল) দুপুরে বিশ্রাম গ্রহণকারী

১। আলিফ লা-ম মী-ম সা-দ। ২। এটা একখানি কিতাব, এ তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে। অতএব হে মুহাম্মদ! তোমার 'দিলে' এর জন্য যেন কোনরূপ কুন্ঠা না জাগে [১]। এ নাযিল করার উদ্দেশ্য এই যে, এ দিয়ে তুমি (অমান্যকারীদের) ভয় দেখাবে এবং ঈমানদার লোকদের জন্য এ হবে উপদেশ। ৩। হে লোকেরা! তোমাদের রবের তরফ হতে তোমাদের প্রতি যাকিছু নাযিল করা হয়েছে, তা মেনে চল এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অপরাপর পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ অবলম্বন করো না। কিন্তু তোমরা উপদেশ খুব কমই মেনে থাক। ৪। কত সব জনপদ আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। সেখানকার লোকদের উপর আমাদের আযাব সহসা রাতের বেলা এসে পড়েছে; কিংবা দিনের বেলা এসেছে যখন তারা বিশ্রাম গ্রহণ করতেছিল।

১. অর্থাৎ কোন দ্বিধা ও ভয় না করে মানুসের কাছে এটা পৌছে দাও এবং বিরুদ্ধবাদীরা কিভাবে তা গ্রহণ করবে বা এর সংগে কি ব্যবহার করবে সে সম্পর্কে মোটেই পরোয়া করো না।

فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا

অতঃপর না ছিল তাদের আর্তনাদ (কথা) যখন তাদের(কাছে) এসেছিল আমাদের শাস্তি এছাড়া যে তারা বলেছিল

اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۞ فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَ

নিশ্চয় আমরা আমরা ছিলাম যুলমকারী অতএব আমরা জিজ্ঞাসা করবই তাদেরকে পাঠান হয়েছিল যাদের প্রতি ও

لَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّ مَا كُنَّا

আমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব রসূলদেরকেও আমরা অঃপর ঘটনা বর্ণনা করবই তাদের কাছে জ্ঞানের ভিত্তিতে আর না আমরা ছিলাম

غَآئِبِيْنَ ۞ وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ

অনুপস্থিত এবং ওজন সেদিন (হবে) যথার্থই অতঃপর যার ভারী হবে তার পাল্লাসমূহ (নেকীর)

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ

অতঃপর ঐসব লোক তারাই সফলকাম (হবে) এবং যার হাল্কা হবে তার পাল্লাসমূহ (নেকীর)

فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا

অতঃপর ঐসব লোক (তারাই) যারা ক্ষতিগ্রস্থ করেছে তাদের নিজেদেরকে একারণে যা তারা ছিল আমাদের নিদর্শনাদির সাথে

يَظْلِمُوْنَ ۞

যুলম করত

---

৫. এবং যখন আমাদের আযাব তাদের উপর এসে পড়ল, তখন তাদের মুখে একমাত্র ধ্বনি ছিল- "আমরা বাস্তবিকই যালেম"। ৬. অতএব এটা অনিবার্য যে, আমরা সেই লোকদের নিকট অবশ্যই কৈফিয়ত চাইব যাদের প্রতি আমরা নবী-রসূলদের পাঠিয়েছি। আমরা নবী-রসূলদেরও অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব(যে, তারা পয়গাম পৌছার দায়িত্ব কতদূর পালন করেছে এং তারা তার কি জবাব পেয়েছিল)। ৭. অতঃপর আমরা পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে সমস্ত কাহিনী তাদের সামনে পেশ করব। আমরা তো কোথাও লুকিয়েছিলাম না। ৮. আর ওজন সেদিন নিশ্চিতই সত্য-সঠিক[২] হবে। যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই কল্যাণ লাভ করবে। ৯. আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে মহাক্ষতির সম্মুখীন করবে। কেননা তারা আমাদের সাথে যালেমদের ন্যায় আচারণ করছিল।

২। অর্থাৎ সেদিন আল্লাহর ন্যায়ের তুলাদন্ডে 'হক' ছাড়া -কোন কিছুরই ওজন থাকবে না। এবং ওজন ছাড়া কোন জিনিস 'হক' হবে না। যার সংগে যতটা 'হক' থাকবে তা ততটা 'ভারী' হবে এবং ফায়সালা যা কিছু হবে তা ওজন অনুযায়ী হবে, অন্য কোন কিছুর সামান্যতমও গুরুত্ব দেয়া হবে না।

আমরা তোমাদেরকে যমীনে ক্ষমতা ইখতিয়ার দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য এখানে জীবনের সামগ্রী সংগ্রহ করে দিয়েছি। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকর আদায় কর। রুকু-০২
১১. আমরা তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেছি, তার পর তোমাদের রূপ দান করেছি, অতঃপর ফেরেশতাদের বলেছি ঃ আদমকে সিজ্দা কর। এই আদেশ পেয়ে সকলে সিজ্দা করল। কিন্তু ইবলীস সিজদাকারীদের মধ্যে শামিল হল না[৩]। ১২. জিজ্ঞাসা করলেনঃ "সিজদা হতে তোমাকে কোন জিনিস বিরত রাখল, যখন আমিই তোমাকে ইহার হুকুম দিয়েছিলাম।" বলল "আমি তার অপেক্ষা উত্তম। তুমি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছ, আর তাকে করেছ মাটি দিয়ে"।১৩. বললেনঃ "তাহলে তুমি এখান হতে নীচে নেমে যাও। এখানে থেকে অহংকার দেখাবার তোমার কোনই অধিকার নেই। বের হয়ে যাও;

৩। এ দ্বারা এ বোঝায় না যে ইবলিস ফেরেশতাদের অন্তর্গত ছিল। যখন পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার পরিচালক ফেরেশতাদের আদমকে সেজদা করার হুকুম দিয়েছিলেন তখন তার তাৎপর্য এও ছিল যে, ফেরেশতাদের ব্যবস্থাধীন সমগ্র সৃষ্টিলোকও আদমের আনুগত্য মেনে নেবে। এই সৃষ্টি লোকের মধ্যে কেবল ইবলিসই অগ্রসর হয়ে এ ঘোষণা করলো যে সে আদমের সামনে শির অবনত করবে না।

إِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ أَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾

(যখন) পুনরুত্থিত (ঐ)দিন পর্যন্ত আমাকে (ইবলীস) অধমদের অন্তর্ভুক্ত তুমি
করা হবে অবকাশ দিন বলল নিশ্চয়ই

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾ قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِى

আমাকে আপনি অতঃপর সে বলল অবকাশ অন্তর্ভুক্ত তুমি (আল্লাহ)
গোমরাহ করলেন যেহেতু প্রাপ্তদের নিশ্চয়ই বললেন

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَءَاتِيَنَّهُم

তাদেরকাছে অবশ্যাই এরপর (যা) তোমার তাদের আমি অবশ্যাই
আমি আসবই সরল সঠিক পথে বিরুদ্ধে ওৎ পেতে বসবই

مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ

তাদের হতে ও তাদের হতে ও তাদের সামনে হতে
ডানদিক পিছন

وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَٰكِرِينَ ﴿١٧﴾

শোকরকারী তাদের পাবেন না এবং তাদের হতে ও
রূপে অধিকাংশকে বামদিক

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ

তোমাকে অবশ্য বিতাড়িত ধিকৃতরূপে এখান তুমি (আল্লাহ)
অনুসরণ করবে যে হয়ে হতে বেরহও বললেন

مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾

সবাইকে তোমাদের জাহান্নামকে আমি অবশ্যাই তাদের
(দিয়ে) মধ্যকার পূর্ণকরব মধ্যহতে

মূলতঃ তুমি তাদেরই একজন যারা নিজের অপমান-লাঞ্ছনাই কামনা করে"[৪]। ১৪. শয়তান বললঃ "আমাকে সেইদিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যেদিন এসব লোক পুনরুত্থিত হবে।" ১৫. আল্লাহ বললেনঃ "তোমার জন্য অবকাশ রইল" ১৬.-১৭. শয়তান বললঃ "আপনি যেমন আমাকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করে দিয়েছেন, আমিও এখন আপনার সত্য-সরল পথের বাঁকে এই লোকদের জন্য ওৎ পেতে বসে থাকব; পিছনে, ডানে ও বামে সকল দিক হতেই তাদেরকে ঘিরে ফেলব। এবং আপনি এদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেন না।" আল্লাহ বললেনঃ "বের হয়ে যাও এখান হতে, ধিকৃত ও বিতড়িত হয়ে। নিশ্চিতই জেনে রেখ, এদের মধ্যে যারাই তোমার আনুগত্য-অনুসরণ করবে তাদেরকে ও তোমাকে দিয়ে জাহান্নাম ভর্তি করে ফেলব।

৪। মূলে الصّٰغِرِينَ 'সাগেরীন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'সাগির' শব্দের অর্থ অর্থাৎ যে স্বেচ্ছায় অপমান লাঞ্ছনা ও ক্ষুদ্রত্ব নিজের জন্য গ্রহণ করে। আল্লাহতা'আলার হুকুমের তাৎপর্য ঃ বান্দা ও সৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তোমার নিজের বড়াই ও অহংকারে মত্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে- তুমি নিজেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে চাচ্ছ।

وَ يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ

যেখান থেকে অতঃপর জান্নাতে তোমার ও তুমি বসবাস হে এবং
দুজনে খাও স্ত্রী কর আদম

شِئْتُمَا وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ

অন্তর্ভুক্ত তাহলে গাছের এই দু'জনে না তবে তোমরা
দুজনে হবে নিকটে হবে দুজনে চাও

الظّٰلِمِيْنَ ⑲ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا

যা তাদের প্রকাশ পায় শয়তান তাদের অতঃপর যালেমদের
দুজনের যেন দুজনকে কুমন্ত্রণা দিল

وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَ قَالَ مَا نَهٰكُمَا

তোমাদের দুজনকে না (শয়তান) এবং তাদের দুজনের তাদের দুজন গোপন রাখা
নিষেধ করেছেন বলল লজ্জাস্থানগুলো হতে হয়েছিল

رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ

দুই তোমরা দুজনে যে এছাড়া গাছ এই হতে তোমাদের
ফেরেশতা হয়ে যাবে দুজনের রব

اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ⑳ وَ قَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ

নিশ্চয়ই তাদের দুজনের কাছে এবং চিরস্থায়ীদের অন্তর্ভুক্ত তোমরা অথবা
আমি সে শপথ করল দুজনে হবে

لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ㉑ فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ

ধোকা দ্বারা তাদের দুজনকে এভাবে কল্যাণকামীদের অবশ্যই তোমাদের
সে অধঃপতিত করল অন্তর্ভুক্ত দুজনের জন্যে

---

১৯. "এবং হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী উভয়েই এই জান্নাতে বসবাস কর, এখানে তোমাদের মন যা চায় তা খাও, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকট ভুলক্রমেও যাবে না। অন্যথায় যালেমদের মধ্যে গণ্য হয়ে পড়বে। ২০. অতঃপর শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করল, যেন তাদের লজ্জাস্থানসমূহ যা পরস্পরের নিকট গোপনীয় করা হয়েছিল, তা তাদের সামনে খুলে দেয়। সে তাদেরকে বললঃ "তোমাদের রব যে তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকটে যেতে নিষেধ করেছেন, তার কারণ এ ব্যতীত আর কিছুই নয় যে, তোমরা যেন ফেরেশতা হয়ে না যাও, কিংবা তোমরা যেন চিরন্তন জীবন লাভ করে না বস।" ২১. এবং সে শপথ করে তাদেরকে বলল, "আমি তোমাদের সত্যিকারের কল্যাণকামী।" ২২. এভাবে ধোকা দিয়ে সে দুজনকে অধঃপতিত করল।

শেষ পর্যন্ত তারা যখন বৃক্ষটির স্বাদ আস্বাদন করল, তাদের গোপণীয় স্থান পরস্পরের নিকট উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং তারা জান্নাতের পত্র-পল্লব দিয়ে নিজেদের শরীর ঢাকতে লাগল। তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকট যেতে নিষেধ করিনি? আর বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন?" ২৩. উভয়ে বলে উঠলঃ "হে আমাদের রব আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছি। এখন তুমিই যদি আমাদের ক্ষমা না কর আর আমাদের প্রতি রহম না কর, তাহলে আমরা নিশ্চিতই ধ্বংস হয়ে যাব[৫]। ২৪. বললেনঃ "নেমে যাও, তোমরা পরস্পরের দুশমন। আর তোমাদের জন্য এক বিশেষ সময়কাল পর্যন্ত যমীনেই বসবাসের জায়গা ও জীবনের সামগ্রী রয়েছে।"

৫। এর দ্বারা বোঝা যায় মানুষের মধ্যে লজ্জা শরমের অনুভূতি তার প্রকৃতিগত, এর প্রাথমিক প্রকাশ হচ্ছেঃ মানুষের নিজের দেহের বিশেষ বিশেষ অংশকে অপরের সামনে উন্মুক্ত করতে প্রকৃতিগতভাবে লজ্জা অনুভব করা। এজন্যেই মানুষকে তার প্রকৃতি ও স্বভাবের সোজা সরল রাস্তা থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে শয়তানের সর্বপ্রথম চাল হচ্ছেঃ মানুষের এই শরম ও লজ্জাবোধের উপর আঘাত হানা, নগ্নতার পথ দিয়ে মানুষের জন্য প্রকাশ্য জঘন্যতা ও অশ্লীলতার দরজা মুক্ত করা ও কোন প্রকারে মানুষকে ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত করা। উপরন্তু এর দ্বারা এটাও জানা যায় যে উচ্চ ও উন্নত অবস্থায় পৌছার জন্য মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে এক আকাংখা বর্তমান;-এই জন্যই শয়তানকে মানুষের সামনে হিতাকাঙ্খীর ছদ্মবেশে এসে বলতে হয়েছিলঃ "আমি তোমাকে অধিকতর উন্নত অবস্থায় সমুন্নত করতে চাই।" এছাড়া এর দ্বারা এ কথাও জানা যায় যে, মানুষের যে বিশেষ সদগুণ মানুষকে শয়তানের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করে তা হচ্ছেঃ মানুষ দোষ-ত্রুটি ও অপরাধ করে ফেললে লজ্জিত হয়ে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে, অন্য পক্ষে যে জিনিস শয়তানকে লাঞ্ছিত ও নিকৃষ্ট অবস্থায় নিক্ষেপ করেছিল তা হচ্ছেঃ সে দোষ করা সত্বেও আল্লাহতা'আলার সামনে একগুয়েমী প্রদর্শন করে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পিছপা হয়নি।

قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٥﴾

তোমাদের বের করা হবে | তা থেকে | ও | মৃত্যুবরণ করবে তোমরা | তার মধ্যে | ও | জীবিত থাকবে তোমরা | তার মধ্যে | তিনি বললেন

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ

ঢাকতে | পোশাক | তোমাদের উপর | আমরা নাযিল করেছি | নিশ্চয়ই | আদমের | সন্তান হে

سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا ؕ وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ

উত্তম | এটাই | তাকওয়ার | পোষাক | ও | শোভা বর্ধণ রূপে | ও | তোমাদের লজ্জাস্থান গুলো

ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ

আদমের | সন্তান | হে | শিক্ষা গ্রহণ করবে | তারা সম্ভবত | আল্লাহর | নিদর্শনাবলীর অন্যতম | এটা

لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ

জান্নাত | থেকে | তোমাদের পিতা-মাতাকে | বের করেছিল | যেমন | শয়তান | তোমাদের ফেতনায় ফেলে | না (যেন)

يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ؕ اِنَّهٗ

নিশ্চয়ই সে | তাদের দুজনের লজ্জাস্থান | তাদের দুজনকে দেখানোর জন্যে | তাদের দুজনের পোশাক | তাদের দুজন থেকে | খুলে ফেলে

يَرٰىكُمْ هُوَ وَ قَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ اِنَّا

নিশ্চয়ই আমরা | তাদেরকে তোমরা দেখ | না | যেখান থেকে | তার দলবল | ও | সে | তোমাদের দেখে

جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾

ঈমান আনে | না | (তাদের)জন্যে যারা | অভিভাবকরূপে | শয়তানদেরকে | আমরা বানিয়েছি

২৫. এবং বললেনঃ "সেখানেই তোমাদের বাঁচতে হবে, সেখানেই তোমাদের মরতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত সেখান হতেই তোমাদের বের করা হবে।" **রুকু-০৩** ২৬. হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের জন্য পোশাক নাযিল করেছি, যেন তোমাদের দেহের লজ্জাস্থান সমূহকে ঢাকতে পার। এ তোমাদের জন্য দেহের আচ্ছাদন ও শোভা বর্ধনের উপায়ও। আর সর্বোত্তম পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক। এ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি উজ্জ্বল নিদর্শন, সম্ভবতঃ লোকেরা এ হতে শিক্ষা গ্রহণ করবে। ২৭. হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে তেমন করে আবার ফেতনায় ফেলতে না পারে, যেমন করে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত হতে বহিস্কৃত করেছিল, এবং তাদের পোশাক তাদের দেহ হতে খুলে ফেলেছিল, যেন তাদরে লজ্জাস্থান পরস্পরের নিকট উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। সে এবং তাদের সাথী তোমাদেরকে এমন এক স্থান হতে দেখতে পায়, যেখান হতে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাওনা। এই শয়তান গুলিকে আমরা ঈমানদার নয় এমন লোকদের জন্য পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে দিয়েছি।

وَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا

আমাদের বাপ-দাদাদেরকে | এসবের উপর | আমরা পেয়েছি | তারা বলে | অশ্লীল কাজ | তারা করে | যখন | এবং

وَ اللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ

নির্দেশ দেন | না | আল্লাহ | নিশ্চয়ই | তুমি বল | এরূপ (করতে) | আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন | আল্লাহ | এবং

بِالْفَحْشَآءِ ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸﴾ قُلْ

(হে নবী) বল | তোমরা জান | না | যা | আল্লাহর | উপর | তোমরা বলছ কি | অশ্লীলতার

اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۟ وَ اَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ

প্রত্যেক | সময় | তোমাদের লক্ষ্য | তোমরা স্থির রাখ | এবং | ন্যায়ের | আমার রব | নির্দেশ দিয়েছেন

مَسْجِدٍ وَّ ادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۬ؕ كَمَا

যেমন | আনুগত্যকে (নিষ্ঠাপূর্ণকরে) | তাঁরই জন্যে | তোমরা একনিষ্ঠভাবে | তাঁকে তোমরা ডাক | এবং | নামাজের

بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿۲۹﴾ فَرِيْقًا هَدٰى وَ فَرِيْقًا

(অপর এক) দলের (জন্যে) | এবং | তিনি সঠিক পথে চালিয়েছেন | একদলকে | তোমরা (তেমনি) ফিরে আসবে | তোমাদের প্রথম সৃষ্টিকরেছেন

حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ

পথ ভ্রষ্টতা | তাদের উপর | অবধারিত হয়েছে

২৮. এই লোকেরা যখন কোন লজ্জাকর কাজ করে, তখন বলেঃ আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এই সব কাজ করতে মশগুল পেয়েছি, আর আল্লাহই আমাদের এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন[৬]। তাদেরকে বল, আল্লাহ লজ্জাকর কাজ করার হুকুম কখনই দেননা। তোমরা কি আল্লাহর নামে সেই সব কথা বল, যা আল্লাহর কথা বলে তোমরা মোটেই জাননা? ২৯. হে মুহাম্মদ! তাদের বল, আমার রব তো ইনসাফ ও সততা-সত্যতার হুকুম দিয়েছেন এবং তাঁর হুকুম এই যে, প্রতিটি ইবাদতে স্বীয় লক্ষ্য ঠিক রাখবে, তাঁকেই ডাক; আগনুগত্যকে একমাত্র তাঁরই জন্য খালেস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে। তিনি প্রথম তোমাদেরকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে তোমরা ফিরে আসবে। ৩০. একদলকে তো তিনি সোজা পথ দেখিয়েছেন, কিন্তু অপর দলের উপর ভ্রান্তি ও গোমরাহী চেপে বসেছে।

৬। আরব বাসীদের উলংগ হয়ে কাবা প্রদক্ষিণ করার প্রথার প্রতি এখানে ইংগিত করা হয়েছে। তাদের অধিকাংশ লোক হজ্জ করার সময় নগ্ন হয়ে কাবা তওয়াফ করতো। এবং এ ব্যাপারে তাদের স্ত্রী লোকেরা পুরুষদের থেকেও বেশী বে-হায়া ছিল। তাদের দৃষ্টিতে এটা ছিল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, এবং পূণ্য কাজ মনে করেই তারা তা করত।

إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ

তারা নিশ্চয়ই গ্রহণ করেছে শয়তানদেরকে অভিভাবকরূপে ছাড়া আল্লাহকে এবং

يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۞ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ

তারা মনেকরে যে তারা সঠিক-পথপ্রাপ্ত হে আদমের সন্তান তোমরা গ্রহণ কর তোমাদের সুন্দর পোষাক

عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا ۚ

সময় প্রত্যেক নামাজের এবং তোমরা খাও ও তোমরা পান কর কিন্তু না তোমরা সীমা লংঘন করো

إِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۞ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ

নিশ্চয়ই তিনি না ভালবাসেন সীমালংঘন-কারীদেরকে (হে নবী) বল কে নিষেধ করেছে শোভার বস্তুকে আল্লাহর (দেওয়া)

الَّتِيْٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ

যা সৃষ্টি করেছেন তাঁর বান্দাদের জন্যে ও পবিত্র বস্তুসমূহকে হতে রিযিক বল

هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ

তা (তাদের)জন্যে যারা ঈমান আনে জীবনে দুনিয়ার বিশেষ করে দিনে

الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۞

কিয়ামতের এভাবে বিস্তারিত বর্ণনা করি আমরা নিদর্শনাদি লোকদের জন্যে (যারা) জ্ঞান রাখে

কেননা তারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানগুলিকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে; তারা মনে করে যে, আমরা খুব সোজা ও সঠিক পথেই রয়েছি। ৩১. হে আদম সন্তান ! প্রত্যেকটি ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের ভূষণে সজ্জিত হয়ে থাক[৭]। আর খাও ও পান কর কিন্তু সীমা-লংঘন করোনা। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। **রুকু-০৪** ৩২. হে নবী! এদের বল, আল্লাহর সে সব সৌন্দর্য অলংকার-কে হারাম করেছে,? যা আল্লাহতা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহর দেওয়া পাক জিনিস সমূহকে কে নিষিদ্ধ করেছে? বল, এই সমস্ত জিনিস দুনিয়ার জীবনেও ঈমানদার লোকদের জন্যই; আর কিয়ামতের দিন তো একান্তভাবে তাদের জন্যই হবে। এভাবে আমরা আমাদের নিদর্শন সমূহ সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করি যারা জ্ঞান রাখে তাদের জন্য।

৭। এখানে 'ঝিনাত' বা ভূষণ এর অর্থ পরিপূর্ণ সুন্দর পোশাক। আল্লাহর এবাদতে দাঁড়াবার জন্য মাত্র এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, মানুষ শুধু নিজ লজ্জার-শরমের অংশগুলি আবৃত করবে; বরং সেই সংগে এটাও আবশ্যক যে মানুষ তার সাধ্যমত পূর্ণ পোশাক পরিধান করবে যার দ্বারা তার লজ্জাস্থান আবৃত হবে ও শোভা বৃদ্ধি পাবে। মানুষ যেমন সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির সংগে সাক্ষাতের সময় উত্তম পোশাক পরিধান করে, সেরূপ আল্লাহতা'আলার এবাদতের সময় তার উত্তম পোশাক পরিধান করা উচিত।

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ

বা তারমধ্য প্রকাশ্যে হয় যা অশ্লীল আমার নিষিদ্ধ প্রকৃতপক্ষে তুমি বল
হতে কাজগুলোকে রব করেছেন

مَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ

(এও) এবং অসংগত বিদ্রোহ ও পাপ এবং গোপনেও যা
যে ভাবে হয়

تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا

তোমরা (এও) এবং কোন প্রমাণ সে তিনি অবতীর্ণ যার আল্লাহর তোমরা শিরক
বলো যে সম্পর্কে করেন নাই সাথে করো

عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا

অতঃপরয নির্দিষ্ট জাতির(জন্যে এবং তোমরা জান না যা আল্লাহর উপর
খন সময় আছে) প্রত্যেক

جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٤﴾

আগে নিয়ে না আর এক মুহূর্তও তারা বিলম্ব করতে না তাদের সময় আসবে
যেতে পারবে পারবে (পূর্ণহয়ে)

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ

বর্ণনা করে তোমাদের রসূলগণ তোমাদের যদি আদমের হে
মধ্যহতে কাছে আসে সন্তান

عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ

আমার তোমাদের
নিদর্শনাবলী নিকট

৩৩. হে মুহাম্মদ! তাদের বল, আমার রব যেসব জিনিস হারাম করেছেন তাতো এই : নির্লজ্জাতার কাজ- প্রকাশ্য বা গোপনীয় এবং গুনাহের[৮] কাজ ও সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি[৯]। আরো এই যে, আল্লাহর সাথে তোমরা কাউকেও শরীক মনে করবে, যার স্বপক্ষে তিনি কোন সনদ নাযিল করেননি; এবং আল্লাহর নামে এমন কথা বলবে যা সম্পর্কে (প্রকৃতই তিনি বলেছেন বলে) তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। ৩৪. প্রত্যেক জাতির জন্য অবকাশের একটা মীয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে। পরে কোন জাতির মীয়াদ যখন পূর্ণ হয়ে আসে তখন তারা এক মুহূর্তও পরে বা আগে করতে পারবে না। ৩৫. (আর আল্লাহতা'আলা প্রথম সৃষ্টির দিনই সুস্পষ্ট করে বলেছিলেন যে,) হে আদম সন্তান! স্মরণ রাখো, তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতে যদি এমন সব রসূল আসে যারা তোমাদেরকে আমার আয়াত শুনাবে;

৮। মূল اِثْم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার আসল অর্থ হল কোতাহী, অর্থাৎ আপন প্রভুর আনুগত্য ও আদেশ পালনের ব্যাপারে অবহেলা করা, অপরাধ করা।

৯। অর্থাৎ নিজের সীমা অতিক্রম করে এরূপ সীমায় পদার্পণ করা যেখানে প্রবেশকরার হক মানুষের নেই।

فَمَنِ اتَّقٰى وَ اَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ

অতঃপর যে | সংযত হবে | ও | সংশোধন করবে (নিজেকে) | তখন না | তাদের উপর ভয় (থাকবে) | আর | না | তারা

يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ

দুঃখিত হবে | এবং | যারা | প্রত্যাখ্যান করবে | আমাদের আয়াতগুলোকে | ও | অহংকার করবে | তাহতে

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٦﴾ فَمَنْ اَظْلَمُ

ঐসব লোক | অধিবাসী (হবে) | দোজখের | তারা | তার মধ্যে | চিরস্থায়ী হবে | অতঃপর কে | অধিক যালেম (হতে পারে)

مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ

(তার)চেয়ে যে | রচনা করে | উপর | আল্লাহর | মিথ্যা | বা | প্রত্যাখান করে | তাঁর আয়াত গুলোকে | ঐসব লোক

يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ

তাদের পৌছবে | তাদের অংশ | হতে | লিখন(অর্থাৎ তকদির) | শেষ পর্যন্ত | যখন | তাদেরকাছে আসবে

رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ

আমাদের ফেরেশতারা | তাদের প্রাণ হরণ করতে | (ফেরেশতারা) বলবে | কোথায় (তারা) | যাদের | তোমরা ডাকতে ছিলে

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا

ছাড়া | আল্লাহকে | (মুশরিকরা) বলবে | তারা লুকিয়ে গিয়েছে | আমাদের থেকে

তখন যে কেউ না-ফরমানী হতে বিরত থাকবে, এবং নিজের আচার-আচারণকে সংশোধন করে নিবে, তার জন্য কোন দুঃখ বা ভয়ের কারণ ঘটবে না। ৩৬. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করবে এবং অহংকার করবে, তারাই হবে দোযখী, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। ৩৭. একথা পরিস্কার তার অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হবে যে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা রচনা করে আল্লাহর নামে চালাবে কিংবা আল্লাহর সত্য আয়াতসূহকে মিথ্যা বলবে। এই সব লোক নিজেদের তকদীরের লিখন অনুযায়ী নিজেদের অংশ পেতে থাকবে[১০]। শেষ পর্যন্ত সেই সময় এসে পৌছিবে যখন আমাদের প্রেরিত ফেরেশতা তাদের রূহ কবয্ করার জন্য এসে পৌছিবে। সেই সময় তারা তাদের জিজ্ঞাসা করবে বলঃ "এখন কোথায় তোমাদের সেসব মাবুদ- আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাকছিলে?" তারা বলবে, "আমাদের নিকট হতে সব লুকিয়ে গিয়েছে"।

---

১০. অর্থাৎ তাদের জন্য যতদিন দুনিয়ার মধ্যে অবস্থান করার অবকাশ নির্দিষ্ট আছে ততদিন তারা সেখানে অবস্থান করবে।

وَ شَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾ قَالَ

এবং তারা সাক্ষ্য দিবে বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের যে তারা ছিল সত্য অমান্যকারী (আল্লাহ) বলবেন

ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ

তোমরা প্রবেশ কর সাথে (শামিল হয়ে) দলগুলোর গত হয়েছে তোমাদের পূর্বে মধ্য হতে জ্বীনদের

وَ الْاِنْسِ فِي النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ

ও মানবদের মধ্যে দোজখের যখনই প্রবেশ করবে কোন দল লা'নত করবে তার সম (দলকে)

حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ

এমনকি যখন তারা পেয়েযাবে তার মধ্যে সবাইকে বলবে তাদের পরবর্তীরা তাদেরপূর্ববর্তীদের সম্পর্কে

رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا

হে আমাদের রব এরাই আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল অতএব তাদের দিন শাস্তি দ্বিগুণ

مِّنَ النَّارِ ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾

আগুনের (আল্লাহ) বলবেন প্রত্যেকের জন্যে (রয়েছে) দ্বিগুন (শাস্তি) কিন্তু না তোমরাজান

وَ قَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا

এবং বলবে তাদের পূর্ববর্তীরা তাদের পরবর্তীদেরকে মূলতঃ না ছিল তোমাদের জন্য আমাদের উপর

مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٣٩﴾ ع

কোন শ্রেষ্ঠত্ব অতএব তোমরা স্বাদ নাও আযাবের একারণে যা তোমরা অর্জন করতেছিলে

"আর তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, আমরা বাস্তবিকই সত্য অমান্যকারী ছিলাম।" ৩৮. আল্লাহ বলবেনঃ যাও, তোমরাও সেই জাহান্নামে চলে যাও- যেখানে তোমাদের পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানুষের দল গেছে। প্রত্যেকটি দল যখন জাহান্নামে দাখিল হবে তখন নিজেদের পূর্বগামী দলের উপর লা'নৎ করতে করতে প্রবেশ করবে। এভাবে সব লোকই যখন তথায় একত্রিত হবে তখন প্রত্যেক পরবর্তী দল তার পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে বলবেঃ হে আমাদের রব! এই লোকেরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। কাজেই এদেরকে দ্বিগুণ আযাব দিন। উত্তরে বলা হবে, প্রত্যেকেরই জন্য দ্বিগুণ আযাব রয়েছে; কিন্তু তোমরা জান না[১১]। ৩৯. আর পূর্ববর্তী দল পরবর্তী দলকে লক্ষ্য করে বলবে, (আমরা যদি দোষী হয়ে থাকি) তোমরা আমাদের অপেক্ষা কোন দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলে? এখন নিজেদেরই উপার্জনের বিনিময়ে আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।

---

১১. অর্থাৎ এক শাস্তি নিজে গোমরাহী অবলম্বন করার ও অন্যটি অপরকে গোমরাহ করার। এক শাস্তি নিজের অপরাধসমূহের জন্য, দ্বিতীয় শাস্তি অপরের জন্য আগাম অপরাধ অনুষ্ঠানের উত্তরাধিকার ত্যাগ করার জন্য।

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا

নিশ্চয়ই যারা মিথ্যা মনে করে আমাদের নিদর্শনাবলীকে ও অহংকার করে তা থেকে না

تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى

খোলা হবে তাদের জন্যে দরজা গুলো আকাশের আর না তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে যে পর্যন্ত না

يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي

প্রবেশ করবে উট মধ্যে ছিদ্রের সূঁচের (অর্থাৎ তাদের জান্নাতে প্রবেশ অসম্ভব) এবং এভাবে প্রতিফলদেই আমরা

الْمُجْرِمِينَ ⊛ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَ مِن فَوْقِهِمْ

অপরাধীদেরকে তাদের জন্যে (রয়েছে) জাহান্নামে শয্যাসমূহ ও তাদের উপর (থাকবে)

غَوَاشٍ ۚ وَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ⊛ وَ الَّذِينَ آمَنُوا

আচ্ছাদনসমূহ (আগুনের) এবং এভাবে প্রতিফলদেই আমরা যালিমদেরকে এবং যারা ঈমান এনেছে

وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

ও কাজ করেছে নেকীর না দায়িত্বভার দেই আমরা কোন ব্যক্তিকে এছাড়া তার সাধ্যে আছে

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ⊛ وَ

ঐসব লোক অধিবাসী জান্নাতের তারা তারমধ্যে চিরস্থায়ী হবে এবং

نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ

আমরা দূর করে দেব যা (আছে) মধ্যে তাদের অন্তরসমূহের (অর্থাৎ) কোন ঈর্ষা

রুকু-০৫ ৪০. নিশ্চিতই জেনো যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং তার মুকাবিলায় বিদ্রোহের নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের জন্য আকাশ-জগতের দুয়ার কখনই খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ ততখানি অসম্ভব, যতখানি অসম্ভব সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্রগমন। অপরাধী লোকেরা আমার নিকট এরূপ প্রতিফলই পেয়ে থাকে। ৪১. তাদের জন্য জাহান্নামের শয্যা এবং জাহান্নামের আচ্ছাদন নির্দিষ্ট হয়ে আছে। এ সেই প্রতিফল যা আমরা যালেম লোকদের দিয়ে থাকি। ৪২. পক্ষান্তরে যারা আমাদের আয়াতসমূহ মেনে নিয়েছে এবং ভাল কাজ করেছে- এই পর্যায়ে প্রত্যেককে তার সাধ্যানুযায়ীই দায়ী করে থাকি- তারা জান্নাতী হবে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। ৪৩. তাদের পরস্পরের মনের গ্লানি আমরা দূর করে দেব।

تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ

যিনি | আল্লাহরই জন্যে | সব প্রসংশা | তারা বলবে | ও | ঝর্ণা ধারাগুলো | তাদের পাদদেশে | প্রবাহিত হয়

هَدٰىنَا لِهٰذَا ۖ وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لَاۤ اَنْ هَدٰىنَا

আমাদের পথ দেখাতেন | না | যদি | সৎপথ পেত্যাম আমরা | আমরা ছিলাম(যে) | না | এবং | এ জন্যে | আমাদের পথ দেখিয়েছিলেন

اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ وَ نُوْدُوْۤا

তাদের ডেকে বলা হবে | এবং | প্রকৃত সত্যসহ | আমাদের রবের | রসূলগণ | এসেছিল | নিশ্চয় | আল্লাহ

اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۴۳﴾

তোমরা কাজ করতেছিলে | বিনিময়ে যা | তা | তোমাদেরকে উত্তরা-ধিকারী করা হয়েছে | জান্নাত | এইসেই | যে

وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ

নিশ্চয়ই | যে | দোজখের | অধিবাসীদেরকে | জান্নাতের | অধিবাসীরা | ডেকে বলবে | এবং

وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا

যা | তোমরা পেয়েছ | কিন্তু কি | সত্য | আমাদের রব | আমাদের ওয়াদা করেছিলেন | যা | আমরা পেয়েছি

وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؕ

সত্য | তোমাদের রব | ওয়াদা করেছিলেন

তাদের পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তারা বলবেঃ "সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য যিনি আমাদেরকে এ পথ দেখিয়েছেন। আমরা নিজেরা কিছুতেই পথ পেতাম না যদি আমাদের রব আমাদের পথ না দেখাতেন। আমাদের রবের প্রেরিত রসূলগণ প্রকৃতই সত্য বিধান নিয়ে এসেছিলেন।" তখন আওয়ায আসবে যে, "তোমরা যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ, তা তোমাদের সেসব আমলের প্রতিফল হিসেবেই পেয়েছ যা তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) করতেছিলে।" ৪৪. পরে এই জান্নাতের লোকেরা জাহান্নামীদেরকে ডেকে বলবেঃ "আমরা সেই সব ওয়াদাকে বাস্তবভাবে পেয়েছি, যা আমাদের রব আমাদের নিকট করেছিলেন; কিন্তু তোমরা কি তোমাদের রবের ওয়াদা বাস্তবে ঠিক ভাবে লাভ করেছ?

قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ

আল্লাহর লা'নত যে তাদের এক অতঃপর হ্যাঁ তারা
মাঝে ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে বলবে

عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ

ও আল্লাহর পথ হতে (মানুষকে) যারা যালিমদের উপর
বাধাদিত

يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَ بَيْنَهُمَا

উভয়ের এবং অবিশ্বাসী আখিরাতের তারা আর বক্রতা তাতে তারা
মাঝে উপর (ছিল) অন্বেষণ করত

حِجَابٌ ۚ وَ عَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّۢا بِسِيْمٰهُمْ ۚ

তাদের প্রত্যেককে তারা চিনবে কিছুলোক আরাফের উপর এবং পর্দা
চিহ্নগুলো দিয়ে (থাকবে) থাকবে

وَ نَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ قف لَمْ يَدْخُلُوْهَا

তাতে প্রবেশ করেনাই (তারা তোমাদের উপর শান্তি যে জান্নাতের অধিবাসী- ডেকে এবং
এখনও) (বর্ষিত হোক) দেরকে বলবে

وَ هُمْ يَطْمَعُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَ اِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ

অধিবাসীদের দিকে তাদের দৃষ্টিগুলো ফিরান যখন এবং তারা আকাঙ্খা তারা কিন্তু
হবে করে

النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾ ع

(যারা) (ঐসব) সাথে আমাদের না হে আমাদের তারা (জাহান্নামের)
যালিম লোকদের শামিল করো রব বলবে আগুনের

তারা জবাবে বলবেঃ "হ্যাঁ"। তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করে দেবেঃ আল্লাহর অভিশাপ সেই যালেমদের উপর; ৪৫. যারা লোকদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিত, তাতে তারা বক্রতা অনুসন্ধান করত এবং পরকালের অস্বীকারকারী হয়ে গিয়েছিল। ৪৬. এই উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝখানে একটি পার্থক্যকারী পর্দা হবে, তার উচ্চ পর্যায়ে থাকবে অপর কিছু লোক। তারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দিয়ে চিনতে পারবে। জান্নাতবাসীদের ডেকে এরা বলবেঃ "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক"। এরা জান্নাতে প্রবেশ করেনি বটে, কিন্তু তারা তার জন্য আকাংখী[১২]। ৪৭. পরে দোযখীদের প্রতি যখন তাদের চোখ পড়বে, তখন বলবেঃ "হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই যালেম লোকদের মধ্যে শামিল করো না।"

১২। অর্থাৎ এই আ'রাফবাসীরা হবে সেই সব লোক যাদের জীবনের ইতিবাচক দিক এতটা শক্তিশালী হবে না যে তারা জান্নাতে প্রবেশ লাভ করতে সক্ষম হবে ও তাদের জীবনের নেতিবাচক দিকও এতটা খারাব হবে না যে তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। এজন্য তারা জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী এক সীমায় অবস্থান করবে এবং তারা এই আশা পোষন করতে থাকবে যে, আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের ভাগ্যে জান্নাত লাভ ঘটবে।

وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ

তাদের চিহ্নগুলো দিয়ে — তাদের তারা চিনবে — (দোযখের কিছু) লোকদেরকে — আরাফের — অধিবাসীরা — ডাকবে — এবং

قَالُوْا مَاۤ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে তোমরা — যা — ও — তোমাদের দল — তোমাদের জন্যে — কাজে আসল — না — তারা বলবে

اَهٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ؕ

করুণা — আল্লাহ — তাদের পৌঁছাবেন — না — তোমরা কসম করে বলতে(যে) — যাদের (সম্পর্কে) — এসব(জান্নাতবাসী) লোক কি (তারানয়)

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لَاۤ اَنْتُمْ

তোমরা — না — আর — তোমাদের জন্যে — কোন ভয় (আছে) — না — জান্নাতে — (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা প্রবেশ কর

تَحْزَنُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ

জান্নাতের — অধিবাসী-দেরকে — জাহান্নামের — অধিবাসীরা — ডেকে বলবে — এবং — দুঃখিত হবে (দুশ্চিন্তা করবে)

اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ

আল্লাহ — তোমাদের রিজিক দিয়েছেন — (তা) হতে যা — বা — পানি — কিছুটা — আমাদের দিকে — তোমরা ঢেলে দাও — যে

قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾

কাফেরদের — উপর — সেদু'টি নিষিদ্ধ করেছেন — আল্লাহ — নিশ্চয়ই — তারা বলবে

রুকু-০৬ ৪৮. অতঃপর এই আ'রাফের লোকেরা দোযখের কয়েকজন বড় বড় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোককে তাদের চিহ্ন দিয়ে চিনে নিয়ে ডেকে বলবেঃ দেখলে তো, আজ না তোমাদের বাহিনী কোন কাজে আসল, আর না সেই সব সাজ-সরঞ্জাম যাকে তোমরা খুব বড় বলে মনে করছিলে। ৪৯. আর এই জান্নাতবাসীরা কি সেসব লোক নয় যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম করে বলতে যে, এই লোকদেরকে তো আল্লাহ স্বীয় রহমত হতে কোন অংশেই দান করবেন না। আজ তো তাদেরকেই বলা হইল যে, তোমরা সব বেহেশতে প্রবেশ কর, তোমাদের জন্য না ভয় আছে, না কোন দুঃখ বা আশংকা। ৫০. ওদিকে দোযখের লোকেরা জান্নাতী লোকদের ডেকে বলবে যে, সামান্য পানি আমাদের দিকে ঢেলে দাও; কিংবা আল্লাহ যে রেযেক তোমাদের দিয়েছেন তা হতে কিছু এদিকে নিক্ষেপ কর। তারা জবাবে বলবেঃ " আল্লাহতা'আলা এই দুইটি জিনিসই সত্যের অমান্যকারীদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন।

ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ

যারা গ্রহণ করেছিল | তাদের দ্বীনকে | কৌতুক | ও | ক্রীড়া (রূপে) | এবং | তাদের প্রতারিত করেছিল | জীবন

ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُوا۟ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا

দুনিয়ার | অতএব আজ | তাদের ভুলে যাব আমরা | যেমন | তারা ভুলে গিয়েছিল | সাক্ষাৎ | তাদের দিনের | এই

وَمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾ وَلَقَدْ جِئْنَٰهُم

এবং | যেভাবে | তারাছিল | আমাদের নিদর্শনাবলীকে | অস্বীকার করত | এবং | নিশ্চয় | তাদের কাছে আমরা এনেদিয়েছি

بِكِتَٰبٍ فَصَّلْنَٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

এক কিতাব | তা আমরা বিশদ বর্ণনা করেছি | (পূর্ণ) দ্বারা জ্ঞান | পথ নির্দেশ | ও | দয়া (স্বরূপ) | লোকদের জন্যে | (যারা) ঈমান আনে

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ ۚ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ

কি | তারা প্রতীক্ষা করছে | এছাড়া | তার পরিণতির | যেদিন | আসবে | তার পরিণতি | বলবে

ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ۚ

যারা | তা ভুলে গিয়েছিল | পূর্বে | নিশ্চয়ই | এসেছিলেন | রসূলগণ | আমাদের রবের | সত্য(বাণী)সহ

فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا۟ لَنَآ

কি তবে | আমাদের জন্যে(আছে) | কোন সুপারিশকারী | তারা অতঃপর সুপারিশ করবে | আমাদের জন্যে

---

৫১. যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছিল, আর দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারণার গোলক ধাঁধায় নিমজ্জিত করে রেখেছিল।" আল্লাহ বলেনঃ আজ আমরা তেমনিভাবেই তাদেরকে ভুলে থাকব যেমন করে তারা এইদিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে রয়েছিল এবং আমাদের আয়াতসমূহ অস্বীকার করছিল। ৫২. আমরা এদের নিকট এমন একখানি কিতাব এনে দিয়েছি যা পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করেছি, এবং যারা ঈমান রাখে এমন সব লোকের জন্য যা হেদায়াত ও রহমত। ৫৩. এখন কি এই লোকেরা এর পরিবর্তে এই কিতাব যে পরিণামের সংবাদ দেয় তারই অপেক্ষায় রয়েছে? সেই পরিণাম যেদিন সামনে এসে পৌছিবে তখন পূর্বে যারা তাকে ভুলে গিয়েছিল তারাই বলবেঃ "বাস্তবিকই আমাদের রবের রসূল সত্য দ্বীনই নিয়ে এসেছিলেন। এখন কি আমরা এমন কিছু সুপারিশকারী পাব যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে?

اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ

অথবা ফিরিয়ে পাঠান হবে আমাদেরকে, আমরা তখন কাজ করব, এ ব্যতীত, যা (পূর্বে), আমরা কাজ করতাম, নিশ্চয়ই

خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝٥٣

তারা ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, তাদের নিজেদেরকে, ও, উধাও হয়েছে, তাদের হতে, যা, তারা রচনা করতেছিল

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ

নিশ্চয়ই, তোমাদের রব, আল্লাহই, যিনি, সৃষ্টি করেছেন, আসমান-সমূহকে, ও, যমীনকে, মধ্যে

سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۫ يُغْشِى الَّيْلَ

ছয়, দিনের, এরপর, সমাসীন হন, উপর, আরশের, তিনি আচ্ছাদিত করেন, রাতকে

النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ

দিনের (উপর), অনুসরণ করে, সে তাকে, দ্রুত গতিতে, এবং, সূর্য, ও, চন্দ্র, ও, তারকাগুলো

مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ

অধীনস্থ করেছেন, তাঁর নির্দেশের, জেনে রাখ, তাঁরই, সৃষ্টি, এবং, নির্দেশ (তাঁরই), বড় বরকতময়, আল্লাহ

رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٥٤

রব, বিশ্বজাহানের

অথবা আমাদেরকে ফিরিয়ে পাঠালে পূর্বে আমরা যা করেছিলাম তার বিপরীত পন্থায় কাজ করতাম?" তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তারা যেসব মিথ্যা রচনা করে নিয়েছিল আজ তা হারিয়ে যাবে। রুকু-০৭ ৫৪. বস্তুতঃ তোমাদের রব সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন[১৩]। অতঃপর স্বীয় সিংহাসনের উপর আসীন হন[১৪]। যিনি রাতকে দিনের উপর বিস্তার করে দেন। তারপরে দিন রাতের পিছনে দৌড়াতে থাকে। যিনি সূর্য চন্দ্র ও তারকাসমূহ সৃষ্টি করেছেন। সব সৃষ্টিই তাঁর এবং সার্বভৌমত্বও তাঁরই [১৫]। অপরিসীম বরকতময়[১৬] আল্লাহ, সমগ্র জাহানের মালিক ও লালন-পালনকারী।

১৩. দিন অর্থ এখানে দুনিয়ার ২৪ ঘন্টায় দিনের সমার্থক হতে পারে। অথবা এখানে দিন' শব্দটি যুগ বা কালের একটি অধ্যায়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৪. আল্লাহর আরশের উপর আসীন হওয়ার বিস্তারিত রূপ আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এ 'মোতাশাবেহাত' এর অন্তর্গত যার অর্থ নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। ১৫. অর্থাৎ আল্লাহ এই বিশ্বলোক সৃষ্টি করেছেন ও তিনিই এর নির্দেশক ও পরিচালক। নিজের সৃষ্টিকে তিনি অন্যের অধীনে ছেড়ে দেননি। এবং তিনি তার কোন সৃষ্টিকেও এ অধিকার দেননি যে সে নিজ ক্ষমতা ও অধিকারে যা ইচ্ছা করবে। ১৬. আল্লাহতা'আলা বরকতময়' হওয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁর সুগুনের কোন সীমা পরিসীমা নেই। সীমাহীন কল্যাণ তাঁর থেকে আশা করা যায়।

ادْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ

ভালবাসেন না তিনি গোপনে ও বিনীতভাবে তোমাদের তোমরা
নিশ্চয়ই রবকে ডাক

الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۵۵﴾ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ

পরেও দুনিয়ার মধ্যে তোমরা বিপর্যয় না এবং সীমালংঘনকারীদেরকে
সৃষ্টি করো

اِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ۭ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ

আল্লাহর অনুগ্রহ নিশ্চয় আশার ও ভয় তাকে তোমরা এবং তা
(সাথে) ডাক সংস্কারের

قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۶﴾ وَ هُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ

বায়ু প্রেরণ যিনি তিনিই এবং সৎকর্মশীলদের নিকটে
করেন (আল্লাহ)

بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۭ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا

মেঘমালা বহন করে যখন এমনকি তাঁর আগে সু সংবাদ
রহমতের স্বরূপ

ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا

আমরা অতঃপর পানি তা আমরা অতঃপর নির্জীব ভূখন্ডের তা আমরা ভারী
উৎপাদন করি থেকে বর্ষণ করি জন্যে চালনা করি

بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۭ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ

তোমরা মৃতদেরকে আমরা এভাবেই ফলমূল প্রত্যেক তা দিয়ে
সম্ভবত পুনরুত্থিত করব রকমের

تَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۷﴾

শিক্ষা নেবে

৫৫. তোমাদের রবকে ডাক, কাঁদকাঁদ কণ্ঠে ও চুপে-চুপে। নিশ্চিতই তিনি সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। ৫৬. যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তার সংশোধন ও স্থিতি বিধানের পর[১৭]। এবং আল্লাহকেই ডাক, ভয়ের সাথে এবং আশান্বিত হয়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের অতি নিকটে। ৫৭. তিনিই আল্লাহ যিনি বাতাসকে স্বীয় রহমতের আগে আগে সুসংবাদ বহনকারী রূপে পাঠিয়ে দেন। পরে যখন তা পানি ভারাক্রান্ত মেঘমালা উত্থিত করে, তখন তাকে কোন মৃত যমীনের দিকে চালিয়ে দেন এবং সেখানে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়ে (সেই মৃত যমীন হতে) নানা রকম ফল উৎপাদন করেন। লক্ষ্য কর, এভাবেই আমরা মৃত অবস্থা হতে জীবিত করে বের করব। সম্ভবতঃ তোমরা এই পর্যবেক্ষণ হতে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

১৭. অর্থাৎ শত-শত, হাজার-হাজার বছর ধরে আল্লাহর পয়গম্বর ও মানবজাতির সংস্কারকদের চেষ্টা-সাধনায় মানবিক চরিত্র, নৈতিকতা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির যে সংশোধন সাধিত হয়েছে নিজের দুষ্কৃতি ও ভ্রষ্টাচার দিয়ে তার মধ্যে বিকৃতি ও খারাবি সৃষ্টি করো না।

وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَ

এবং | তার রবের | আদেশে | তার ফসল (উৎকৃষ্ট) | উৎপন্ন করে | উৎকৃষ্ট | ভূখন্ড | এবং

الَّذِیْ خَبُثَ لَا یَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ

বারবার পেশ করি আমরা | এভাবে | নিকৃষ্ট (ফসল) | এছাড়া | উৎপন্ন করে | না | নিকৃষ্ট | যা

الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّشْكُرُوْنَ ﴿۵۸﴾ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا

নূহকে | আমরা প্রেরণ করেছি | নিশ্চয়ই | (যারা) শোকর করে | লোকদের জন্যে | নিদর্শনগুলোকে

اِلٰی قَوْمِهٖ فَقَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ

তোমাদের জন্য | নাই | আল্লাহর | তোমরা ইবাদত কর | হে আমার জাতি | অতঃপর সে বলল | তার জাতির | প্রতি

مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ؕ اِنِّیْۤ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ

দিনের | আযাবের | তোমাদের উপর | ভয় করি আমি | আমি নিশ্চয়ই | তিনি ছাড়া | ইলাহ | (অন্য) কোন

عَظِیْمٍ ﴿۵۹﴾ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ

আমরা অবশ্যই তোমাকে দেখছি | আমরা নিশ্চয়ই | তার জাতির | মধ্যকার | কর্তা (প্রধান) ব্যক্তিরা | বলল | কঠিন

فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۶۰﴾ قَالَ یٰقَوْمِ لَیْسَ بِیْ ضَلٰلَةٌ

কোন নির্বুদ্ধিতা | আমার মধ্যে | নাই | হে আমার জাতি | সে বলল | প্রকাশ্য | ভ্রান্তির | মধ্যে

وَّ لٰكِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۶۱﴾

বিশ্বজাহানের | রবের | পক্ষহতে | রসূল | আমি বরং

৫৮. যে যমীন ভাল, তা তার রবের হুকুমে খুব ফুল ও ফল ফলায়। আর যে যমীন খারাব, তা হতে নিকৃষ্ট ধরনের ফসল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। এইভাবে আমরা নিদর্শন সমূহকে বারবার পেশ করি- তাদের জন্য যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে ইচ্ছুক। রুকু-০৮ ৫৯. আমরা নূহকে তার সময়কার লোকদের প্রতি প্রেরণ করেছি[১৮]; সে বলল, "হে জাতির লোকেরা, আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য (নির্দিষ্ট) একটি দিনের আযাবের ভয় পোষণ করি।" ৬০. তার সময়কার জাতির কর্তাব্যক্তিরা জবাবে বললঃ "আমরা তো দেখতে পাই যে, তুমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছ।" ৬১. নূহ বললঃ "হে আমার জাতি, আমি কোন প্রকার গোমরাহীতে লিপ্ত নই, আমি তো রব্বুল'আলামীনের রসূল।

১৮। আজকের যুগে 'ইরাক' নামে অভিহিত ভূখন্ডেই হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির বাসস্থান ছিল।

৬২. আমি তোমাদের নিকট রবের পয়গাম সমূহ পৌছিয়ে থাকি, আমি তোমাদের কল্যাণকামী। আমি আল্লাহর নিকট হতে সেই সব বিষয় জানি, যা তোমাদের জানা নেই। ৬৩. তোমরা কি এই জন্য আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়েছ যে, তোমাদের প্রতি তোমাদের নিজেদের লোকদের মধ্যহতে এক ব্যক্তির মাধ্যমে তোমাদের রবের নিকট হতে উপদেশ এসেছে, যেন তোমাদেরকে সাবধান করে দেয় এবং তোমরা ভূল পথে চলা হতে রক্ষা পেতে পার, আর যেন তোমাদের উপর রহমত নাযিল হয়।" ৬৪. কিন্তু তারা তাকে (মিথ্যাবাদী মনে করে) অমান্য করল। শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে এবং তার সংগীদেরকে এক নৌকায় (আরোহণ করিয়ে) রক্ষা করলাম এবং সেই লোকদের ডুবিয়ে দিলাম, যারা আমার আয়াতসমূহকে (মিথ্যামনে করে) অমান্য করেছিল। বস্তুতঃ তারা ছিল অন্ধলোক। রুকু-০৯ ৬৫.এবং 'আদ' জাতির প্রতি আমরা তাদের ভাই 'হুদ'কে পাঠিয়েছি[১৯]।

১৯। 'হেজায' 'য়ামান' ও য়ামামা'র মধ্যবর্তী 'আহকাফ্'-এর এলাকায় 'আদ' জাতির মুল বাসস্থান ছিল। এখান থেকেই বিস্তৃত হয়ে তারা 'য়ামান'এর পশ্চিম উপকুল এবং ওমান ও হাজরে মাউত থেকে ইরাক পর্যন্ত নিজেদের শক্তির প্রভাব বিস্তার করেছিল।

قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ
সে বলল | হে আমার জাতি | তোমরা ইবাদত কর | আল্লাহর | নাই | তোমাদের জন্যে | কোন ইলাহ | তিনি ছাড়া

اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٦٥﴾ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ
তবুও কি না | তোমরা সংযত হবে | বলল | (সেই জাতির) প্রধান ব্যক্তিরা | যারা | অস্বীকার করেছিল | মধ্যহতে

قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّ اِنَّا لَنَظُنُّكَ
তার জাতির | নিশ্চয়ই আমরা | আমরা অবশ্যই তোমাকে দেখছি | মধ্যে | নির্বুদ্ধিতার | এবং | আমরা নিশ্চয়ই | আমরা অবশ্যই তোমাকে মনেকরি

مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ
পক্ষ হতে | মিথ্যাবাদীদের | সে বলল | হে আমার জাতি | নাই | আমার মধ্যে | কোন নির্বুদ্ধিতা

وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ
আমি বরং | একজন রসূল | পক্ষহতে | রবের | বিশ্বজাহানের | তোমাদেরকে পৌঁছাই | পয়গামসমূহ

رَبِّيْ وَ اَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾ اَوَ عَجِبْتُمْ
আমার রবের | এবং | আমি | তোমাদের জন্যে | হিতাকাঙ্খী | বিশ্বস্ত | কি | তোমরা বিস্মিত হয়েছ

اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ
যে | তোমাদের কাছে এসেছে | উপদেশ | পক্ষ হতে | তোমাদের রবের | উপর | একজনের | তোমাদেরই মধ্যেকার

لِيُنْذِرَكُمْ ؕ
তোমাদেরকে সতর্ক করে যেন

সে বললঃ হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। এখন তোমরা কি ভুল পথে চলা হতে বিরত হবে না?" ৬৬. তার জাতির সরদার-মাতব্বররা যারা তার দাওয়াত মানতে অস্বীকার করছিল জবাবে বললঃ "আমরা তোমাকে তো নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত মনে করি। আর আমাদের ধারণা এই যে, তুমি মিথ্যাবাদী।" ৬৭. সে বললঃ "হে আমার জাতির লোকেরা, আমি নির্বুদ্ধিতায় নিমজ্জিত নই, বরং আমি বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহর রসূল। ৬৮. তোমাদের নিকট আমার রবের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিই। আমি তোমাদের এমন কল্যাণকামীও যার উপর নির্ভর করা যায়। ৬৯. তোমার কি এই জন্য আশ্চর্যান্বিত হয়েছ যে, তোমাদের নিকট তোমাদেরই নিজ জাতির এক ব্যক্তির মাধ্যমে তোমাদের রবের 'স্মারক' এসেছে, এই জন্য যে, সে তোমাদেরকে সাবধান-সতর্ক করবে।

তোমরা স্মরণকর, তোমাদের রব নূহের জাতির পরে তোমাদেরকেই তার স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে খুবই স্বাস্থ্যবান বানিয়েছেন। অতএব আল্লাহর কুদরতের কীর্তিকলাপ স্মরণে রেখো[২০]। আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।" ৭০. তারা বললঃ তুমি আমাদের নিকট কি এই জন্য এসেছ যে, আমরা কেবল আল্লাহরই দাসত্ব করব, আর আমাদের বাপ-দাদারা যাদের বন্দেগী করে এসেছে তাদেরকে পরিহার করব? আচ্ছা, তাহলে নিয়ে এস সেই আযাব যার ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদি হও।" ৭১.সে বললঃ "তোমাদের রবের শাস্তি ও ক্রোধ তোমাদের উপর পড়েছে। তোমরা কি আমার সাথে সেই নামগুলির কারণে ঝগড়া করছ,

২০. মূলে آلَاءَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ নেয়ামতসমূহও হয় এবং ক্ষমতার বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহও হয়, আবার উত্তম গুণাবলীও হয়।

যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছো[২১]?" এবং যেগুলির সমর্থনে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি?- আচ্ছা, তবে তোমরা অপেক্ষা করতে থাক, আর আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকলাম।" ৭২. শেষ পর্যন্ত আমরা নিজেদের অনুগ্রহের সাহায্যে হূদ' এবং তার সংগী-সাথীদের বাঁচালাম এবং সেই লোকদের মূলোৎপাটন করে দিলাম যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে এবং যারা ঈমানদার ছিলনা। রুকু-১০ ৭৩. এবং 'সামূদ' জাতির প্রতি আমরা তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছি[২২]। সে বললঃ হে আমার জাতি, আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই।

২১. অর্থাৎ তোমরা কাউকে বৃষ্টির, কাউকে বাতাসের, কাউকে ঐশ্বর্যের, আবার কাউকে রোগ-ব্যধির প্রভু, দেবতা বল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কেউই কোন জিনিসের প্রভু নয়; এগুলো তোমাদের কল্পিত নিছক কতকগুলো নাম মাত্র। যারা এইগুলো নিয়ে বিবাদ করে তারা আসলে কতকগুলি নাম নিয়ে মাত্র বিবাদ করে, কোন সত্য বস্তুর জন্য বিবাদ করে না। ২২. সামূদ জাতির বাসস্থান উত্তর পশ্চিম আরবের সেই এলাকায় ছিল, যা আজও 'আল-হিজর' নামে খ্যাত আছে, বর্তমান যামানায় মদীনা ও তাবুকের মধ্যবর্তী একটি জায়গা আছে যাকে 'মাদায়েনে সালেহ' বলা হয়। এই জায়গাই সামূদ জাতির সদর জায়গা ছিল এবং প্রাচীন কালে এ স্থান 'হিজর' নামে অভিহিত ছিল। আজও এখানে সামূদীদের কিছু ইমারত বর্তমান আছে যা তারা পাহাড় খনন করে নির্মাণ করেছিল।

قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ

আল্লাহর | উষ্ট্রী | এই | তোমাদের রবের | পক্ষহতে | সুস্পষ্ট প্রমাণ | তোমাদের কাছে এসেছে | নিশ্চয়ই

لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَ لَا

না | এবং | আল্লাহর | যমীনের | উপর | সে খাবে | তাকে সূতরাং তোমারা ছেড়েদাও | একটি নিদর্শন | তোমাদের জন্যে

تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾ وَ اذْكُرُوْٓا

তোমরা স্মরণ কর | এবং | বড় কষ্টকর | শাস্তি | তাহলে তোমাদের ধরবে | মন্দভাবে | তাকে তোমরা স্পর্শ করবে

اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّ بَوَّاَكُمْ فِي

উপর | তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন | ও | আ'দের | পরে | স্থলাভিষিক্ত | তোমাদের বানিয়েছিলেন | যখন

الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّ تَنْحِتُوْنَ

তোমরা খোদাই করে তৈরী করেছ | ও | প্রাসাদসমূহ | তার সমতল ভূমিতে | তোমরা নির্মাণ করছ | যমীনের

الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَ لَا تَعْثَوْا

অনাচার সৃষ্টি করো | না | এবং | আল্লাহর | অনুগ্রহ গুলোকে | তোমরা অতএব স্মরণ কর | বাসগৃহ সমূহ | পাহাড় গুলোতে

فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٤﴾

ফাসাদ সৃষ্টিকারী হয়ে | পৃথিবীর | মধ্যে

তোমাদের নিকট তোমাদের রবের নিকট হতে সুস্পষ্ট দলীল এসে পৌছেছে। এ আল্লাহর উষ্ট্রী, তোমাদরে জন্য একটি নিদর্শন স্বরূপ[২৩]। অতএব তাকে ছেড়ে দাও- আল্লাহর যমীনে চলে বেড়াবে; কোন খারাব উদ্দেশ্যে তাকে স্পর্শ করো না, অন্যথায় এক কঠিন পীড়াদায়ক আযাব তোমাদের গ্রাস করবে। ৭৪. স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ 'আঁদ' জাতির লোকদের পরে তোমাদেরকে তার স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন এবং জীবনে তোমাদের এই মর্যাদা দিয়েছেন যে, আজ তোমরা তার সমতল ভূমির উপর সু-উচ্চ প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করছ ও তার পর্বত-গাত্র খোদাই করে বাড়ীঘর বানাচ্ছ। অতএব তাঁর কুদরতের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে গাফিল হয়োনা এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না।"

২৩. এই কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। তার থেকে জানা যায় সামুদ জাতির লোকেরা হযরত সালেহের কাছে এমন এক নিদর্শনের দাবী করেছিল যা তিনি যে আল্লাহতা'আলার প্রেরিত নবী -এক কথায় সুস্পষ্ট প্রমাণ-পত্র স্বরূপ হবে। এই দাবীর উত্তর হিসেবে হযরত সালেহ (আঃ) এই উষ্ট্রীকে পেশ করেছিলেন।

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ

বলল (সেই জাতির) প্রধান ব্যক্তিরা | যারা | অহংকার করেছিল | মধ্যহতে | তার জাতির | যাদেরকে

اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا

দুর্বল করে রাখা হয়েছিল | (তাদের)কে যারা | ঈমান এনেছিল | তাদের মধ্যহতে | কি | তোমরা জান | যে | সালেহ

مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ

(সত্যিই) প্রেরিত হয়েছে | পক্ষহতে | তার রবের | তারা বলল | নিশ্চয়ই আমরা | ঐ বিষয়ে যাদিয়ে | তাকে পাঠান হয়েছে | তার উপর

مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ

বিশ্বাসী | বলল | যারা | অহংকার করেছিল | নিশ্চয়ই আমরা | যার উপর | তোমরা ঈমান এনেছ | তা

كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ

প্রত্যাখ্যানকারী | তারা অতঃপর হত্যা করল | উষ্ট্রীটিকে | ও | তারা সীমালংঘন করল | নির্দেশের | তাদের রবের

وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ

এবং | তারা বলল | হে সালেহ | আমাদের এনে দাও | ঐবিষয় যার | আমাদেরকে তুমি ধমক দিচ্ছ | যদি | তুমি হও

مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي

অন্তর্ভুক্ত | রসূলদের | তাদেরকে অতঃপর গ্রাস করল | ভূমিকম্প | তারা অতঃপর হয়েগেল | মধ্যে

دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٧٨﴾

তাদের ঘরের | অধঃমুখে পতিত (অর্থাৎ মৃত পড়ে রইল)

৭৫. তার জাতির সরদার মাতব্বর লোকেরা যারা শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব করছিল- দূর্বল শ্রেণীর সেই লোকদের যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে বললঃ "তোমরা কি সত্যি করে জানো যে, সালেহ তার রবের প্রেরিত নবী?" তারা জবাবে বললঃ "নিশ্চয়ই যে পয়গামসহ সে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তা মানি, বিশ্বাস করি।" ৭৬. এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার লোকেরা বললঃ "তোমরা যা মেনে নিয়েছ, আমরা তা অস্বীকার করি, অমান্য করি।" ৭৭. অতঃপর তারা সেই উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেলল[২৪] এবং পূর্ণ অহংকার সহকারে তাদের রবের স্পষ্ট নিদের্শের বিরুদ্ধতা করল আর সালেহকে বলল "নিয়ে এস সেই আযাব, যার ধমক তুমি আমাদেরকে দিচ্ছ, যদি তুমি সত্যিই একজন রসূল হয়ে থাকো।" ৭৮. শেষ পর্যন্ত একটি প্রলয়ংকারী ভূমিকম্প এসে তাদেরকে গ্রাস করল এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে উল্টিয়ে পড়ে রইল।

২৪. যদিও এক ব্যক্তি উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল সূরা 'কমর' ও সূরা 'শামসে' যেমন উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু সমগ্র জাতিই এই অপরাধের সহায়ক ছিল এবং হত্যাকারী ব্যক্তি এই অপরাধী জাতির ইচ্ছা সাধনের যন্ত্র-স্বরূপ ছিল, সেজন্য গোটা জাতির উপরই এ অপরাধের অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে।।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ

পয়গাম তোমাদেরকে নিশ্চয়ই হে সে এবং তাদের সে অতঃপর
পৌছেছিলাম আমার জাতি বলল থেকে মুখ ফিরাল

رَبِّيْ وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٧٩﴾

নসীহত তোমরা না কিন্তু তোমাদেরকে আমি নসীহত এবং আমার
কারীদেরকে পছন্দ কর করেছিলাম রবের

وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا

(যা) (এমন) তোমরা কি তার সে (স্মরণকর) লূতকে এবং
না অশ্লীলকাজে আস জাতিকে বলেছিল যখন (পাঠিয়েছিলাম)

سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ

তোমরা অবশ্যই তোমরা সারা মধ্যে কেউ তা তোমাদের পূর্বে
আস নিশ্চয়ই বিশ্বের করেছে

الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ۚ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾

সীমালংঘনকারী লোক তোমরা বরং স্ত্রীলোকদের বাদ দিয়ে কামবশতঃ পুরুষদের
(কাছে)

وَ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ

হতে তাদের বের তারা যে এছাড়া তার জওয়াব ছিল না এবং
করে দাও বলেছিল জাতির

قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗٓ

তার ও তাকে অতঃপর যারা অতি (এমন) তারা তোমাদের
পরিবারকে আমরা উদ্ধার করলাম পবিত্র থাকতে চায় লোক নিশ্চয়ই জনপদ

اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٨٣﴾

পিছনে অন্তর্ভুক্ত সে ছিল তার স্ত্রী ব্যতীত
অবস্থানকারীদের

৭৯. আর সালেহ এ কথা বলে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, "হে আমার জাতির লোকেরা আমি আমার রবের পয়গাম তোমাদের নিকট পৌছে দিয়েছি, আমি তোমাদের কল্যাণই চেয়েছি; কিন্তু কল্যাণকামীকে তোমরা পছন্দ কর না।" ৮০. আর 'লূত'কে আমার পয়গম্বর বানিয়ে পাঠিয়েছি। অতঃপর স্মরণ কর যখন সে নিজ জাতির লোকদের বলল[২৫]ঃ তোমরা কি এতদূর নির্লজ্জ হয়ে গিয়েছ যে, তোমরা এমন সব নির্লজ্জতার কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে দুনিয়ায় কেউই করেনি? ৮১. তোমার স্ত্রী লোকদের বাদ দিয়ে পুরুষদের দিয়ে নিজেদের যৌন ইচ্ছা পুরণ করে নিচ্ছ। প্রকৃতপক্ষে তোমরা একেবারেই সীমালংঘনকারী লোক।" ৮২.কিন্তু তার জাতির লোকদের জবাব এতদ্ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা, যে "বহিস্কার কর এই লোকদেরকে তাদের নিজেদের জনপদ হতে- এরা নিজেদের বড় পবিত্র বলে জাহির করছে।" ৮৩. শেষ পর্যন্ত আমরা লূত' ও তার ঘরের লোকদেরকে- তার স্ত্রীকে ছাড়া, যে পিছনের লোকদের মধ্যে রয়েগিয়েছিল - বাঁচিয়ে বের করে নিলাম।

২৫. হযরত লূত, ইব্রাহিম (আঃ) এর ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন এবং তিনি যে জাতির হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের বাসস্থান ছিল সেই স্থানে যেখানে আজ মৃত সাগর (Dead sea) অবস্থিত।

وَ اَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ مَّطَرًا ؕ فَانۡظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ

পরিণাম ছিল কেমন অতঃপর লক্ষ্যকর (পাথর) বৃষ্টি তাদের উপর আমরা বৃষ্টিবর্ষণ করেছিলাম এবং

الۡمُجۡرِمِيۡنَ ﴿٨٤﴾ وَ اِلٰى مَدۡيَنَ اَخَاهُمۡ شُعَيۡبًا ؕ قَالَ يٰقَوۡمِ

আমার হে জাতি সে বলল শুয়াইবকে তাদের ভাই মাদয়ানের দিকে এবং অপরাধীদের

اعۡبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمۡ مِّنۡ اِلٰهٍ غَيۡرُهٗ ؕ قَدۡ جَآءَتۡكُمۡ

তোমাদের কাছে এসেছে নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া কোন ইলাহ তোমাদের জন্যে নাই আল্লাহর তোমরা ইবাদত কর

بَيِّنَةٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ فَاَوۡفُوا الۡكَيۡلَ وَ الۡمِيۡزَانَ وَ

এবং ওজন ও মাপ অতএব তোমরাপূর্ণকর তোমাদের রবের পক্ষহতে সুস্পষ্ট প্রমাণ

لَا تَبۡخَسُوا النَّاسَ اَشۡيَآءَهُمۡ وَ لَا تُفۡسِدُوۡا فِي الۡاَرۡضِ

পৃথিবীর মধ্যে তোমরা ফাসাদ করো না এবং তাদের (প্রাপ্য) দ্রব্যে লোকদেরকে তোমরা কম দিও না

بَعۡدَ اِصۡلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ﴿٨٥﴾

ঈমানদার তোমরাহও যদি তোমাদের জন্যে উত্তম এটা তার সংস্কারের পরেও

৮৪. এবং সেই জাতির লোকদের উপর এক বৃষ্টি বর্ষিয়ে[২৬] দিলাম। তার পর দেখ, সেই অপরাধী লোকদের কি পরিণাম হল! রুকু-১১ ৮৫. আর মাদিয়ানবাসিদের[২৭] প্রতি আমরা তাদের ভাই 'শুয়াইব'কে পাঠিয়েছি। সে বললঃ "হে জাতির লোকেরা তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের রবের সুস্পষ্ট দলীল এসে পৌছেছে। অতএব ওজন ও পরিমান পূর্ণমাত্রায় কর, লোকদের তাদের দ্রব্য কম করে দিওনা এবং যমীনে ফাসাদ করোনা, যখন তার সংশোধন ও সংস্কার সম্পূর্ণ হয়েছে। এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত, যদি তোমরা বাস্তবিকই মুমিন হয়ে থাক[২৮]।

২৬. 'বর্ষণ' বলতে এখানে পানি বর্ষণ বোঝাচ্ছে না এখানে বর্ষণ অর্থ- প্রস্তর বর্ষণ। কুরআনের অন্যত্র এই প্রস্তর বর্ষণের কথাও বলা হয়েছে। ২৭. মাদিয়ানের আসল এলাকা হেজাজের উত্তর পশ্চিম ও ফিলিস্তিনের দক্ষিণে লোহিত সাগর ও ওকাবা উপসাগরের তীরে অবস্থিত ছিল; কিন্তু সিনাই উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলেও এ এলাকার কিছু অংশ প্রসারিত ছিল। মাদিয়ান জাতি ছিল এক বড় ব্যবসায়ী জাতি। প্রাচীনকালে লোহিত সাগরের তীর বরাবর ইয়ামেন থেকে মক্কা এবং ইয়াম্বুর মধ্য দিয়ে সিরিয়া পর্যন্ত যে বাণিজ্যিক রাজপথ প্রসারিত ছিল, এবং অন্য একটি বানিজ্যিক রাজপথ যা ইরাক থেকে মিশর অভিমুখে প্রসারিত ছিল- এদের ঠিক চৌমাথায় এই জাতির বসতি অবস্থিত ছিল। ২৮. এই বাক্যাংশ থেকে সুস্পষ্ট রূপে বোঝা যায় এরা নিজেরা ঈমানদার হওয়াঁর দাবী করতো।

وَ لَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَ تَصُدُّوْنَ

তোমরা বাধা দেবে (না) ও তোমরা হুমকি দেবে (না) রাস্তার উপর প্রত্যেক তোমরা বসবে না এবং

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَ تَبْغُوْنَهَا

তাতে তোমরা অনুসন্ধান করবে এবং (না) তাঁর উপর ঈমান আনে (তাকে) যে আল্লাহর পথ হতে

عِوَجًا ۚ وَ اذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۠

তোমাদেরকে অতঃপর আধিক্য দিয়েছেন (সংখ্যায়) অল্প তোমরা ছিলে যখন তোমরা স্মরণকর এবং বক্রতা

وَ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَ اِنْ

যদি এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম ছিল কিরূপ তোমরা লক্ষ্য কর এবং

كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَ

এবং তার উপর আমি প্রেরিত হয়েছি ঐবিষয়ে যা সহ (যারা) ঈমানআনে তোমাদের মধ্যহতে একদল (এমন) হয়

طَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ

আল্লাহ ফয়সালা করেন যতক্ষণ না তোমরা তবে সবর কর তারা ঈমান আনে নাই (অন্য) একদল

بَيْنَنَا ۚ وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

ফয়সালাকারীদের উত্তম তিনিই এবং আমাদের মাঝে

---

৮৬. আর (জীবনের) প্রতি পথে ডাকাত হয়ে বসোনা যে, লোকদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতে ও ঈমানদার লোকদেরকে রবের পথ হতে বিরত রাখতে থাকবে এবং সহজ-সরল পথকে বাঁকা করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে। পরে আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল সংখ্যক করে দিয়েছেন। এবং চোখ খুল দেখ, দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কি হয়েছে। ৮৭. তোমাদের মধ্যে কিছু লোক যদি সেই শিক্ষার প্রতি - যা সহ আমি প্রেরিত হয়েছি- ঈমান আনে, আর অপর কিছু লোক ঈমান নাই আনে, তবে ধৈর্য সহকারে লক্ষ্য করতে থাক, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মাঝে কোন ফয়সালা করে দেন এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ

তোমাকে অবশ্যই তার মধ্য অহংকার যারা কর্তা বলল
আমরা বেরকরব জাতি হতে করেছিল প্রধানরা

يٰشُعَيْبُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ

অথবা আমাদের হতে তোমার ঈমান যারা এবং শুয়াইব হে
জনপদ সাথে এনেছে

لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَ لَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ﴿۸۸﴾

অপছন্দকারী আমরা হলাম যদিও কি সে আমাদের মধ্যে তোমরা অবশ্যই
(তোমাদের দ্বীনকে) বলল দ্বীনের ফিরে আসবে

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ

তোমাদের মধ্যে আমরা যদি মিথ্যা আল্লাহর উপর আমরা (সেক্ষেত্রে)
দ্বীনের ফিরে যাই আরোপ করলাম নিশ্চয়ই

بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَ مَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ

যে আমাদের শোভা না এবং তা হতে আল্লাহ আমাদের যখন এর
জন্যে পায় মুক্তি দিয়েছেন পরেও

نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا

আমাদের পরিবেষ্টন আমাদের আল্লাহ ইচ্ছে যদি তবে তার আমরা
রব করে আছেন রব করেন মধ্যে ফিরব

كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ

ফয়সালা হে আমরা ভরসা আল্লাহরই (অতএব) জ্ঞানে কিছুকে সব
করেদাও আমাদের রব করেছি উপর

بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿۸۹﴾

ফয়সালা উত্তম তুমিই এবং সঠিক আমাদের মাঝে ও আমাদের
কারীদের ভাবে জাতির মাঝে

---

৮৮. সেই লোকদের সরদার মাতব্বরগণ যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব- অহংকারে নিমগ্ন ছিল- তাকে বললঃ "হে শুয়াইব! আমরা তোমাকে ও তোমার প্রতি ঈমানদার লোকদেরকে এই জনপদ হতে বহিষ্কার করে দিব; অন্যথায় তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতে হবে।" শুয়াইব জবাব দিলঃ "আমাদেরকে কি জোর করে ফিরিয়ে আনা হবে, আমরা যদি রাজী না-ও হই তবুও? ৮৯. আমরা রবের প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হইব যদি তোমাদের মিল্লাতে ফিরে আসি, যখন আল্লাহ আমাদেরকে এ হতে মুক্তিদান করেছেন। আমাদের পক্ষে তো তার দিকে ফিরে আসা এখন কিছুতেই সম্ভব নয়, তবে আমাদের রব আল্লাহই যদি এরূপ চান তবে সেটা ভিন্ন কথা। আমাদের রবের জ্ঞান সর্বব্যাপক, তাঁরই উপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়েছি। হে আমার রব! আমাদের ও আমাদরে জাতির লোকদের মাঝে সঠিকভাবে ফায়সালা করে দাও,আর তুমিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

وَ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ

তোমরা অনুসরণ কর | অবশ্যই যদি | তার জাতির | মধ্যহতে | অস্বীকার করেছিল | যারা | প্রধান ব্যক্তিরা | বলল | এবং

شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿٩٠﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

ভূমিকম্পে | তাদেরকে ধরল | অতঃপর | ক্ষতিগ্রস্থ | অবশ্যই | তাহলে (হবে) | নিশ্চয়ই তোমরা | শুয়াইবের

فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٩١﴾ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا

শুইয়াবকে | প্রত্যাখ্যান করেছিল | যারা | অধঃমুখী পতিত (অর্থাৎ মৃত পড়ে রইল) | তাদের ঘরের | মধ্যে | অতঃপর তারাহল

كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۚ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا

ছিল | শুয়াইবকে | প্রত্যাখান করেছিল | যারা | তারমধ্যে | তারা বসবাস করেই নাই | (তারাএমন হল) যেন

هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٢﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ

নিশ্চয়ই | হে আমার জাতি | বলল | এবং | তাদের হতে | সে অতঃপর মুখ ফিরাল | ক্ষতিগ্রস্থ | তারা

اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَ نَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى

আক্ষেপ করব আমি | অতএব কিরূপে | তোমাদেরকে | আমি নসীহত করেছি | ও | আমার রবের | পয়গাম গুলো | তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছি

عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٩٣﴾

(যারা) অস্বীকারকারী | (এমন) লোকদের | উপর

৯০. তার জাতিব সরদারগণ যারা তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল- পরস্পরে বললঃ তোমরা যদি শুয়াইবের অনুসরণ কর, তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে[২৯]। ৯১. কিন্তু হল এই যে একটি প্রচন্ড বিপদ এসে তাদেরকে আঘাত হানল এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। ৯২. যারা শুয়ায়বকে অমান্য করল তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, যেন তারা এই ঘরসমূহে কোনদিনই বসবাস করেনি; শুয়াইবকে অমান্যকারী লোকেরাই শেষ পর্যন্ত বরবাদ হয়ে গেল। ৯৩. এবং শুয়াইব এই কথা বলে তাদের লোকদের হতে মুখ ফিরিয়ে নিল যে, "হে আমার জাতির লোকেরা! আমি আমার রবের পয়গাম তোমাদের নিকট পৌছে দিয়েছি, তোমাদের কল্যাণ কামনার হক আদায় করেছি। এখন সেই লোকদের জন্য কেন আফসোস করব যারা সত্যদ্বীন কবুল করতেই অস্বীকার করে?"

২৯. মাত্র 'শুয়াইব'(আঃ)-এর জাতির সরদারদের পর্যন্ত এ কথা সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেক যুগের ভ্রষ্ট লোকেরা সত্য, সততা ও বিশ্বস্ততার পথে চলার মধ্যে এরূপ অনিষ্টের আশংকা অনুভব করে। প্রত্যেক যুগের দুষ্কৃতকারীদের ধারণাই হচ্ছে- ব্যবসায়, রাজনীতি ও অন্যান্য পার্থিব ব্যাপার মিথ্যা, বেঈমানী ও নীতিহীনতা ছাড়া চলতে পারেনা। ঈমানদারী অবলম্বন করার অর্থ হচ্ছে প্রয়োজন হলে নিজের পার্থিব স্বার্থ বরবাদ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

وَ مَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا

তার অধিবাসীদেরকে ধরেছি | আমরা | ব্যতীত যে | নবী | (এমন) কোন | কোন জন বসতির | মধ্যে | আমরা প্রেরণ করেছি | না | এবং

بِالْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ﴿٩٤﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ

অবস্থাকে | আমরা বদলে দিয়েছি | এরপর | অতীব বিনয়ী হয় | তারা যাতে | কষ্ট (দিয়ে) | ও | অভাব দিয়ে

السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّ قَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا

আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও | স্পর্শ করেছিল | নিশ্চয়ই | তারা বলে | ও | তারা প্রাচুর্য লাভ করে | শেষ পর্যন্ত | ভালতে | খারাপ

الضَّرَّآءُ وَ السَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩٥﴾

টেরওপায় | না | তারা | অথচ | অকস্মাৎ | তাদেরকে তখন আমরা ধরেছি | স্বাচ্ছন্দে | ও | কষ্টে

وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ

তাদের উপর | আমরা অবশ্যই খুলেদিতাম | তাকওয়া অবলম্বন করত | ও | ঈমান আনত | জনপদের | এসব অধিবাসীরা | যদি | এবং

بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ

তাদেরকে সুতরাং আমরা ধরেছি | তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল | কিন্তু | যমীন (থেকে) | ও | আসমান | থেকে | বরকতসমূহ

بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٦﴾

তারা অর্জন করতেছিল | তাসহ যা

রুকু-১২ ৯৪. এমন কখনই হয়নি যে আমরা কোন লোকালয়ে নবী পাঠিয়েছি; অথচ সেই লোকালয়ের লোকদেরকে প্রথমে অভাব ও কষ্টে নিমজ্জিত করিনি- এই আশায় যে, তারা হয়ত নম্র ও কাতর হয়ে আসবে। ৯৫. পরে আমরা তাদের দুরাবস্থাকে সচ্ছল অবস্থায় বদলে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তারা খুব স্বাচ্ছন্দ লাভ করল এবং বলতে লাগল যে, "আমাদের পূর্বপুরুষদের উপরও এরূপ ভাল আর মন্দ দিন সমান ভাবেই আসত।" পরে আমরা তাদেরকে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করলাম; অথচ তারা টের পর্যন্ত পেল না[৩০]। ৯৬. লোকালয়ের লোকেরা যদি ঈমান আনত ও তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করত, তা হলে আমরা তাদের প্রতি আসমান ও যমীনের বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম। কিন্তু তারা তো অমান্যই করল। এই কারণে আমরা তাদেরকে তাদের নিজেদেরই করা খারাব কাজের দরুন পাকড়াও করলাম।

৩০. এক একজন নবী ও এক এক জাতির বিষয় পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করার পর এখানে সেই সামগ্রীক নিয়ম বর্ণনা করা হচ্ছে যা আল্লাহতা'আলা প্রতিটি যুগে নবী প্রেরণকালে অবলম্বন করেন। যখনই কোন জাতির মধ্যে নবী প্রেরণ করা হয়েছে তখন তার পূর্বে সে জাতিকে বিপদ- আপদে নিক্ষেপ করা হয়েছে যেন তাদের কর্ণ উপদেশ শ্রবণের জন্য উন্মুক্ত হয় এবং তারা তাদের রবের সামনে বিনয়ের সঙ্গে অবনত হতে প্রস্তুত হয়। এরপর এই অনুকূল পরিবেশ-পরিস্থিতিতেও যদি তাদের অন্তর সত্য গ্রহণের প্রতি অনুরাগী না হয় তবে তাদেরকে (স্বচ্ছলতার) ফিতনায়(পরীক্ষায়) নিক্ষেপ করা হয়; এবং এখান থেকেই তাদের ধ্বংসের সূচনা শুরু হয়। পয়গম্বরদের কথা অমান্য করা সত্ত্বেও যখন তাদের উপর নেয়ামতের অঢেল বর্ষণ শুরু হয় তখন তারা ভাবে তাদেরকে পাকড়াও করার কোন রব নেই। আমাদের সমকক্ষ আর কেউ নেই- এই অহংকার তাদের পেয়ে বসে; এই জিনিসই শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আল্লাহর আযাবে নিমজ্জিত করে।

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ

তারা যখন রাত্রে আমাদের কঠোর শাস্তি তাদের উপর আসবে (এ বিপদ হতে)যে জনপদের অধিবাসীরা তবে কি নির্ভয় হয়েছে

نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا

আমাদের শাস্তি তাদের উপর আসবে (এ বিপদ হতে)যে জনপদের অধিবাসীরা নির্ভয় হয়েছে কিম্বা ঘুমন্ত থাকবে

ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ

নির্ভয় হয় অথচনা আল্লাহর কৌশল (হতে) তারা তবেকি নির্ভয় হয়েছে ক্রীড়ারত (থাকে) তারা যখন দিনের পূর্বাহ্নে

مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ

তাদেরকে (যাদের) শিক্ষাদেয় নাই কি (যারা) ক্ষতিগ্রস্ত (এমন) লোকেরা ব্যতীত আল্লাহর কৌশল (হতে)

يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ

তাদেরকে আমরা শাস্তি দেব ইচ্ছেকরি আমরা যদি যে তার(পূর্ববর্তী) অধিবাসীদের পরে পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী করা হয়েছে

بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

শুনবে না অতঃপর তারা তাদের অন্তরগুলোর উপর মোহর লাগাব এবং তাদের পাপগুলোর কারণে

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ۚ

তাদের বৃত্তান্তগুলো হতে তোমার কাছে বর্ণনা করেছি আমরা জনপদ সমূহ এই(সব)

৯৭. জনপদের লোকেরা কি এখন নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আমাদের আযাব সহসা রাতের বেলা এসে তাদের ঘেরাও করবেনা যখন তারা ঘুমে বিভোর হয়ে থাকবে। ৯৮. কিংবা তারা কি এখন নিশ্চিত হয়ে গেছে যে আমাদের শক্তহাত সহসা কোন সময় দিনের বেলা এসে তাদের উপর পড়বে না যখন তারা খেলায় মেতে থাকবে? ৯৯. এই লোকেরা কি আল্লাহর কৌশল সম্পর্কে নির্ভয় হয়ে গেছে? অথচ আল্লাহর কৌশল সম্পর্কে সেই লোকেরাই নির্ভয় হতে পারে, যারা অনিবার্য-রূপে ধ্বংসই হয়ে যাবে[৩১]। রুকু-১৩ ১০০. যারা পূর্ববর্তী দুনিয়াবাসীদের পরে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হয়, তাদেরকে কি এই বাস্তব ব্যাপারটি কোন শিক্ষাই দেয় না যে, আমরা ইচ্ছা করলে তাদেরকে তাদের অপরাধের জন্য পাকড়াও করতে পারি? (কিন্তু তারা শিক্ষাপ্রদ ঘটনা ও তত্ত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে) আর আমরা তাদের দিলের উপর মোহর লাগিয়ে দিব, ফলে তারা কিছুই শুনবে না। ১০১. এই জাতিসমূহ যাদের কাহীনী আমরা তোমাদের শুনাচ্ছি- (তোমাদের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে বর্তমান)

৩১. মূল مَكْرَ (মকর) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় 'মকর' এর অর্থ গুপ্ত তদবির। অর্থাৎ এরূপ 'চাল' চালা যে যতক্ষণ পর্যন্ত চরম আঘাত না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত যে ব্যক্তি এই চরম আঘাতে আঘাত-প্রাপ্ত হবে সে-সম্পর্কে সে একেবারেই বে-খবর থাকে, সে জানতেই পারে না যে তার দুর্গতিময় পরিণাম আসন্ন; বরং বাহ্য অবস্থা দৃষ্টে সে মনে করতে থাকে- সবই ঠিক আছে।

তাদের নবী ও রসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য নিদর্শন নিয়ে এসেছে; কিন্তু যে জিনিসকে তারা একবার মিথ্যা বলে অমান্য করেছে তা পরে আর তারা মেনে নিতে প্রস্তুত হয়নি। লক্ষ্য কর, এমনিভাবেই আমরা সত্যের অমান্যকারীদের দিলের উপর 'মোহর' মেরে দেই। ১০২. আমরা এদের মধ্যে অধিকাংশকেই ওয়াদা পালকারীরূপে পাইনি; বরং অধিকাংশকে ফাসেকই পেয়েছি। ১০৩. অতঃপর এই জাতিসমূহের পরে (উপরে যাদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে) আমরা মূসাকে আমাদের আয়াত ও নিদর্শনসমূহ সহকারে ফিরআউন[৩২] ও এই জাতির সরদার-মাতব্বরদের নিকট পাঠিয়েছি। কিন্তু তারাও আমাদের আয়াত ও নিদর্শন সমূহের প্রতি যুলুম করেছে। এখন দেখ, এই ফাসাদকারীদের পরিণাম কি হয়েছে।

৩২. 'ফিরাউন' শব্দের অর্থ হচ্ছেঃ সৌর বংশ- সূর্যদেবের বংশধর। প্রাচীন মিশরবাসীদের কাছে সূর্য ছিল 'রব্বে আলা' বা মহাদেবতা, আর তারা সূর্যকে 'রা' বলতো। এই 'রা' থেকেই 'ফিরাউন' শব্দ উদ্ভূত। 'ফিরাউন' কোন এক ব্যক্তি বিশেষের নাম ছিল না। মিশরের বাদশাহদের উপাধি ছিল 'ফিরাউন', যেমন রুশ সম্রাটগণের উপাধি ছিল 'যার' ও পারস্য সম্রাটদের উপাধি ছিল 'খসরু'।

وَ قَالَ مُوسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾

বিশ্ব জাহানের রবের পক্ষহতে একজন রসূল নিশ্চয়ই আমি ফিরাউন হে মূসা বলল এবং

حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ

নিশ্চয়ই প্রকৃত সত্য এছাড়া আল্লাহর ব্যাপারে বলি আমি না যে (আমার)মর্যাদা এটাই

جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٠٥﴾

ইসরাঈলকে বনী আমার সাথে তুমি অতঃপর পাঠাও তোমাদের রবের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছি

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ

অন্তর্ভূক্ত তুমিহও যদি তা পেশ কর তবে নিদর্শনসহ তুমি এসেথাক যদি সে বলল

الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠٦﴾ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٠٧﴾

সুস্পষ্ট অজগর (হয়েগেল) তা অতঃপর তখন তার লাঠি সে অতঃপর নিক্ষেপ করল সত্যবাদীদের

وَّ نَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ

বলল দর্শকদের কাছে সাদা উজ্জ্বল (হলো) তা অতঃপর তখন তার হাত টেনে বের করল এবং

الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٩﴾

সুদক্ষ অবশ্যই যাদুকর এই (ব্যক্তি) নিশ্চয়ই ফিরাউনের জাতির মধ্য হতে কর্তা ব্যক্তিরা

---

১০৪. মূসা বললঃ "হে ফিরাউন আমি বিশ্বজাহানের মালিক রবের নিকট হতে প্রেরিত হয়ে এসেছি। ১০৫. আমার পদ-মর্যদাই এই যে, আল্লাহর নামে আমি প্রকৃত হক ছাড়া অন্য কোন কথাই বলব না। আমি তোমাদের নিকট তোমাদের রবের তরফ হতে সুস্পষ্ট নিয়োগ প্রমাণ নিয়ে এসেছি। অতএব তুমি বনী ইসরাঈলকে আমরা সংগে পাঠিয়ে দাও।" ১০৬. ফিরাউন বললঃ "তুমি যদি কোন চিহ্ন-নিদর্শন নিয়ে এসে থাক এবং তোমার এই দাবীতে তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে তা পেশ কর।" ১০৭. মূসা তার নিজের লাঠি নিক্ষেপ করল এবং সহসাই তা এক জীবন্ত বাস্তব অজগর হল। ১০৮. সে নিজের হাত টেনে বের করল, আর সব দৃষ্টিমান লোকের সামনে তা ঝকমক করতে লাগল। **রুকু-১৪** ১০৯। দেখে ফিরাউনের জাতির কর্তা ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যে বললঃ "নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তি বড় সুদক্ষ যাদুকর।

১১০. তোমাদেরকে সে তোমাদের জমি-জায়গা হতে বে-দখল করতে চায়"[৩৩] এখন কি বলবে বল? ১১১. পরে তারা সকলে ফিরাউনকে পরামর্শ দিল যে, তাকে এবং তার ভাইকে অপেক্ষায় ফেলে রাখুন। এই সময়ের মধ্যে সব শহরে-নগরে প্রচারক ও সংগ্রহক পাঠিয়ে দিন। ১১২. যেন সকল দক্ষ যাদুকরকে আপনার এখানে নিয়ে আসে ১১৩. এই অনুযায়ী যাদুকররা ফিরাউনের নিকট আসল। তারা বললঃ "জয়ী হলে আমরা এর পুরস্কার ও পারিশ্রমিক পাব তো? ১১৪. ফিরাউন জবাব দিল ঃ "হ্যাঁ , আর তোমারই হবে দরবারের নিকটতম ব্যক্তি ।" ১১৫. পরে তারা মূসাকে বলল ঃ "তুমি নিক্ষেপ করবে, না আমরা নিক্ষেপ করব?"

৩৩. মূসা (আঃ) এর নবুয়্যতের দাবীর মধ্য এ তাৎপর্য স্বতঃই নিহিত ছিল যে তিনি প্রকৃতপক্ষে পুরা জীবন-ব্যবস্থাটি সামগ্রিকভাবে পরিবর্তন করতে চাচ্ছিলেন এবং এই জীবনব্যবস্থার আওতার মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা, বিশ্বপ্রভুর প্রতিনিধি কখনো অনুগত, বশ্য ও প্রজা বনে থাকার জন্য আসে না; বরং আনুগত্য পাবার হকদার ও শাসকের দায়িত্ব বহনের জন্য আগমন করে; এবং কোন কাফেরের শাসনাধিকার স্বীকার করা তার নবুয়্যতের পদ ও মর্যাদার সম্পূর্ণ বিরোধী। এই কারণেই হযরত মূসা (আঃ) এর মুখে রেসালাতের দাবী শোনা মাত্রই ফিরাউন ও তার রাজ দরবারের সামনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আশংকা দেখা দিয়েছিল; এবং তারা বুঝে নিয়েছিল যে, যদি এই ব্যক্তির কথা চলে, তবে আমাদের ক্ষমতাচ্যুতি অনিবার্য।

انْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ۝١١٩ وَ اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۝١٢٠ قَالُوْٓا

তারা বলল | সিজদাকারী (হিসেবে) | যাদুকরদেরকে | নোয়ায়ে দিল | এবং | লাঞ্ছিত হয়ে | তারা ফিরেগেল

اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٢١ رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ۝١٢٢

হারূনের | ও | মূসার | রব | বিশ্বজাহানের | রবের উপর | আমরা ঈমান আনলাম

১১৬। মূসা বললঃ "তোমরাই নিক্ষেপ কর"। তারা যে যাদুর বান ছাড়ল তা লোকদের দৃষ্টিকে যাদু করল ও লোকদের দিলকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিল। এক কথায়, খুব সাংঘাতিক যাদু দেখাল ১১৭. আমরা মূসাকে বললাম ঃ "তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর"। তা নিক্ষিপ্ত হয়ে সহসা তাদের এই মিথ্যা তেলেসমর্তিকে গিলে ফেলতে লাগল। ১১৮. এভাবে যা হক ছিল তাই হক প্রমাণিত হল। আর তারা যা কিছু বানিয়ে রাখছিল তা সবই বাতিল হয়ে গেল। ১১৯ ফিরাউন এবং তার সংগীরা মুকাবিলার ময়দানে পরাজিত হল এবং (বিজয়ী হওয়ার পরিবর্তে) লাঞ্ছিত হল। ১২০. যাদুকরদের অবস্থা এই হল যে, কোন কিছু যেন ভিতর হতেই তাদের মাথাকে সিজদায় নূয়ে দিল। ১২১. বলতে লাগলঃ "আমরা রব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনলাম। ১২২ .যাকে মূসা ও হারুন উভয়েই মানে[৩৪]।

৩৪. এইভাবে আল্লাহতা'আলা ফিরাউনের চালকে তার নিজেরই উপর প্রত্যাবৃত করেন; অর্থাৎ ফিরাউন নিজেরই কৌশলজালে নিজে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সে সারা দেশের দক্ষ যাদুকরদের আহূত করে জনসাধারণের সামনে এই উদ্দেশ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল যে, জনসাধারণ দৃঢ়-বিশ্বাস করে নেবে হযরত মূসা একজন যাদুকর, অন্ততঃপক্ষে জনগনের মনে এ সম্পর্কে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করা যাবে। কিন্তু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হবার পর তার নিজেরই আহূত যাদু-বিদ্যায় দক্ষ ও কীর্তিমান যাদুকরেরা সকলে একযোগে এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল যে হযরত মূসা (আঃ) যে জিনিস নিয়ে এসেছেন তা কিছুতেই যাদু নয়; বরং নিশ্চিতরূপে তা হচ্ছে বিশ্ব প্রভুর শক্তির বিস্ময়কর নিদর্শন, যার সামনে কোন প্রকার যাদুর শক্তি অচল।

১২৩. ফিরাউন বলল: "তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে আমরা অনুমতি নেয়ার পূর্বেই? নিশ্চয়ই এ কোন গোপন ষড়যন্ত্র ছিল যা তোমরা এই শহর বসে করেছ- এই উদ্দেশ্যে যে তার মালিকদের সেখান হতে বের করে দেবে। আচ্ছা, এখনই এর পরিণাম তোমরা জানতে পারবে। ১২৪. আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক হতে কেটে ফেলব, আর তার পর তোমাদেরকে শুলে চড়াব।" ১২৫. তারা জবাব দিল : "যাই হোক, আমাদেরকে তো আমাদের রবের দিকেই ফিরে যেতে হবে। ১২৬. তুমি যে কারণে আমাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও তা এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নয় যে, আমাদের রবের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ যখন আমাদের সামনে আসল তখন আমরা তা মেনে নিলাম। হে আমার রব আমাদের ধৈর্যধারণের গুণ দান কর, আর আমাদেরকে দুনিয়া হতে এমন অবস্থায় উঠিয়ে নাও, যখন আমরা তোমারই অনুগত[৩৫]।"

---

৩৫. পাশা উল্টে যেতে দেখে ফিরাউন শেষ 'চাল' চালালো। সমস্ত ব্যাপারটিকে সে মূসা (আঃ) ও যাদুকরদের ষড়যন্ত্র বলে অপবাদ দিয়ে যাদুকরদেরকে দৈহিক শাস্তিদান ও হত্যার ভয় দেখিয়ে তাদের

(অপর পাতায়)

রুকু-১৫ ১২৭. ফিরাউনকে তার জাতির কর্তা-প্রধানরা বললঃ "তুমি কি মূসা এবং তার লোকজনকে দেশে অশান্তি সৃষ্টির জন্য এমনভাবে খোলা ছেড়ে দিবে? আর তারা তোমার ও তোমার মাবুদদের বন্দেগী ছেড়েদিয়ে রেহাই পেয়ে যাবে?" ফিরাউন বললঃ "আমি তাদের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করব এবং তাদের স্ত্রীলোকদের জীবিত থাকতে দিব[৩৬]। তাদের উপর আমাদের ক্ষমতা এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত।"

কাছ থেকে এর স্বীকৃতি আদায় করতে চাইলো। কিন্তু ফিরাউনের এ চালও উল্টে গেল! যাদুকরেরা যে কোন প্রকার শাস্তি বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে একথা প্রমাণ করে দিল যে, মূসা আলাইহিসসালামের সত্যতার প্রতি তাদের বিশ্বাস স্থাপন কোন ষড়যন্ত্র নয় বরং অকপট সত্য স্বীকারের ফল। এখানে লক্ষণীয় যে মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঈমান এই যাদুকরদের চরিত্রে কত বড় বিপ্লব ঘটিয়ে দিল! মাত্র কিছু সময় পূর্বে এই যাদুকরদের মানসিক অবস্থা তো এই ছিল যে- তারা নিজেদের পৈতৃকধর্মের বিজয় ও সাহায্য-সহায়তার জন্য গৃহ থেকে বের হয়ে এসেছিল এবং ফিরাউনের কাছে প্রশ্ন করেছিল যে যদি আমরা আমাদের ধর্মকে মূসার আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে নিতে পারি তবে সরকার থেকে আমরা পুরস্কার লাভ করবো তো? এখন ঈমানের মহাধন লাভ করার পর সেই যাদুকরদের সত্যানুরাগ ও কৃতসংকল্প এতদূর বৃদ্ধি পেল যে কিছু পূর্বে তারা যে বাদশার সামনে লালসার বশে বিক্রীত হচ্ছিল, এখন সেই বাদশার বড়াই ও শাস্তিকে তারাই প্রত্যাঘাত করছে এবং সেই ভীষনতম শাস্তি যার ভয় ফিরাউন তাদেরকে দেখাচ্ছে তা ভোগ করার জন্যও তারা প্রস্তুত। কিন্তু সেই সত্যকে ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত নয় যার সত্যতা তারা সুস্পষ্ট রূপে হৃদয়ংগম করেছে । ৩৬. এ কথা জানা দরকার যে এক যুলুমের যুগ চলছিল মূসা (আঃ)-এর জন্মের পূর্বে এবং দ্বিতীয় অত্যাচারের যুগ মূসা (আঃ)-এর অভ্যুত্থানের পর শুরু হয়েছিল। উভয় যুগেই এই অত্যাচার ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ বনী ইসরাঈলদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করা হতো ও তাদের কন্যা-সন্তানদের অব্যহতি দেওয়া হতো। এর উদ্দেশ্যে ছিল যে, ক্রমে ক্রমে তাদের বংশধর যেন নিঃশেষ হয়ে যায় এবং জাতি হিসাবে তারা যেন অন্য জাতির মধ্যে নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলে।

قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَ اصْبِرُوْا ۚ اِنَّ
বলল মূসা তার জাতিকে তোমরা সাহায্য চাও আল্লাহর কাছে ও তোমরা সবর কর নিশ্চয়ই

الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ
যমীন আল্লাহরই জন্যে তা উত্তরাধীকারী করেন (তাকে) যাকে তিনি ইচ্ছে করবেন মধ্যহতে তার বান্দাদের এবং

الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۲۸﴾ قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا
(উত্তম) পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যে তারা বলল আমরা নির্যাতিত হয়েছি (এর) পূর্বেও আমাদের কাছে তোমার আগমণের

وَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؕ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ
এবং পরেও আমাদের কাছে তোমার আগমণের সে বলল শীঘ্রই তোমাদের রব ধ্বংস করবেন

عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۹﴾
তোমাদের শত্রুকে ও তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করবেন যমীনে তিনি অতঃপর দেখবেন কিরূপ তোমরা কাজকর

وَ لَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَ نَقْصٍ
এবং নিশ্চয়ই আমরা ধরেছিলাম অনুসারীদেরকে ফিরাউনের দুর্ভিক্ষের দ্বারা ও ক্ষতির (দ্বারা)

مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿۱۳۰﴾
ফল-ফসলের তারা যাতে উপদেশ গ্রহণ করে

১২৮. মূসা লোকজনকে বললঃ "আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও আর ধৈর্য-ধারণ কর। এই যমীন আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন[৩৭]। এবং শেষ সাফল্য তাদের জন্যই নির্দিষ্ট যারা তাকে ভয় করে কাজ করে।" ১২৯. তার জাতির লোকেরা বললঃ "তোমার আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হচ্ছিলাম এবং এখন তোমার আসার পরেও নির্যাতিত হচ্ছি"। সে জবাব দিলঃ "সেই সময় দূরে নয় যখন তোমাদের রব তোমাদের দুশমনদের ধ্বংস করে দেবেন এবং যমীনে তোমাদেরকে খলীফা বানাবেন, তার পর তোমরা কি রকম কাজ কর তা তিনি দেখবেন।" রুকু-১৬ ১৩০. আমরা ফিরাউনের লোকদেরকে ক্রমাগত কয়েক বৎসর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ও কম পরিমাণ ফসল উৎপাদনে নিমজ্জিত রাখলাম, এই উদ্দেশ্যে যে, সম্ভবতঃ তাদের চেতনা ফিরে আসবে।

৩৭. আধুনিককালে কতক লোক এই আয়াত থেকে 'যমীন আল্লাহতা'আলার' এই অংশটুকু গ্রহণ করে। ও 'তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে উত্তরাধিকারী করেন' এই পরবর্তী অংশ ত্যাগ করে। সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার দলীল পেশ করে যা মূলতঃ ঠিক নয়।

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ

অতঃপর যখন | তাদের কাছে আসে | কল্যাণ | তারা বলে | আমাদের (অধিকার) | এটা | এবং | যদি | তাদের পৌছে

سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا

কোন অকল্যাণ | তারা মন্দভাগ্যের দোষ চাপায় | মূসার উপর | ও | যারা (ছিল) (তাদের উপর) | তার সাথে | জেনেরাখ | প্রকৃতপক্ষে

طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ وَ

তাদের মন্দভাগ্য | নিয়ন্ত্রণে | আল্লাহরই | কিন্তু | তাদের অধিকাংশই | না | জানে | এবং

قَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا

তারা বলে | যা কিছুই | আমাদের কাছে আনবে তুমি | সে সম্বন্ধে | অর্থাৎ | কোন নিদর্শন | আমাদের যাদুকরার জন্যে | তাদিয়ে | তবুও না

نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَ

আমরা | তোমার উপর | ঈমান আনব | অতঃপর আমরা প্রেরণ করি | তাদের উপর | প্লাবণ | ও

الْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ

পঙ্গপাল | ও | উকুন | ও | ব্যাং | ও | রক্ত | নিদর্শন রূপে | (পৃথক পৃথক ভাবেও) স্পষ্ট

فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾

তারা তবুও অহংকার করল | এবং | তারাছিল | সম্প্রাদায় | অপরাধী

---

১৩১. কিন্তু তাদের অবস্থা এই ছিল যে, যখন ভাল সময় আসত তখন বলতঃ এরূপ হওয়াই আমাদের অধিকার। আর যখন অসময় দেখা দিত তখন মূসা এবং তার সংগী-সাথীদেরকে নিজেদের মন্দ-ভাগ্যের কারণরূপে গণ্য করত। অথচ প্রকৃত পক্ষে তাদের মন্দ-ভাগ্যের কারণ তো আল্লাহর নিকটেই নিহিত ছিল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল জ্ঞানশূণ্য। ১৩২. তারা মূসাকে বললঃ "তুমি আমাদেরকে যাদু প্রভাবিত করার জন্য যত নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা তোমার কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নই।" ১৩৩. শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের উপর তুফান পাঠালাম, পঙ্গপাল ছেড়ে দিলাম, উকুন ছড়িয়ে দিলাম, ব্যাং-এর উপদ্রব্য বাড়িয়ে দিলাম আর রক্ত বর্ষণ করালাম। এই নিদর্শনসমূহ আলাদা আলাদা ও স্পষ্ট করে দেখালাম; কিন্তু তারা অহংকোরে মেতে রইল। বস্তুতই তারা বড় অপরাধ প্রবণ লোক ছিল।

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ

তোমার আমাদের তুমি মূসা হে তারা কোন তাদের আপতিত যখন এবং
রবের কাছে জন্যে দোয়াকর বলত শাস্তি উপর হতো

بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ

আমরা অবশ্যই শাস্তি আমাদের তুমি সরিয়ে অবশ্যই তোমার কাছে অঙ্গীকার ঐ বিষয়ে
ঈমান আনব হতে দাও যদি (তোমার রব) করেছে যা

لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا

আমরা সরিয়ে অতঃপর ইসরাঈলকে বনী তোমার আমরা অবশ্যই এবং তোমার
দিলাম যখন সাথে প্রেরণ করব উপর

عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿١٣٥﴾

অঙ্গীকার তারা তখন যাতে পৌছানো তারা একটি পর্যন্ত শাস্তি তাদের
ভঙ্গকরে নির্ধারিত ছিল নির্দিষ্ট সময় থেকে

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا

তারা প্রত্যাখ্যান কারণ সমুদ্রের মধ্যে তাদেরকে আমরা অতঃপর তাদের আমরা অতঃপর
করেছিল তারা নিশ্চয়ই ডুবিয়ে দিলাম থেকে প্রতিশোধ নিলাম

بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾ وَاَوْرَثْنَا

আমরাউত্তরাধিকারী এবং বে-পরোয়া তাহতে তারাছিল এবং আমাদের
বানালাম নিদর্শন গুলোকে

الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ

দুর্বলকরে রাখা হয়েছিল যাদের (সেই)
লোকদের

১৩৪. যখনই তাদের উপর কোন বালা-মুসীবৎ নাযিল হত তখন তারা বলতঃ "হে মূসা, তোমাকে তোমার রবের পক্ষ হতে যে অঙ্গীকার বা পদ-মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তার বদৌলতে তুমি আমাদের জন্য দোয়া কর। এইবার যদি তুমি আমাদের উপর হতে এ বিপদ দূরকরে দিতে পার তা হলে আমরা তোমার কথা মেনে নিব এবং বনী-ইসরাঈলদেরকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দিব।" ১৩৫. কিন্তু আমরা যখন তাদের উপর হতে আযাব একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত- যে পর্যন্ত তারা অবশ্যই পৌছাত- সরিয়ে নিতাম, তখন সহসাই তারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করত। ১৩৬. তখন আমরা তাদের উপর প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলাম। কেননা, তারা আমাদের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছিল এবং সে ব্যাপারে তারা একেবারেই বে-পরোয়া হয়ে গিয়েছিল। ১৩৭.আর তাদের স্থলে আমরা দুর্বল বানিয়ে রাখা লোকেদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম।

مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَ

এবং তার মধ্যে আমরা বরকত দান করেছি যা(এমন ভূখন্ড) তার পশ্চিম দিকেসমূহে ও (সেই) ভূখন্ডের পূর্ব দিক সমূহে

تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ۬ بِمَا

এ কারণে যা ইসরাঈলের বনী উপর কল্যাণময় (ওয়াদা) তোমার রবের (ওয়াদাদার) কথাগুলোর পূর্ণহল

صَبَرُوْا ؕ وَ دَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهٗ

তার জাতি ও ফিরাউন বানাতেছিল (শিল্প) (তা সবই) যা আমরা ধ্বংস করলাম এবং তারা সবর করেছিল

وَ مَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿۱۳۷﴾ وَ جٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

ইসরাঈলকে বনী আমরা পার করালাম আর তারা উচ্চ করতেছিল (প্রাসাদ) (তাসব) যা এবং

الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ

তাদের (নিমিত্ত) প্রতিমাদের উপর তারা ইবাদতে লেগে ছিল এক জাতির কাছে অতঃপর তারা আসল সমুদ্র

قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ؕ قَالَ

(মূসা) বলল দেবতা সমূহ তাদের জন্যে (রয়েছে) যেমন একটি দেবতা আমাদের জন্যে বানাও মূসা হে তারা বলল

اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿۱۳۸﴾

(যারা) মূর্খতা করছো (এমন) লোক তোমরা নিশ্চয়ই

সেই অঞ্চলের পূর্ব ও পশ্চিম, যা আমরা বরকতে কানায় কানায় ভরে দিলাম[৩৮]। এভাবে বনী-ইসরাঈলের ভাগ্যে তোমার রবের কল্যাণময় ওয়াদা পূর্ণ হয়ে গেল। কেননা, তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর ফিরাউন ও তার লোকজনের সে সবকিছুই আমরা বরবাদ করে দিলাম যা তারা বানাচ্ছিল এবং উচ্চ করছিল। ১৩৮. বনী-ইসরাঈলকে আমরা সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। তারা চলতে চলতে পথে এমন একটি জাতির নিকট এসে পৌছিল যারা নিজেদের নির্মিত মূর্তির পূজায় নিয়োজিত ছিল। বলতে লাগলঃ "হে মূসা, আমাদের জন্যও এমন মা'বুদ বানিয়ে দাও যেমন এদের মা'বুদ রয়েছে"[৩৯]। মূসা বললঃ "তোমরা বড় মূর্খ লোকদের মত কথাবার্তা বলছ।"

---

৩৮. অর্থাৎ বনী-ইসরাঈলকে প্যালেস্টাইন ভূখন্ডের উত্তরাধিকারী করা হলো। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার ভূভাগের জন্যই এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে যে আমি এই ভূখন্ডের মধ্যে রবকত দান করেছি। ৩৯. এ জাতি যদিও মুসলিম ছিল, কিন্তু মিশরে কয়েক শতাব্দী যাবত এক পৌত্তলিক জাতির মধ্যে বাস করার প্রভাব ছিল এটা।

إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾

তারা কাজ করে আসছে যা ভ্রান্ত এবং লিপ্ত আছে তারা যাতে বিধ্বস্ত হবে এসব (লোক) নিশ্চয়ই

قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ

তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তিনিই অথচ (অন্য) ইলাহ তোমাদের জন্য আমি খুঁজব আল্লাহ ব্যতীত কি (মূসা) বলল

عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَإِذْ أَنجَيْنَٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ

ফিরাউনের লোকজন হতে তোমাদের আমরা উদ্ধার করেছিলাম (স্মরণকর) যখন এবং বিশ্বজগতের উপর

يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۖ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ

তারা জীবিত রাখত ও তোমাদের পুত্রদেরকে তারা হত্যাকরত আযাবে নিকৃষ্ট তোমাদেরকে যন্ত্রনা দিত

نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾ ع

বড় তোমাদের রবের পক্ষহতে পরীক্ষা এর মধ্যে (ছিল) ও তোমাদের নারীদেরকে

وَوَٰعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَٰثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَٰهَا بِعَشْرٍ

(আরও) দশদিয়ে তা আমরা (বাড়িয়ে)পূর্ণকরি ও রাতের (জন্যে) ত্রিশ মূসাকে আমরা নির্ধারিতকরে ডেকে পাঠিয়েছিলাম এবং

فَتَمَّ مِيقَٰتُ رَبِّهِۦٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ

রাত (অর্থাৎ) চল্লিশ তার রবের নির্ধারিত সময় অতঃপর পূর্ণহল

---

১৩৯. এই লোকেরা যে নীতি অনুসরণ করে চলে তা তো বরবাদ হয়ে যাবে, আর যে আমল তারা করছে তা পূরাপূরি বাতিল।" ১৪০. তার পর মূসা বললঃ "আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমাদের জন্য আর একজন মাবুদ তালাশ করব? অথচ তিনি আল্লাহই যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার জাতিগুলোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। ১৪১. এবং (আল্লাহ বলেন) সেই সময়ের কথা স্মরণ কর যখন আমরা ফিরাউনের লোকজন হতে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম। তাদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা তোমাদের কঠিন আযাবে নিমজ্জিত করে রাখত, তোমাদের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়ে লোকদেরকে জীবিত থাকতে দিত। আর এতে তোমাদের রবের নিকট তোমাদের বড় পরীক্ষা নিহিত ছিল"। রুকু-১৭ ১৪২. আমরা মূসাকে ত্রিশ রাত (ও দিন-এর জন্য সীন পর্বতের উপর) ডাকলাম। পরে আরো দশ বাড়িয়ে দিলাম। এ ভাবে তার রবের নির্ধারিত মীয়াদ চল্লিশ রাত (ও দিন) পূর্ণ হয়ে গেল।

وَ قَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَ

এবং আমার মধ্যে আমার (অর্থাৎ) তাব মূসা বলল ও
জাতির প্রতিনিধিত্বকর হারুনকে ভাইকে

اَصْلِحْ وَ لَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٤٢﴾ وَ لَمَّا جَآءَ

আসল যখন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ না এবং সংশোধন
করো কর

مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَ كَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْۤ

আমাকে হে সে তার রব তার সাথে ও আমাদের মূসা
দর্শন দাও আমার রব বলল কথা বললেন নির্ধারিত সময়ে

اَنْظُرْ اِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ

পাহাড়টির দিকে তুমি কিন্তু তুমি আমাকে কক্ষণ (আল্লাহ) তোমার (যেন)
লক্ষ্যকর দেখতে পারবে না বললেন প্রতি আমি দেখি

فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى

জ্যোতি প্রকাশ অতঃপর আমাকে তুমি শীঘ্রই তবে তার জায়গায় স্থির থাকে অতঃপর
করলেন যখন দেখতে পারবে (পাহাড়) যদি

رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّ خَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّاۤ

অতঃপর অজ্ঞান মূসা পড়ে এবং চূর্ণ তা পাহাড়টিতে তার রব
যখন হয়ে গেল বিচূর্ণ করেদিলেন

اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٣﴾

ঈমানদারদের প্রথম আমি এবং তোমার আমি তওবা তোমার সে চেতনা
(হচ্ছি) কাছে করছি সত্ত্বা পবিত্র বলল পেল

রওনা হবার সময় সে তার ভাই হারুণকে বললঃ "আমার অনুপস্থিতির সময় তুমি আমার লোকজনের উপর আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, ভাল ভাবে কাজ করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের রীতি-নীতি অনুসারে কাজ করবেনা।" ১৪৩. সে যখন আমার নির্দিষ্ট সময়ে এসে পৌছিল এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন, তখন সে নিবেদন করলঃ "হে আমার রব, আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব।" বললেনঃ "তুমি আমাকে দেখতে পার না। তবে হ্যাঁ সামনের এই পাহাড়টির দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, যদি তা নিজ স্থানে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তা হলে অবশ্যই তুমি আমাকে দেখতে পাবে।" অতঃপর তার রব পাহাড়ের ওপর আলোকসম্পাৎ করলেন এবং তাকে চূর্ণ -বিচূর্ণ করে দিলেন। আর মূসা চেতনা হারিয়ে পড়ে গেল। যখন হুঁশ হল তখন বললঃ "পবিত্র তোমার সত্তা। আমি তোমার দরবারে তওবা করছি, আর সর্বপ্রথম আমিই ঈমান আনছি।

قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَ

ও আমার লোকেদের উপর তোমাকে আমি নিশ্চয়ই মূসা হে (আল্লাহ্)
রিসালতের জন্যে বেছে নিয়েছি আমি বললেন

بِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَ كُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾ وَ

এবং শোকর অন্তর্ভুক্ত হও এবং তোমাকে যা অতএব আমার বাক্যা-
কারীদের আমি দিয়েছি গ্রহণ কর লাপের জন্যে

كَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّ

ও উপদেশ জিনিসের প্রত্যেক ফলকগুলোর মধ্যে তার আমরা
জন্যে লিখেছি

تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّ اْمُرْ قَوْمَكَ

তোমার নির্দেশ এবং দৃঢ়ভাবে তা অতএব কিছুর জন্যে বিস্তারিত
জাতিকে দাও ধারণ কর সব (হেদায়েত)

يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ؕ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٤٥﴾ سَاَصْرِفُ

ফিরিয়ে দেব সত্য - বাসস্থান তোমাদেরকেশীঘ্রই তার উত্তম তারা গ্রহণ
আমি (দৃষ্টি) ত্যাগীদের আমি দেখাব (তাৎপর্য)সহ করবে

عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ وَ

এবং অন্যায়ভাবে যমীনে অহংকার করে যারা আমার হতে
নিদর্শনগুলো

اِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَ اِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ

পথ তারা যদি এবং তার উপর তারা না নিদর্শন প্রত্যেক তারা যদি
দেখেও ঈমান আনবে দেখেও

الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ

পথ হিসেবে তা তারা গ্রহণ না সঠিক
করবে

---

১৪৪. বললেনঃ "হে মূসা আমি সব লোকের মধ্য হতে তোমাকে বাছাই করে নিয়েছি আমার নবুয়্যৎ দেওয়ার জন্য এবং আমার সাথে কথা বলার জন্য। অতএব আমি তোমাকে যা কিছু দিই তা গ্রহণ কর এবং শোকর আদায় কর।" ১৪৫. অতঃপর আমরা মূসাকে জীবনের সকল বিভাগ সম্পর্কে উপদেশ ও সর্ববিষয়ে সুস্পষ্ট হেদায়াত তখতির উপর লিখে দিলাম এবং তাকে বললামঃ "এই হেদায়াত-সমূহকে মজবুত হাতে শক্ত করে ধর এবং তোমার লোকজনকে আদেশ কর, এর উত্তম তাৎপর্য মেনে চলবে। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে ফাসেকদের ঘর দেখাব। ১৪৬. আমি সেই লোকদের দৃষ্টি আমার নিদর্শনসমূহ হতে ফিরিয়ে দেব যারা কোন্ অধিকার ব্যতীতই যমীনের বুকে বড়-মানুষী করে বেড়ায়। তারা যে নিদর্শনই দেখুক না কেন, তার প্রতি কখনই ঈমান আনবে না। সঠিক-সরল পথ তাদের সামনে আসলেও তারা তা গ্রহণ করবে না।

وَ اِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ

এজন্যে যে তারা | এটা | পথ হিসেবে | তা তারা গ্রহণ করবে | ভ্রান্ত | পথ | তারা দেখে | যদি | কিন্তু

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ كَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ۝ وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا

অস্বীকার করেছে | যারা | এবং | উদাসীন | সে সব হতে | তারাছিল | এবং | আমাদের নিদর্শনগুলোকে | প্রত্যাখ্যান করেছে

بِاٰيٰتِنَا وَ لِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ

তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে | কি | তাদের আমলগুলো | নষ্ট হয়েছে | আখেরাতের | সাক্ষাত | ও | আমাদের নিদর্শনগুলোকে

اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ

তার পরে | মূসার | জাতি | বানাল | এবং | তারা কাজকরে আসছে | যা | এছাড়া

مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ۚ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا

না | যে তা | তারা দেখে নাই কি | হাম্বারব | তার ছিল | অবয়ব (সম্পন্ন) | বাছুর | তাদের অলংকারগুলো | দ্বারা

يُكَلِّمُهُمْ وَ لَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝

যালিম | তারা ছিল | এবং | তা তারা গ্রহণ করল (উপাস্য-রূপে) | (সঠিক) পথে | তাদের পরিচালনা করে | না | এবং | তাদের সাথে কথা বলে

বাঁকা পথ দেখা দিলে তাকেই পথরূপে গ্রহণ করে চলবে। কেননা তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে এবং তাকে কিছুমাত্র পরোয়া করেনি। ১৪৭. বস্তুতঃ আমাদের নিদর্শনসমূহকে যে কেউ মিথ্যা মনে করবে এবং পরকালে কাঠগড়ায় দাঁড়ানোকে অস্বীকার করবে, তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে গেল। লোকেরা এ ছাড়া আর কি প্রতিফল পেতে পারে যে, যেমন করবে, তেমনি ফলই পাবে। **রুকু-১৮** ১৪৮. মূসার চলে যাওয়ার পর তার জাতির লোকেরা নিজেদের অলংকারের দ্বারা একটি বাছুরের পুতুল তৈরী করল। তা হতে গরুর মত আওয়াজ বের হত। তারা কি দেখত না যে তা না তাদের সাথে কথা বলে, আর না কোন ব্যাপারে তাদের পথের সন্ধান দিতে পারে? কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাকেই মাবুদ বানিয়ে নেয়। আর তারা ছিল বড় যালেম[৪০]।

৪০. মিশরীয় প্রভাবের এটা ছিল দ্বিতীয় নিদর্শন, যা সংগে নিয়ে বনী-ইসরাঈল মিশর থেকে বের হয়েছিল। মিশরে গো-পূজা করা ও গোজাতির পবিত্রতা ও মহাত্মের যে রেওয়াজ বর্তমান ছিল তা দিয়ে বনী-ইসরাঈল এত গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল যে নবী পিছন ফিরতেই তারা উপাসনার জন্য একটি কৃত্রিম গো-বৎস বানিয়ে ফেললো।

وَ لَمَّا سُقِطَ فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ وَ رَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا

তারা বলল | গোমরাহ্ হয়েগিয়েছিল | নিশ্চয়ই | যে | তারা | ও তারা দেখল | তাদের ভুল ভাঙ্গল | যখন | এবং

لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَ يَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ

অন্তর্ভুক্ত | আমরা অবশ্যই হব | আমাদের মাফ (না) করেন | ও | আমাদের রব | আমাদের উপর অনুগ্রহ করেন | না | অবশ্যই যদি

الْخٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾ وَ لَمَّا رَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ

রাগান্বিত হয়ে | তার জাতির | নিকট | মূসা | প্রত্যাবর্তন করল | যখন | এবং | ক্ষতিগ্রস্তদের

اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ ۚ اَعَجِلْتُمْ

তোমরা তাড়াহুড়া করেছ কি | আমরা পরে | আমার তোমরা প্রতিনিধিত্ব করেছ | কত নিকৃষ্টই | সে বলল | দুঃখিত অবস্থায়

اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَ اَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَ اَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ

তার ভাই-এর | মাথার (চুল) | ধরল | এবং | ফলকগুলো | ফেলে দিল | এবং | তোমাদের রবের | আদেশের

يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ ؕ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ

আমাকে পরাভূত করেছিল | এ জাতি | নিশ্চয়ই | মায়ের ছেলে (অর্থাৎ হে ভাই) | (তখন) সে বলল | তার দিকে | তাকে টানল

وَ كَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ۫ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ

শত্রুদেরকে | আমার উপর | হাসতে দিও | অতএব না | আমাকে তারা হত্যা করবে | উপক্রম হয়েছিল | ও

وَ لَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥٠﴾

যালিম | লোকদের | অন্তর্ভুক্ত | আমাকে গণ্য করো | না | এবং

---

১৪৯. তার পর যখন তাদের ধোঁকার গোলকধাঁধা ভাঙ্গল এবং তারা দেখতে পেল যে প্রকৃতপক্ষে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তখন বলতে লাগল- আমাদের রব যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন এবং আমাদেরকে মাফ না করেন তা হলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।" ১৫০.ওদিকে মূসা ক্রোধ ও দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে নিজের লোকজনের নিকট ফিরে আসল। এসেই সে বললঃ আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা খুব খারাবভাবে আমার প্রতিনিধিত্ব করেছ! তোমরা কি এতটুকুও ধৈর্য ধারণ করতে পারলে না যে- তোমাদের রবের ফরমান পাওয়ার অপেক্ষা করতে?" অতএব সে তখতিসমূহ ফেলে দিল ও নিজের ভাই (হারুন)-এর মাথার চুল ধরে তাকে নিজের দিকে টানল। হারুণ বললঃ "হে আমার মায়ের পেটের ভাই, এই লোকগুলি আমাকে পরাভূত করে নিয়েছিল, আর আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। অতএব তুমি শত্রুদেরকে আমার উপর হাস্যরস করার সুযোগ দিওনা এবং এই যালেম লোকদের মধ্যে আমাকে গণ্য করো না।

১৫১. তখন মূসা বলল "হে আমার রব, আমাকে ও আমার ভাইকে মাফ কর এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর- তুমিই সবচেয়ে বড় দয়াবান। রুকু-১৯ ১৫২. (জবাবে বলা হল)ঃ "যে লোকেরা গো-বৎসকে মা'বুদ বানিয়েছে তারা অবশ্যই নিজেদের রবের রোষে পড়বেই- আর দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত হবে। মিথ্যা রচনাকারীদেরকে আমরা এই রকম শাস্তিই দিয়ে থাকি। ১৫৩. আর যারা খারাব কাজ করে তার পর তওবা করে ও ঈমান আনে- নিশ্চিতই এই তওবা ও ঈমানের পরে তোমার রব ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" ১৫৪. পরে যখন মূসার ক্রোধ ঠাণ্ডা হল তখন সে সেই ফলকগুলো উঠিয়ে নিল যাতে হেদায়াত ও রহমত লিখিত ছিল সেই লোকদের জন্য যারা তাদের রবকে ভয় করে।

وَ اخْتَارَ مُوسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ

অতঃপর যখন | আমাদের নির্ধারিত স্থানে | লোককে | সত্তর (জন) | তার জাতির | মূসা | বেছেনিল | এবং

اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ

তাদের ধ্বংস করতে পারতেন | আপনি চাইতেন | যদি | হে আমার রব | সে বলল | ভূমিকম্পে | তাদের ধরল

مِّنْ قَبْلُ وَ اِيَّايَ ؕ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ

নির্বোধরা | করেছে | এ কারণে যা | আমাদের ধ্বংস করবেন কি | আমাকেও | এবং | এর পূর্বেই

مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ؕ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ

ইচ্ছেকরেন আপনি | যাকে | তা দ্বারা | পথভ্রষ্ট করেন | আপনার পরীক্ষা | এছাড়া যে | তা (ছিল) | না | আমাদের মধ্যকার

وَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ؕ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا

আমাদেরকে অনুগ্রহ করুন | ও | আমাদেরকে | অতএব মাফকরুন | আমাদের অভিভাবক | আপনিই | ইচ্ছেকরেন | যাকে | পথ দেখান | ও

وَ اَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾ وَ اكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا

দুনিয়ার | এই | মধ্যে | আমাদের জন্যে | লিখে দিন | এবং | ক্ষমাকারীদের | শ্রেষ্ঠ | আপনিই | এবং

حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ؕ

আপনার দিক | আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম | নিশ্চয়ই আমরা | আখেরাতে (কল্যাণ) | মধ্যে | ও | কল্যাণ

১৫৫. অতঃপর সে নিজ জাতির লোকদের মধ্য হতে সত্তর জন লোক বাছাই করে নিল- যেন তারা (তার সংগে) আমাদের নির্ধারিত স্থান উপস্থিত হয়[৪১]। যখন এই লোকগুলিকে একটি কঠিন ভূকম্পন পেয়ে বসল- তখন মূসা বললঃ"হে আমার রব, আপনি ইচ্ছা করলে পূর্বেই এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতেন! আপনি কি সেই অপরাধের দরুন যা আমাদের মধ্যে কয়েকজন নির্বোধ লোক করেছে, আমাদের সকলকে ধ্বংস করে দিবেন? এ তো আপনারই পেশ করা একটি পরীক্ষা ছিল যা দিয়ে আপনি যাকে চান গোমরাহীতে লিপ্ত করে দেন, আর যাকে চান হেদায়াত দান করেন। আমাদের পৃষ্ঠপোষক তো আপনিই । অতএব আমাদেরকে মাফ করে দিন এবং আমাদের উপর রহম করুন। আপনিই সবচেয়ে বেশী ক্ষমাশীল। ১৫৬. অতএব আমাদের জন্য এই দুনিয়ার কল্যাণও লিখে দিন আর পরকালেরও। আমরা আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছি।

৪১. এই ডাক এইজন্যে যে, জাতির প্রতিনিধি বৃন্দ সিনাই পর্বতে হাযির হয়ে আল্লাহতা'আলার কাছে জাতির পক্ষ থেকে গোবৎস পূজার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে পুনরায় নতুন ভাবে আল্লাহতা'আলার পূর্ণ আনুগত্যের শপথ করবে।

قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنۡ أَشَآءُۖ وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ

পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে — আমার রহমত — ও — ইচ্ছেকরি আমি — যাকে — তা প্রদান করি আমি — আমার শাস্তি — (আল্লাহ) বললেন

كُلَّ شَيۡءٖۚ فَسَأَكۡتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤۡتُونَ

আদায় করে — ও — ভয়করে — (তাদের) জন্যে যারা — তা আমি লিখে দিব — জিনিসকেই — সব

الزَّكَوٰةَ وَالَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِنَا يُؤۡمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

অনুসরণ করে — যারা — বিশ্বাস করে — আমার নিদর্শন গুলোর উপর — যারা — তাদেরকে — এবং — যাকাত

الرَّسُولَ النَّبِيَّ الۡأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكۡتُوبًا

লিখিত অবস্থায় — তার — তারা(উল্লেখ) পায় — যার — নিরক্ষর — নবীকে — রসূলকে

عِندَهُمۡ فِي التَّوۡرَىٰةِ وَالۡإِنجِيلِ يَأۡمُرُهُم بِالۡمَعۡرُوفِ

সৎ কাজের — তাদের সে নির্দেশ দেয় — ইনজীলে — ও — তাওরাতের — মধ্যে — তাদের — কাছে

وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ الۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ

নিষিদ্ধ করে — ও — পাক-বস্তু গুলোকে — তাদের জন্যে — বৈধ করে — ও — অসৎ কাজ — হতে — তাদের নিষেধ করে — ও

عَلَيۡهِمُ الۡخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَالۡأَغۡلَٰلَ الَّتِي

যা — শৃংখল সমূহ — ও — তাদের বোঝা — তাদের থেকে — নামিয়ে দেয় — এবং — অপবিত্র জিনিসগুলোকে — তাদের উপর

كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡۚ

তাদের উপর — ছিল

জবাবে বলা হলঃ "শাস্তি তো আমি যাকে ইচ্ছা দিই; কিন্তু আমার রহমত সকল জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। আর তা আমি সেই লোকদের জন্য লিখে দেব- যারা না-ফরমানী হতে দূরে থাকবে, যাকাত দান করবে এবং আমার আয়াত ও নিদর্শণসমূহের প্রতি ঈমান আনবে।"

১৫৭. (অতএব আজ এই রহমত তাদেরই প্রাপ্য)-যারা এই উম্মীনবী রসূলের অনুসরণ করবে[৪২]। -যার উল্লেখ তাদের নিকট রক্ষিত তওরাত ও ইনজীলে দেখতে পাবে। সে তাদেরকে নেক কাজের আদেশ করে, বদ কাজ হতে বিরত রাখে। তাদের জন্য পাক জিনিস সমূহ হালাল ও না-পাক জিনিসগুলোকে হারাম করে। আর তাদের উপর হতে সেই বোঝা সরিয়ে দেয় যা তাদের উপর চাপানো ছিল; এবং সেই বাঁধা ও বন্ধনসমূহ খুলে দেয় যাতে তারা বন্দী হয়েছিল[৪৩]।

৪২. এখানে ইয়াহুদী পরিভাষা অনুযায়ী 'উম্মী' শব্দ নবী করীমের (সঃ) প্রতি ব্যবহৃত হয়েছে। বনী ইসলাঈল নিজেদের ছাড়া অন্য সব জাতিকে উম্মী (গোয়েম বা জেন্টাইল) বলে অভিহিত করতো। এবং তাদের জাতীয় গর্ব ও অহংকার এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, কোন উম্মীর নেতৃত্ব মেনে নেওয়া তো দূরের

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا

অনুসরন করে এবং তাকে তারা সাহায্য করে ও তাকে সহযোগীতা করে ও তার উপর ঈমান আনে যারা অতএব

النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

সফলকাম তারাই ঐসব লোক তার সাথে নাযিল করা হয়েছে যা আলোর

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ

যিনি (এমন যে) সকলের জন্যে তোমাদের প্রতি আল্লাহর রসূল আমি নিশ্চয়ই মানব মন্ডলী হে বল

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ

তিনি জীবিত করেন তিনি ছাড়া (কোন) ইলাহ নাই যমীনের ও আসমান সমূহের সার্বভৌমত্ব তারই (রয়েছে)

وَ يُمِيْتُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ

যে নিরক্ষর (উপর) নবীর উপর তার রসূলের ও আল্লাহর উপর তোমরা অতএব ঈমান আন মৃত্যু দেন ও

يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۸﴾

সঠিক পথ পাবে তোমরা সম্ভবতঃ তাকেই তোমরা অনুসরণ কর এবং তাঁর বাণী সমূহের(উপর) ও আল্লাহর উপর ঈমান আনে

অতএব যেসব লোক তার প্রতি ঈমান আনবে, তার সাহায্য ও সহযোগিতা করবে এবং সেই আলোর অনুসরণ করবে যা তার সংগে নাযিল করা হয়েছে- তারাই কল্যাণ লাভ করবে। রুকু-২০ ১৫৮. হে মুহাম্মদ বলঃ "হে মানুষ, আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহর প্রেরিত নবী- যিনি যমীন ও আসমানের বাদশাহীর একচ্ছত্র মালিক। তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু তিনিই দেন। অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর উপর এবং তাঁর প্রেরিত উম্মীনবীর উপর যে নিজে আল্লাহ এবং তার সকল বাণীকে মেনে চলে। তাঁর আনুগত্য কর, আশা করা যায় যে তোমরা সরল-সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারবে।

কথা, কোন উম্মীর জন্য তারা মানবিক অধিকারও স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। কুরআন মজীদে তাদের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, "উম্মীদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ ও অপহরণ করলে তার জন্য আমাদের কোন পাকড়াও হবে না।" (আলে-ইমরান, আয়াতঃ ৭৫) এখন আল্লাহতা'আলা তাদেরই পরিভাষা ব্যবহার করে এরশাদ করছেন - এখন এই উম্মীর সাথেই তোমাদের ভাগ্য গাথা হয়ে গেছে। এরই আনুগত্য -অনুসরণ কর তো তোমাদের ভাগ্যে আমার রহমত প্রাপ্তি ঘটবে, নচেৎ সেই গযবই তোমদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে যার ঘোষনায় তোমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী আবদ্ধ হয়ে রয়েছো।

৪৩. অর্থাৎ তাদের ফেকাহ্‌ শাস্ত্রবিদগণ আইনত সুক্ষাতিসুক্ষ্ম বিতর্ক দ্বারা তাদের সন্ন্যাসীগণ নিজেদের বৈরাগ্যের আতিশয্য দ্বারা এবং তাদের অজ্ঞ জনসাধারণ নিজেদের কুসংস্কার ও মনগড়া সীমা ও নিয়মনীতি দ্বারা তাদের জীবনকে যেসব বোঝায় ভারাক্রান্ত ও যেসব জটিল বন্ধন দ্বারা আষ্টে-পৃষ্টে বদ্ধ করে রেখেছে, এ নবী সে সমস্ত গুরুভার নামিয়ে দেবে ও সে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে জীবন-ধারনকে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ করে দেবে।

وَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ

তা এবং সত্যের (যারা) একদল মূসার জাতির মধ্যহতে এবং
দিয়ে পথ দেখায়ও (এমনও ছিল)

يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾ وَ قَطَّعْنَٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ وَ

এবং দলে গোত্র বার তাদেরকে আমরা এবং তারা ন্যায়
বিভক্ত করেছিলাম বিচার করত

أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَىٰهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب

আঘাত যে তার জাতি তার কাছে পানি যখন মূসার প্রতি আমরা ওহী
কর চাইল করলাম

بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ

ঝর্ণা বারটি তা থেকে ফলে পাথরকে তোমার
উৎসারিত হল লাঠি দিয়ে

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ

মেঘমালার তাদের আমরা ছায়া এবং তাদের (গোত্রের) প্রত্যেক চিনেনিল নিশ্চয়ই
উপর করলাম পানস্থান মানুষ

وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبَٰتِ

পবিত্র থেকে (এবং বললাম) "সালওয়া" ও 'মান্না' তাদের আমরা নাযিল এবং
বস্তুগুলো তোমরা খাও উপর করলাম

مَا رَزَقْنَٰكُمْ ۚ وَ مَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

তাদের তারা কিন্তু আমরা তাদের না এবং তোমাদের আমরা যা
নিজেদের উপর ছিল উপর যুলম করি রিজিক দিয়েছি

يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾

যুলুম করত

১৫৯. মূসার জাতির মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিল, যারা সত্য-বিধান মুতাবিক হেদায়াত করত এবং সত্য বিধান অনুযায়ীই ইনসাফ করত। ১৬০. আর আমরা এই জাতিকে বারোটি পরিবারে ভাগ করে তাদেরকে স্বতন্ত্র দলে পরিণত করে দিয়েছিলাম। মূসার জাতির লোকেরা যখন মূসার নিকট পানি চাইল তখন আমরা তাকে ইশারা করলাম যে, অমুক শৈলের (প্রস্তরময় ভূমির) উপর তোমার লাঠি দিয়ে আঘাত কর। সুতরাং অচিরেই সেই শৈলের (প্রস্তরময় ভূমির) বুক হতে বারোটি ঝর্ণাধারা উৎসারিত হল এবং প্রত্যেকটি দল পানি নেয়ার জন্য জায়গা ঠিক করে নিল। আমরা তাদের উপর মেঘের ছায়া বিস্তার করে দিয়েছিলাম এবং তাদের জন্য 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল করেছিলাম- খাও সেই পাক জিনিসসমূহ যা আমরা তোমাদের দান করেছি। কিন্তু এরপর তারা যা কিছু করেছে, তার দরুন আমরা তাদের উপর যুলুম করিনি বরং তাদের নিজেদের উপরই তারা যুলুম করেছিল।

وَ اِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَ كُلُوْا مِنْهَا

তাহতে তোমরা খাও এবং জনপদে এই তোমরা বাস কর তাদেরকে বলা হয়েছিল যখন এবং

حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ

আমরা মাফ করব নতশিরে দরজায় তোমরা প্রবেশ কর এবং হিত্তাতুন (ক্ষমাচাই) তোমরা বল ও তোমরা চাও যেখান (থেকে)

لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۶۱﴾ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

যুলুম করেছিল যারা অতঃপর বদলে দিল সৎকর্মশীদের (জন্যে) আমরা শীঘ্রই বৃদ্ধি করব (অনুগ্রহ) তোমাদের গুনাহসমূহকে তোমাদের জন্যে

مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

তাদের উপর আমরা ফলে পাঠিয়েছি তাদেরকে বলা হয়েছিল যা অন্য কিছুতে কথাকে তাদের মধ্যহতে

رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۶۲﴾ وَ سْـَٔلْهُمْ

তাদেরকে জিজ্ঞেস কর এবং তারা যুলুম করতেছিল একারণে যা আসমান হতে শাস্তি

عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُوْنَ

তারা সীমা লংঘন করত যখন সমুদ্র(তীরে) অবস্থিত ছিল যা জনপদ সম্বন্ধে

فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا

প্রকাশ্যে উপরিভাগে তাদের শনিবারের দিনে তাদের মাছগুলো তাদের কাছে আসতো যখন শনিবারে ব্যাপারে (নির্দেশের)

وَّ يَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ

এভাবে তাদের কাছে আসত (মাছ) না সপ্তাহিক ইবাদত করত (যখন) না (অন্য) দিনে এবং

১৬১. সেই সময়ের কথা স্মরণ কর যখন তাদের বলা হয়েছিল যে, "এই জনপদে গিয়ে বসবাস করতে থাক, সেখানকার উৎপাদন হতে নিজেদের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে রুযি হাসিল কর। 'হিত্তাতুন' 'হিত্তাতুন' বলতে থাক ও নগরের দ্বার পথে সিজদায় অবনত হয়ে প্রবেশ কর। আমরা তোমাদের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেব এবং নেক-আচরণ-সম্পন্ন লোকদেরকে অতিরিক্ত অনুগ্রহ দানে ভূষিত করব। ১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা যালেম ছিল, তারা তাদেরকে বলা কথাকে বদলে ফেলল। তার ফল হল এই যে, আমরা তাদের যুলুমের প্রতিশোধ হিসেবে তাদের উপর আসমান হতে আযাব পাঠিয়েছি। **রুকু-২১** ১৬৩. আর তাদের নিকট সেই জনপদের অবস্থাটাও জিজ্ঞাসা কর যা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ছিল[৪৪]। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও সেই ঘটনা যে, সেখানকার লোকেরা শনিবারের দিন আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বরখেলাফ কাজ করত, ওদিকে মাছ শনিবার দিনই উচ্চ হয়ে উপরিভাগে তাদের সামনে আসত, শনিবার দিন ছাড়া অন্য কোন দিনই আসত না। এরূপ হত এই কারণে যে

৪৪. গবেষকদের প্রবল আনুকূল্য এই অভিমতের প্রতি যে—এই জায়গা হচ্ছেঃ ইলা, ইলাত বা ইলওয়াত যেখানে বর্তমান ইজরাইলের ইহুদী রাষ্ট্র ঐ নামেই একটি বন্দর নির্মান করেছে এবং জর্ডানের বিখ্যাত বন্দর 'আকাবা' যার নিকটে অবস্থিত।

نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾ وَ اِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ

একদল বলেছিল যখন এবং তারা নাফরমানী করতেছিল। একারণে তাদের পরীক্ষা
যা করি আমরা

مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ

তাদের অথবা যাদেরকে ধ্বংস আল্লাহ (এমন) তোমরা কেন তাদের
শাস্তিদিবেন করবেন লোকদেরকে সদুপদেশদাও মধ্যেহতে

عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ

তারা ও তোমাদের কাছে ওজরপেশ তারা কঠোর শাস্তি
যাতে রবের (করার জন্যে) বলেছিল

يَتَّقُوْنَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖۤ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ

(তাদেরকে) আমরা উদ্ধার সে তাদের উপদেশ যা তারা ভুলে অতঃপর সংযত হয়
যারা করলাম সম্বন্ধে দেওয়া হয়েছিল গেল যখন

يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَ اَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ

শাস্তি যুলুম যারা আমরা ধরলাম ও মন্দ হতে বিরত
দিয়ে করেছিল (তাদেরকে) হয়েছিল

بَئِيْسٍۭ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا

যা (তা) ঔদ্ধত্য অতঃপর তারা নাফরমানী করতেছিল একারণে ভয়ানক
হতে প্রদর্শন করল যখন যা

نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ﴿١٦٦﴾

লাঞ্ছিত- বানর তোমরা তাদেরকে আমরা তা নিষেধ করা
অপমানিত হও বললাম থেকে হয়েছিল

আমরা তাদের না-ফরমানীর কারণে তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছিলাম। ১৬৪. তাদেরকে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দাও যে, যখন তাদের একটি দল অপর দলকে বলেছিলঃ "তোমরা এমন লোকদের কেন নসীহত কর যাদেরকে আল্লাহই ধ্বংস করবেন কিংবা কঠিন শাস্তি দিবেন?" তারা জবাব দিলঃ "আমরা এ সব তোমাদের রবের দরবারে নিজেদের ওযর পেশ করার উদ্দেশ্যে করছি, এই আশায় করছি যে, হয়ত বা এই লোকেরা তাঁর না-ফরমানী হতে ফিরে থাকবে।" ১৬৫. শেষ পর্যন্ত তারা যখন সেই হেদায়াত সম্পূর্ণ ভুলে গেল যা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল, তখন আমরা সেই লোকদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম যারা খারাব কাজ হতে বিরত থাকত; আর বাকী লোকগুলোকে- যারা যালেম ছিল- তাদেরই না-ফরমানীর কারণে কঠিন আযাব দিয়ে পাকড়াও করলাম। ১৬৬. পরে যখন তারা পূর্ণ ধৃষ্টতারসাথে নিষিদ্ধ কাজগুলি করতে থাকল, তখন আমরা বললাম যে, বানর হয়ে যাও [৪৫], লাঞ্ছিত-অপমানিত।

---

৪৫. এই বর্ণনা থেকে জানা যায়, এই জনপদে তিন প্রকার লোক বর্তমান ছিল। প্রথম, যারা বে-ধড়ক আল্লাহর হুকুম অমান্য করছিল। দ্বিতীয়, যারা নিজেরা আল্লাহতা'আলার হুকুম অমান্য করছিল না কিন্তু এই অমান্য করাকে তারা নীরবে বসে দেখছিলো ও যারা উপদেশ দিতো তাদের বলতো- এই

(অপর পাতায়)

১৬৭. আরো স্মরণ কর— যখন তোমাদের রব ঘোষণা করে দিলেন যে, তিন কিয়ামত পর্যন্ত সব সময় বনী ইসরাঈলীদের উপর এমন সব লোককে প্রভাবশালী করতে থাকবেন, যারা তাদেরকে নিকৃষ্টতম নির্যাতনে পীড়িত করবে। নিশ্চিতই তোমার রব শাস্তিদানে ক্ষিপ্রহস্ত এবং নিশ্চিতই তিনি ক্ষমা এবং দয়া-অনুগ্রহ করে থাকেন। ১৬৮. আমরা তাদেরকে দুনিয়ায় খন্ড খন্ড করে অসংখ্য জাতির মধ্যে বিভক্ত করে দিয়েছি। তাদের মধ্যে কিছু লোক সদাচারী ছিল, আর কিছু লোক তাহতে ভিন্নতর। আর আমরা তাদেরকে ভাল ও মন্দ অবস্থায় ফেলে পরীক্ষা করতে থাকি এই আশায় যে, হয়ত তারা ফিরে আসবে।

হতভাগাদের নসিহত করে লাভ কি? তৃতীয়, সেই সব লোক যাদের ঈমানী মর্যাদাবোধ আল্লাহর সীমাসমূহের এই প্রকাশ্য অমর্যাদাকে সহ্য করতে পারছিলো না এবং তারা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সৎ কাজের আদশে ও অসৎ কাজের নিষেধে তৎপর ছিল যে- সম্ভবতঃ অপরাধী লোক তাদের উপদেশের ফলে সঠিক পথে আসতে পারে, বা যদি তারা সঠিক পথ অবলম্বন নাও করে, তবুও আমরা তো আমাদের সাধ্যমত নিজেদের দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর সামনে নিজেরদের দায়িত্ব-মুক্তির প্রমাণ পেশ করতে পারবে! এই অবস্থায় যখন ঐ জনপদের উপর আল্লাহর আযাব এলো- পবিত্র কুরআনের ঘোষণা অনুসারে এ তিন দলের মধ্যে মাত্র তৃতীয় দলকেই এই আযাব থেকে বাঁচানো হয়েছিল; কেননা এরাই আল্লাহর সামনে নিজেদের 'কৈফিয়ত' পেশ করার চিন্তা করেছিল এবং এরাই নিজেদের দায়িত্ব মুক্তির প্রমাণ সংগ্রহ করে রেখেছিল। অবশিষ্ট দুই দল অত্যাচারী হিসাবে গণ্য হয়েছিল । এবং তারা তাদের অপরাধ অনুসারে শাস্তি পেয়েছিল। অবশ্য মাত্র সেই সব লোককে বানরে পরিণত করা হয়েছিল যারা পূর্ণ হঠকারিতা ও বিদ্রোহের সংগে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে চলছিল।

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ

তারা গ্রহণ করে কিতাবের (যারা)উত্তরাধিকারী (এমন) তাদের পরে অতঃপর
হয়েছিল প্রতিনিধি স্থলাভিসিক্ত হল

عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَ يَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَاۚ وَ اِنْ

(আবারও) এবং আমাদেরকে ক্ষমা তারাবলে ও (দুনিয়ার) এই জীবন
যদি করে দেয়া হবে তুচ্ছ সামগ্রীকে

يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ

তাদের থেকে গ্রহণকরা হয় নাই কি তা তারা গ্রহণকরে তার জীবন তাদের
অনুরূপ সামগ্রী কাছে আসে

مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ

সত্য ব্যতীত আল্লাহ সম্বন্ধে তারা না যে কিতাবের প্রতিশ্রুতি
বলবে

وَ دَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ

(তাদের) উত্তম আখেরাতের ঘর এবং তার মধ্যে যা তারা অধ্যয়ন অথচ
জন্যে যারা (রয়েছে) করেছে

يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٦٩﴾ وَ الَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ

কিতাবকে আকড়ে যারা এবং তোমরা বুঝ তবে কি তাকওয়া
থাকে না অবলম্বন করে

وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٧٠﴾

সৎকর্মশীলদের প্রতিফল আমরা না নিশ্চয়ই নামাজকে কায়েম ও
নষ্টকরি আমরা করে

১৬৯. কিন্তু তাদের পরে এমন সব অযোগ্য লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়, যারা আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়ে এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার স্বার্থাবলী সঞ্চয়ে লিপ্ত থাকে আর বলেঃ "আশা করা যায় যে, আমাদেরকে মাফ করে দেওয়া হবে।" সেই বৈষয়িক স্বার্থই আবার যদি তাদের সামনে এসে পড়ে, তা হলে অমনি টপ করে তা হস্তগত করে। তাদের নিকট হতে কিতাবের প্রতিশ্রুতি কি পূর্বে গ্রহণ করা হয় নাই যে, রবের নামে তারা কেবল সেই কথাই বলবে, যা সত্য? আর কিতাবে যাকিছু লেখা হয়েছে- তা তারা নিজেরাই পড়েছে। পরকালের বাসস্থান তো আল্লাহভীরু লোকদের জন্যই উত্তম[৪৬]। এতটুকু কথাও কি তোমরা বুঝতে পারনা? ১৭০. যারা কিতাব পালন করে চলে, আর যারা নামায কায়েম রেখেছে, এই ধরনের নেক চরিত্রের লোকদের কর্ম ফল আমরা নিশ্চয়ই নষ্ট করব না।

৪৬. এই আয়াতের দুই প্রকার অনুবাদ হতে পারে। প্রথম, এখানে মতনে যে অনুবাদ করা হয়েছে। দ্বিতীয়, আল্লাহভীরু লোকদের জন্য তো পরকালের বাসস্থানই উৎকৃষ্টতর।

১৭১. তাদের কি সেই সময়ের কথাও কিছুটা স্মরণ আছে, যখন আমরা পাহাড়কে তাদের উপর সামিয়ানার মত করে তুলে ধরেছিলাম। তারা তখন মনে করেছিল যে, তা তাদের উপর পড়ে যাবে, আর তখন আমরা তাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমাদেরকে আমরা যে কিতাব দান করছি, তাকে দৃঢ়তার সাথে ধরে রাখ, আর যা কিছু তাতে লেখা হয়েছে, তা স্মরণ রাখ। খুবই আশা করা যায় যে, তোমরা ভুল আচরণ হতে বেঁচে থাকতে পারবে। রুকু-২২ ১৭২. এবং হে নবী, লোকদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও সেই সময়ের কথা, যখন তোমাদের রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং স্বয়ং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- আমি কি তোমাদের রব নই?[৪৭] তারা বললঃ নিশ্চয়ই, আপনিই আমাদের রব, আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি। এ আমরা করলাম এই জন্য যে, তোমরা কিয়ামতের দিন যেন না বল যে, "আমরা তো এই কথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম।"

৪৭. কতিপয় হাদীস হতে জানা যায় আদমের (আঃ) সৃষ্টির সময় ব্যাপারটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সে সময় যেরূপে ফেরেশতাদের একত্রিত করে প্রথম মানুষের প্রতি সেজদা করানো হয়েছিল, এবং পৃথিবীর উপর মানবজাতির খেলাফতের ঘোষণা করা হয়েছিল, সেইরূপ সমগ্র আদম-বংশকেও যারা কিয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভ করবে আল্লাহতা'আলা একই সময়ে অস্তিত্ব ও চেতনা দান করে নিজের সামনে হাযির করেছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে স্বীয় প্রভুত্বের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন।

اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا

আমরা ছিলাম | এবং | (আমাদের) পূর্বে | আমাদের পিতৃপুরুষরা | শিরক করেছিল | মূলতঃ | তোমরা বলবে | অথবা

ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿۱۷۳﴾

বাতিলপন্থীরা | করেছে | একারণে যা | আমাদেরকে তবে কি আপনি ধ্বংস করবেন | তাদের পরে | বংশধর

وَ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۱۷۴﴾ وَ اتْلُ

(হে নবী) পাঠকর | এবং | ফিরে আসে | তারা যাতে | এবং | নিদর্শন গুলোকে | বিস্তারিত বর্ণনা করি আমরা | এভাবে | এবং

عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ

তার ফলে পিছনে লাগে | তা থেকে | সে কিন্তু এড়িয়ে যায় | আমাদের নিদর্শনগুলো | তাকে আমরা দিয়েছিলাম | (ঐ ব্যক্তির) যে | বৃত্তান্ত | তাদের নিকট

الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿۱۷۵﴾ وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ

তাকে আমরা অবশ্যই মর্যাদা দিতাম | আমরা ইচ্ছে করতাম | যদি | এবং | পথভ্রষ্টদের | অন্তর্ভুক্ত | অতঃপর সে হয় | শয়তান

بِهَا وَ لٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ

তার প্রবৃত্তির | অনুসরণ করল | এবং | দুনিয়ার | প্রতি | ঝুঁকে পড়ল | সে কিন্তু | তাদিয়ে

فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ

কুকুরের | যেমন দৃষ্টান্ত | অতএব তার দৃষ্টান্ত

---

১৭৩. কিংবা যেন বলতে শুরু না কর যে, "শেরক তো আমাদের বাপ-দাদারাই আমাদের পূর্বে শুরু করেছিল, আমরা তো পরে তাদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছি। এখন কি আপনি ভ্রান্ত ও বাতিল পন্থী লোকদের করা অপরাধের দরুন আমাদেরকে পাকড়াও করবেন?" ১৭৪. লক্ষ্য কর, এভাবে আমরা নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টরূপে পেশ করে থাকি[৪৮]। করি এই উদ্দেশ্যে যেন তারা ফিরে আসে। ১৭৫. আর হে মুহাম্মদ! এদের সামনে সেই ব্যক্তির অবস্থা বর্ননা কর যাকে আমরা আমাদের আয়াত সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছিলাম; কিন্তু সে সেই আয়াতসমূহ পালন করার দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত শয়তান তার পশ্চাতে ধাওয়া করে, আর সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। ১৭৬. আমরা চাইলে তাকে ঐ আয়াতসমূহের সাহায্যে উন্নত করতাম কিন্তু সে তো যমীনের দিকেই ঝুঁকে পড়ে থাকে এবং স্বীয় নফসের খাহেশ পূরণেই নিমগ্ন হয়। ফলে তাদের অবস্থা কুকুরের মত হয়ে গেল;

---

৪৮. অর্থাৎ 'মারেফাত হক'-এর ('সত্য পরিচিতি'র) সেই নিদর্শনাবলী বা মানুষের নিজের সত্তার মধ্যে বিদ্যমান ও যা সত্যের দিকে মানুষকে পথ প্রদর্শন করে।

তুমি তার উপর বোঝা দিলেও সে জিহ্বা ঝুলিয়ে রাখে আর তাকে ছেড়ে দিলেও জিহ্বা ঝুলিয়ে রাখে ৪৯। আমাদের আয়াতসমূহকে যারা মিথ্যা মনে করে অমান্য করে তাদের দৃষ্টান্ত এই। তুমি এই কাহিনীসমূহ তাদেরকে শুনাতে থাক, সম্ভবতঃ এরা কিছু চিন্তা-ভাবনা করবে। ১৭৭. বড়ই খারাব দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই লোকদের যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করতে থাকে। ১৭৮. আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন কেবল সেই সত্যের পথ লাভ করে । আর আল্লাহ যাকে তার পথ প্রদর্শন হতে বঞ্চিত করেন, সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। ১৭৯. একথা একান্তই সত্য যে বহু সংখ্যক জ্বিন ও মানুষ এমন আছে যাদেরকে আমরা জাহান্নামের জন্যই পয়দা করেছি।

৪৯. তফসীরকারগণ রসূলের যুগের ও তার পূর্ব কালের বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি এই দৃষ্টান্ত আরোপ করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য কথা হচ্ছে- যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য এ দৃষ্টান্ত সে বিশেষ ব্যক্তিটির পরিচয় তো গুপ্তই আছে। অবশ্য এ দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি আরোপিত হতে পারে যাদের মধ্যে এ বিশেষত্ব পাওয়া যায়। আল্লাহতা'আলা তাদের অবস্থাকে কুকুরের সাথে উপমা দেন যারা সর্বদা লটকাতে থাকা জিহবা ও টপকাতে থাকা লালা-রস তার সদা প্রজ্জ্বলমান লালসার আগুণ ও চির অতৃপ্ত বাসনার পরিচয় দান করে। এ দৃষ্টান্তের ভিত্তি অনুরূপঃ যেমন আমরা নিজেদের ভাষায় দুনিয়ার প্রতি লোভান্ধ ব্যক্তিকে দুনিয়ার কুত্তা বলে থাকি।

لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ز وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا

(কিন্তু) না | চক্ষুসমূহ | তাদের রয়েছে | এবং | তাদিয়ে | তারা চিন্তা ভাবনা করে | (কিন্তু) না | অন্তরসমূহ | তাদের রয়েছে

يُبْصِرُونَ بِهَا ز وَ لَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ط أُولٰٓئِكَ

ঐসব (লোক) | তা দিয়ে তারা শুনে | (কিন্তু) না | কানসমূহ | তাদের রয়েছে | এবং | তা দিয়ে তারা দেখে

كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ط أُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٧٩﴾ وَ

এবং | গাফিলতিতে নিমগ্ন | তারাই | ঐসব (লোক) | অধিক বিভ্রান্ত | তারা | বরং | (যেন) পশুর মত

لِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ص وَ ذَرُوا الَّذِيْنَ

(তাদেরকে) যারা | তোমরা বর্জনকর | এবং | তাদিয়ে | অতএব তাঁকে ডাক | উত্তম | নামসমূহ | আল্লাহর জন্যে রয়েছে

يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ط سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٠﴾

তারা কাজ করে চলেছে | যেমন | তাদেরকে শীঘ্রই প্রদিফল দেওয়া হবে | তাঁর নামসূহের | মধ্যে | বিকৃত করে

وَ مِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٨١﴾ ع

তারা ন্যায় বিচার করে | তা দিয়ে | এবং | সত্যের দিকে | (যারা) পথ দেখায় | (এমনও) একদল | আমরা সৃষ্টি করেছি | তাদের মধ্যেহতে | এবং

তাদের দিল আছে কিন্তু তার সাহায্যে তারা চিন্তা-ভাবনা করে না। তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের শ্রবণ-শক্তি রয়েছে, কিনতু তা দিয়ে তারা শুনতে পায়না। তারা আসলে জন্তু জানোয়ারের মত, বরং তা হতেও অধিক বিভ্রান্ত। এরা চরম গাফিলতির মধ্যে নিমগ্ন[৫০]। ১৮০. আল্লাহ ভাল-ভাল নামের অধিকারী। তাকে ভাল ভাল নামেই ডাক। সেই লোকদের কথা ছেড়ে দাও যারা তাঁর নামকরণে বিপথাগামী হয়। তারা যা কিছুই করতে থাকে, তার বদলা তারা অবশ্যই পাবে[৫১]। ১৮১. আমাদের সৃষ্টির মধ্যে একটি উম্মৎ এমনও রয়েছে যারা পূর্ণ হক অনুযায়ী হেদায়াত করে এবং হক মোতাবেক ইনসাফও করে!

---

৫০. অর্থাৎ আমি তো তাদের হৃদয়, মস্তিষ্ক, চোখ ও কান দান করে সৃষ্টি করেছিলাম কিন্তু যালেমরা এগুলোর সঠিক ব্যবহার করলো না এবং নিজেদের অপকর্মের জন্য শেষ পর্যন্ত জাহান্নামের যোগ্য বলে গন্য হলো। ৫১. 'উত্তম নাম সমূহ'– এর অর্থঃ- সেই সব নাম যা দিয়ে রবের মহানত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর পবিত্রতা ও মহাত্ম এবং তাঁর পূর্ণতা সূচক গুনাবলী প্রকাশ পায়। আল্লাহর নাম দেওয়ার ব্যাপারে সত্য-চ্যুতি হচ্ছে– আল্লাহর প্রতি এরূপ নামসমূহ আরোপ করা যা তাঁর মর্যাদার হানিকর, তাঁর শ্রদ্ধা সম্মানের পরিপন্থী, যা দিয়ে তার প্রতি দোষ-ক্রটি আরোপিত হয় কিংবা যা দিয়ে তার শ্রেষ্ট ও মহান পবিত্র সত্তা সম্পর্কে ভ্রান্ত-ধারণা বিশ্বাস প্রকাশ পায়।

وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ

যেখান থেকে | তাদের ক্রমান্বয়ে নিয়ে যাব আমরা (ধ্বংসের দিকে) | আমাদের নিদর্শনগুলোকে | মিথ্যা বলেছে | যারা | এবং

لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٢﴾ وَ اُمْلِيْ لَهُمْ ۚ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿١٨٣﴾

বলিষ্ঠ | আমার কৌশল | নিশ্চয়ই | তাদেরকে | অবকাশ দিচ্ছি আমি | এবং | তারা জানতেও পারবে | না

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ۜ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ

সে | নয় | উন্মাদ | কোন | তাদের সহচর | (যে) নয় | তারা চিন্তা করে নাই কি

اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨٤﴾ اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ

আসমানসমূহের | সার্বভৌম কতৃত্বের | ব্যাপারে | তারা লক্ষ্যকরে নাই কি | সুস্পষ্ট | একজন সতর্ককারী | এ ছাড়া

وَ الْاَرْضِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ وَّ اَنْ

(এ সম্পর্কেও) যে | এবং | কিছুর | সব | আল্লাহ | সৃষ্টি করেছেন | যা | এবং | যমীনের | ও

عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ

এরপর | কথায় | অতএব আর কোন | তাদের মেয়াদ | নিকটবর্তী হয়েছে | হতে পারে | হয়ত

يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٥﴾

তারা ঈমান আনবে

রুকু-২৩ ১৮২. আর যেসব লোক আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে, তাদেরকে আমরা ক্রমশঃ এমন সব উপায়ে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতে- বুঝতেও পারবে না। ১৮৩. আমি তাদেরকে অবকাশ ও সুযোগ দিচ্ছি, আমার কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থাপনা, অটুট ও অকাট্য। ১৮৪. এই লোকেরা কখনো কি চিন্তা করেনি? তাদের সঙ্গীর উপর উম্মত্ততার কোন লেশ নেই[৫২]। সেতো একজন সংবাদ দাতা মাত্র, (খারাব পরিণাম সামনে আসার পূর্বেই) সে সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দিতে থাকে। ১৮৫. এই লোকেরা কি আসমান ও যমীনের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কখনো চিন্তা করেনি? আর এমন কোন জিনিস যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন– দুই চোখ খুলে কি দেখেনি? তারা এও কি চিন্তা করেনি যে, তাদের জীবনের মীয়াদ পূর্ণ হবার সময় হয়ত বা নিকটেই এসে পড়েছে? নবীর এই সতর্কীকরণের পরে এমন আর কোন্ কথা হতে পারে, যার প্রতি এরা ঈমান আনবে?

৫২. 'সহচর' অর্থ- মোহাম্মদ (সঃ) তাকে মক্কাবাসীদের সহচর এই কারণে বলা হয়েছে যে, তিনি তাদের অপরিচিত ছিলেন না; তাদেরই মধ্যে তিনি জন্মলাভ করেছিলেন; তাদেরই মধ্যে তিনি থেকেছেন, বাস করেছেন, তাদের মধ্যেই তিনি শিশু থেকে যুবক হয়ে বেড়ে উঠেছেন ও যুবক থেকে বৃদ্ধ হয়েছেন। নবুয়্যতের পূর্বে সমগ্র জাতি তাকে একজন নিতান্ত সৎ-স্বভাব ও স্বচ্ছ-সঠিক বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষরূপে জানতো। নবুয়্যতের পর যখন তিনি আল্লাহর বানী প্রচার শুরু করলেন তখন অকস্মাৎ তাকে তারা পাগল বলতে শুরু করলো । স্পষ্টতঃ তিনি নবী হবার পূর্বে যা কিছু বলতেন সে কথার জন্য তাকে পাগল বলা হচ্ছিল না বরং তিনি নবী হওয়ার পর যেসব কথার তবলীগ শুরু করেছিলেন সেই সব কথার কারণেই তাঁকে পাগল বলা হচ্ছিল। এ জন্যই বলা হয়েছে; এ কথা কি কখন চিন্তাও করে দেখেছে- ঐ সব কথার মধ্যে কোন্ কথাটি পাগলামীর?

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ؕ وَ يَذَرُهُمْ فِيْ

মধ্যে | তাদেরকে তিনি ছেড়ে দেন | এবং | তার জন্যে | কোন পথ প্রদর্শক | অতঃপর নাই | আল্লাহ | হেদায়াত বঞ্চিত করেন | যাকে

طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٨٦﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ

কখন | কিয়ামত | সম্পর্কে | তোমাকে তারা জিজ্ঞাসা করে | তারা উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে | তাদের বিদ্রোহিতার

مُرْسٰهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا

তা তিনি প্রকাশ করেন | না | আমার রবের | কাছে | তারজ্ঞান | মূলতঃ | বল | তা ঘটবে

لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ لَا

না | পৃথীবীর (উপর) | ও | আকাশ মন্ডলীর | উপর | ভারীহবে | তিনি | ছাড়া | তার সময়কে (অন্য কারোকাছে

تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ؕ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ؕ قُلْ

বল | তা সম্পর্কে | সবিশেষ অবহিত | তুমি যেন | তোমাকে তারা প্রশ্ন করে | আকস্মাৎ | এছাড়া | তোমাদের কাছে তা আসবে

اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٧﴾

তারাজানে | না | লোক | অধিকাংশ | কিন্তু | আল্লাহর | কাছে | তার জ্ঞান (রয়েছে) | মূলতঃ

قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ

আল্লাহ | ইচ্ছে করেন | যা | এছাড়া | কোন ক্ষতির | না | আর | কোন লাভের | আমার নিজের জন্যে | ক্ষমতারাখি আমি | না | বল

১৮৬. আল্লাহ যাকে তাঁর হেদায়াত হতে বঞ্চিত করে দেন তার জন্য আর কোন পথপ্রদর্শক নেই। এবং আল্লাহ তাদেরকে তাদের বিদ্রোহাত্মক অনমনীয় ভূমিকায় বিভ্রান্তি হবার জন্য ছেড়ে দেন। ১৮৭.এই লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করেঃ আচ্ছা, সেই কিয়ামতের সময়টি কখন আসবে? বল "এই জ্ঞান কেবলমাত্র আমার রবের নিকটই রয়েছে, তাকে তার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে তিনিই প্রকাশ করবেন। আসমান ও যমীনে তা বড় কঠিন দিন হবে। তা তোমাদের নিকট আকস্মিকভাবে এসে পড়বে। এই লোকেরা এর সম্পর্কে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে, যেন তুমি তা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। বলঃ তার সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই এই নিগুঢ় সত্যকে জানেনা-বুঝেনা।" ১৮৮. হে নবী! এদেরকে বলঃ "আমার নিজের কোন ফায়দা বা লোকসানের ইখতিয়ারই আমার নেই। আল্লাহই যা চান তাই হয়।

وَ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚۛ وَ

এবং কল্যাণ হতে আমি অবশ্যই অদৃশ্যকে জানতাম আমি যদি এবং
অনেক নিতাম

مَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ

ঐলোকদের সুসংবাদ ও একজন এছাড়া আমি (প্রকৃতপক্ষে) কোন আমাকে না
জন্যে দাতা সতর্কতকারী নই অকল্যাণ স্পর্শকরত

يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٨﴾ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ ع

এবং একই ব্যক্তি হতে তোমাদেরকে যিনি (আল্লাহ) (যারা)
সৃষ্টি করেছেন তিনিই ঈমান আনে

جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا

সে তাকে ঢেকে অতঃপর তারা যেন তার তাহতে বানিয়েছেন
নেয়(সংগত হয়) যখন কাছে সে শান্তি পায় জোড়া

حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا

দুজনেই ভারী হয় অতঃপর তা নিয়ে সে অতঃপর হাল্কা গর্ভ (স্ত্রী) গর্ভধারণ
দোয়া করে যখন চলাচলকরে করে

اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ

অন্তর্ভূক্ত অবশ্যই পূর্ণাংগ ও আমাদের অবশ্যই (যিনি) তাদের আল্লাহর
আমরা হব নেক (সন্তান) দাও তুমি যদি উভয়ের রব (কাছে)

الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ

তার শরীক তার দুজনে নির্ধারণ পূর্ণাঙ্গ তাদের দুজনকে অতঃপর শোকরকারীদের
ব্যাপারে যা সাথে করল (সন্তান) দিলেন যখন

اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٩٠﴾

তারা শিরক করে তাহতে আল্লাহ মূলতঃ তাদের দুজনকে
যা বহু উর্দ্ধে (আল্লাহ) দিলেন

অথচ অদৃশ্য সম্পর্কে যদি আমার জ্ঞান থাকত তা হলে আমি আমার নিজের জন্য অনেক কিছু ফায়দাই হাসিল করে নিতাম এবং কখনো আমার কোনই ক্ষতি হতে পারত না। আমি তো তাদের জন্য নিছক একজন সাবধানকারী ও সুসংবাদদাতা মাত্র— যারা আমার কথা মেনে নিবে। **রুকু-২৪** ১৮৯. তিনি আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে এক প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তারই সত্তা হতে তার জুড়ি বানিয়েছেন, যেন তার নিকট পরম শান্তি লাভ করতে পারে। পরে যখন পুরুষটি স্ত্রীকে ঢেকে নিয়ে সংগত হয়। তখন সে হালকা ভাবে গর্ভ ধারণ করে। তা নিয়েই সে চলাফিরা করে। পরে যখন সে (স্ত্রী) ভারী ও অচল হয়ে পড়ে তখন উভয়ে মিলে তাদের রবের নিকট প্রার্থনা করেঃ তুমি যদি আমাদেরকে নেক সন্তান দান কর তবে আমরা তোমার শোকর গুযার হব। ১৯০. কিন্তু আল্লাহ যখন তাদেরকে এক সুস্থ নিখুত বাচ্চা দিয়ে দিলেন তখন তারা তাঁর এই দান ও অনুগ্রহে অন্যান্যকে শরীক করতে লাগল[৫৩]। বস্তুতঃ আল্লাহ বড় মহান ও উচ্চ এদের কথিত এ সব মুশরেকী কথা-বার্তা হতে।

৫৩. অর্থাৎ সন্তান দান করার মালিক তো আল্লাহতা'আলা। স্ত্রী-লোকের গর্ভে বানর বা সাপ বা অন্য (অপর পাতা দেখুন)

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا

না এবং সৃষ্টিকরা হয় তাদেরকে অথচ কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না যা তারা শিরককরে কি

يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ وَإِنْ

যদি এবং তারা সাহায্য করতে পারে তাদের নিজেদের জন্যে না আর সাহায্য করতে তাদেরকে তারা ক্ষমতারাখে

تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ

তোমাদের জন্যে সমানই তোমাদেরকে তারা অনুসরণ করবে না সঠিকপথের দিকে তাদেরকে ডাক

أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ

তোমরা প্রার্থনা কর যাদের (কাছে) নিশ্চয়ই নিরবতা অবলম্বনকারী হও তোমরা অথবা তাদেরকে তোমারা ডাক

مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا

তারা তখন সাড়াদিক তাদেরকে তাহলে তোমরা ডেকে দেখ তোমাদেরই মত তারা বান্দা আল্লাহ ছাড়া

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾

সত্যবাদী তোমরা হও যদি তোমাদেরকে

১৯১. এরা কতইনা অজ্ঞ ও মূর্খ ঃ এরা এমন সব জিনিসকে আল্লাহর শরীক গন্য করে, যারা কোন কিছুই পয়দা করেনা, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। ১৯২. যারা না তাদের কোন সাহায্য করতে পারে, আর না তাদের নিজেদের সাহায্য করতে তারা সক্ষম। ১৯৩. তাদেরকে তোমরা যদি হেদায়াতের পথে আসার জন্য আহবান জানাও তবে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না, তোমরা তাদেরকে ডাক কিংবা চুপ-চাপ থাক, উভয় অবস্থায়ই ফল তোমাদের জন্য সমানই থাকবে[৫৪]। ১৯৪. আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরই ডাক তারা নিছক বান্দা ছাড়া আর কিছুই ন। যেমন তোমরাও বান্দা। তাদের কাছে দোয়া করেই দেখ, তারা তোমাদের প্রার্থনার জবাব দান করুকনা, তাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যদি সত্যি হয়।

কোন অদ্ভুত জন্তু সৃষ্টি করে দেন কিংবা যদি শিশুকে পেটের মধ্যে অন্ধ, বধির, খঞ্জ ও পংগু করে দেন, কিংবা তার দৈহিক মানসিক ও প্রবৃত্তি-গত শক্তি-প্রবণতার মধ্যে কোন ত্রুটি রেখে দেন তবে কারুর মধ্যেই আল্লাহতাআলার এই গঠনকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা নেই। এক আল্লাহতা'আলার উপাসকদের ন্যায় ঠিক একই রূপে বহু দেব-বাদীরাও এ সত্য জানে। এ কারণেই গর্ভকালে সমস্ত আশা ভরসা আল্লাহরই প্রতি নিবদ্ধ রাখা হয়- তিনিই সুস্থ-সঠিক শিশু-সন্তান পয়দা করবেন। কিন্তু যখন আশা ফলপ্রসু হয় এবং চাদের মত সুন্দর শিশু ভাগ্যে লাভ হয়, তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য নযর ও নিয়ায কোন দেবী, কোন অবতার, কোন ওলি ও কোন হযরতের নামেই চড়ানো হয় এবং শিশুর এরূপ নামকরণ করা হয় যার দ্বারা মনে হয় সে যেন রব ছাড়া কারো অনুগ্রহের ফল। ৫৪. অর্থাৎ এই মুশরিকদের মিথ্যা উপাস্যদের অবস্থা তো এরূপ যে- সোজা পথ দেখানো বা নিজেদের উপাসকদের পথ-নির্দেশ করা তো দূরের কথা বেচারাদের তো কোন পথ-প্রদর্শকের অনুসরণ করারও ক্ষমতা নেই, এমন কি যদি কেউ ডাকে তবে তার ডাকের জবাব দেওয়ারও ক্ষমতা তাদের নেই।

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ

তাদিয়ে তারা হাত তাদের বা তা দিয়ে তারা চলে পা সমূহ তাদের
ধরতে পারে সমূহ আছে (কি) আছে কি

أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ

তারা শুনে কান সমূহ তাদের বা তাদিয়ে তারা দেখে চোখ তাদের বা
আছে (কি) সমূহ আছে (কি)

بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ﴿١٩٥﴾

আমাকে তোমরা অতঃপর কৌশলকর এরপর তোমাদের তোমার বল তাদিয়ে
অবকাশ দাও না আমার বিরুদ্ধে শরীকদেরকে ডাক

إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى

অভিভাবকত্ব তিনি এবং কিতাব নাযিল যিনি আল্লাহ আমার নিশ্চয়ই
করেন করেছেন অভিভাবক

الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ

তারা সমর্থ হয় না তাকে ছাড়া তোমরা যাদের এবং সৎকর্মশীলদের
আহবান কর

نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٧﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ

তাদেরকে যদি এবং সাহায্যকরতে পারে তাদের না আর তোমাদেরকে
আহবান কর নিজেদেরকে সাহায্য করতে

إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ

তোমার তারা তাদেরকে তুমি এবং তারা শুনতে না সৎপথের দিকে
দিকে তাকাচ্ছে দেখতে পাবে (বাহ্যতঃ) পায়

وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾

দেখতে পায় না তারা অথচ

১৯৫. এদের কি পা আছে যাতে ভর করে চলতে পারে? এদের কি হাত আছে, যা দিয়ে ধরতে পারে? এদের কি চোখ আছে, যা দিয়ে তারা দেখতে পারে? এদের কি কান আছে, যা দিয়ে তারা শুনতে পারে? হে নবী, এদের বলঃ "ডেকে নাও তোমাদের বানানো সব শরীকদের, তার পর তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে চেষ্টা-যত্ন ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ কর; আর আমাকে মোটেই অবকাশ দিওনা। ১৯৬. আমার সাহায্যকারী ও রক্ষাকর্তা হচ্ছেন সেই আল্লাহ, যিনি এই কিতাব নাযিল করেছেন এবং তিনি নেক চরিত্রের লোকদের সাহায্যে করে থাকেন। ১৯৭. পক্ষান্তরে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক তারা না তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারে, আর না তারা নিজেদেরই সাহায্য করতে সমর্থ। ১৯৮. বরং তোমরা যদি তাদেরকে সঠিক পথে আসতে আহবান জানাও, তবে তারা তোমার কথা শুনতে পর্যন্ত পারে না। বাহ্যতঃ তোমরা মনে কর, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে; কিন্তু মূলতঃ তারা কিছুই দেখতে পায় না।"

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿١٩٩﴾

মূর্খদেরকে উপেক্ষা এবং সৎকাজের নির্দেশ ও ক্ষমাশীলতা অবলম্বন
কর দাও কর

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّهٗ

নিশ্চয়ই আল্লাহর তুমি তবে কোন শয়তানের পক্ষহতে তোমার যদি এবং
তিনি পানাহ চাও প্ররোচনা উস্কানী দেয়

سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٠٠﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ

কোন তাদেরকে যখন তাকওয়া যারা নিশ্চয়ই সবকিছু সবকিছু
কুচিন্তা স্পর্শ করে অবলম্বন করে জানেন শুনেন

مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ﴿٢٠١﴾ وَإِخْوَانُهُمْ

তাদের(বিভ্রান্ত) এবং দেখতেপায় তারা অতঃপর তারা স্মরণকরে শয়তানের পক্ষহতে
ভাইয়েরা (সঠিক পথ) তখন (আল্লাহকে)

يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾ وَإِذَا لَمْ

না যখন এবং তারা ত্রুটি করে না এরপর ভ্রান্তির মধ্যে তাদেরকে
(বিভ্রান্তিতে রাখতে) টেনে নেয়

تَأْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ

অনুসরণ প্রকৃত বল তা তুমি না কেন তারা বলে কোন তাদের কাছে
করি আমি পক্ষে বেছে নিলে নিদর্শন উপস্থিত কর

مَا يُوْحٰٓى إِلَيَّ مِنْ رَّبِّيْ ۚ

আমার পক্ষহতে আমার ওহী করা যা
রবের প্রতি হয়

১৯৯. হে নবী. নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর। সৎ কাজের উপদেশ দান করতে থাক এবং মূর্খ লোকদের সাথে জড়িয়ে পড়ো না।২০০. শয়তান যদি তোমাকে কখনো উস্কানী দেয়, তবে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও; তিনি সব শুনেন, সব জানেন। ২০১. প্রকৃতপক্ষে যারা মুত্তাকী, তাদের অবস্থা এই হয় যে, শয়তানের প্ররোচনায় কোন খারাব খেয়াল তাদেরকে স্পর্শ করলেও তারা সংগে সংগে সতর্ক ও সজাগ হয়ে যায় এবং তাদের জন্য সঠিক কল্যাণকর পথ ও পন্থা কি তা তারা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। ২০২. তারপরে তাদের (শয়তানের) ভাই-বন্ধুরা তো তাদেরকে বাঁকা-চোরা পথেই তীব্রভাবে টেনে নিয়ে যায়। এবং তাদেরকে বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে চেষ্টার কোন ত্রুটিই রাখে না। ২০৩. হে নবী তুমি যখন এই লোকদের সামনে কোন নিদর্শন (মুজিযা) পেশ না কর, তখন তারা বলে "তুমি নিজের জন্য কোন নিদর্শন বাছাই করে নিলে না কেন?" তাদের বলঃ "আমিতো কেবল সেই অহীকেই মেনে চলি যা আমার রব আমার প্রতি নাজিল করেছেন।

বস্তুতঃ এ অর্ন্তদৃষ্টির উজ্জ্বলতম আলো, তোমাদের রবের নিকট হতেই অবতীর্ণ। এ হেদায়াত ও রহমত হইতেছে সেই লোকেদের জন্য, যারা এ মেনে নিবে৷ ২০৪. যখন কুরআন মজীদ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় তখন তা পূর্ণ মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর এবং চুপ-চাপ থাক; সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিও রহমত নাযিল হইবে।" ২০৫. হে নবী, তোমার রবকে সকাল ও সন্ধ্যা স্মরণ করতে থাক, অন্তরে বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে। তুমি সেই লোকদের মধ্যে হবে না যারা চরম গাফিলতির মধ্যে পড়ে রয়েছে। ২০৬. যেসব ফেরেশতা তোমার রবের নিকটে নৈকট্যের মর্যাদার অধিকারী তারা কক্ষনো নিজের বড়ত্বের অহমিকায় পড়ে তাঁর ইবাদত হতে বিরত থাকে না, তারা তাঁর তসবীহ করে এবং তাঁর সামনে অবনত হয়ে থাকে[৫৫] (সিজদা)

৫৫. যে ব্যক্তি এই আয়াত পড়ে বা শোনে তার প্রতি সেজদা করার আদেশ। কুরআন মজিদে এরূপ ১৪টি সিজদার আয়াত আছে।

সূরা আল-আনফাল

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এই সূরা ২য় হিজরী সনে বদর যুদ্ধের পরে নাযিল হয়েছে। এতে ইসলাম ও কুফর-এর মাঝে প্রথম অনুষ্ঠিত এই যুদ্ধের বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। সূরার আলোচ্য বিষয় সমূহ চিন্তা করলে মনে হয়, সম্ভবতঃ এই সম্পূর্ণ ভাষণটি এক সংগেই নাযিল হয়েছে তবে এটাও সম্ভব যে এর কোন কোন আয়াত বদর যুদ্ধ জনিত সমস্যা ও বিষয়াদি সম্পর্কে পরে নাযিল হয়েছে এবং ভাষণের ধারাবাহিকতায় উপযুক্ত স্থানে তা সন্নিবেশিত করে একটি ধারাবাহিক ভাষণে রূপ দান করা হয়েছে। কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে অবতীর্ণ দুই-তিনটি ভাষণকে জুড়ে একটি সমষ্টি সূরা বানানো হয়েছে- এ কথা বলার মত কোন প্রমাণ ধারাবাহিকতায় কোথায়ও দেখা যায় না।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরা সম্পর্কে পর্যালোচনা করার পূর্বে বদরের যুদ্ধ ও তার সংগে সম্পর্কিত অবস্থাসমূহের উপর ঐতিহাসিক দৃষ্টিপাত করে নেয়া আবশ্যক।

নবী করীম (সঃ) এর ইসলামী দাওয়াতী আন্দোলন প্রাথমিক দশ-বারো বছরে, যখন তিনি মক্কা শরীফে অবস্থান করছিলেন, খুবই পরিপক্কতা ও দৃঢ়তা প্রমাণ করতে পেরেছিল। একদিকে তার পিছনে কার্যকর ছিলেন এক উন্নত চরিত্র, বড় আত্মার অসাধারণ বুদ্ধিমান নেতা। তিনি স্বীয় ব্যক্তি-সত্তার সম্পূর্ণ মূলধনই তাতে নিয়োগ করেছিলেন। একদিকে এই দাওয়াতী-আন্দোলনকে সফলতার চূড়ান্ত মনযিল পর্যন্ত নিয়ে পৌছিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর অচল-অটল সঙ্কল্প বর্তমান ছিল, এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে সর্বপ্রকার বিপদ মূসীবতকে সহ্য করার এবং সব বাধা বিপত্তিকে মুকাবিলা করার জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিলেন- তাঁর কর্মপন্থা হতে এই সত্য পূর্ণরূপে প্রতিভাত হচ্ছিল। অপর দিকে স্বয়ং এই দাওয়াতী আন্দোলনেই এমন তীব্র আকর্ষণ বর্তমান ছিল যে, তা লোকদের মন-মগজকে পুরো মাত্রায় প্রভাবান্বিত করে নিচ্ছিল এবং মূর্খতা, জাহেলিয়াত ও হিংসা-বিদ্বেষের পর্বত সমান বাধাও তাঁর পথ রোধ করতে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল। এই কারণেই আরবের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার সমর্থক লোকেরা-যারা প্রথমে তাঁকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত- মক্কা অধ্যায়ের শেষ সময়ে তাঁকে এক গুরুতর বিপদ বলে মনে করতে শুরু করেছিল, আর পূর্ণশক্তি দিয়ে তাঁকে খতম করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও এই সময় পর্যন্ত মূল আন্দেলনে অনেক কিছুই অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হচ্ছিলঃ

প্রথমতঃ এ কথা এখনো অপ্রমাণিত ছিল যে এই আন্দোলনের জন্য বিপুল সংখ্যক অনুগত কর্মী সংগৃহীত হয়েছে কিনা, যারা এটাকে কেবল মানে-ই না, তার নীতি আদর্শের প্রতি গভীর প্রেমও অনুভব করে। এটাকে বিজয়ী ও কার্যকর করার চেষ্টায় নিজেদের সমগ্র শক্তি ও সম্পূর্ণ জীবন-পূজি নিয়োজিত করতে প্রস্তুত, তার জন্য নিজেদের সবকিছু কোরবান করতে দুনিয়ায় সব মানুষের সংগে লড়াই করতে- এমন কি, প্রয়োজন হলে নিজেদের প্রিয়তম আত্মীয়-স্বজনের সহিতও সম্পর্কচ্ছেদ করতে-সঙ্কল্পবদ্ধ। এ কথা সত্য যে, এই সময় পর্যন্ত ইসলাম অনুসারী লোকেরা কুরাইশের যুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচার-নিপীড়ন অকাতরে সহ্য করে নিজেদের ঈমানের সত্যতা ও ইসলামের সাথে সম্পর্কের দৃঢ়তার অনেকটা প্রমাণ দিয়েছিলেন, কিন্তু ইসলামী আন্দোলন এমন প্রাণ-উৎসর্গকারী অনুসারীর দল- যারা নিজেদের জীবন-লক্ষ্যের তুলনায় অপর কোন জিনিসকেই অধিক ভালবাসে না- লাভ করতে পেরেছে কিনা, তা প্রমাণিত হবার জন্য এখনো অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা বাকী ছিল।

দ্বিতীয়তঃ এই দাওয়াতী আন্দোলনের আওয়ায যদিও সমগ্র আরব দেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তার প্রভাব ছিল বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন। ইসলামী আন্দোলনের সংগৃহীত শক্তিও সারা দেশে ছড়িয়ে ছিল। ইসলামের সামগ্রিক সুসংবদ্ধ শক্তি এতদুর দৃঢ় হয়ে উঠতে পারেনি যা প্রাচীন দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত জাহেলিয়াতের ব্যবস্থার সাথে কোন চূড়ান্ত মুকাবিলায় নামবার জন্য একান্তই অপরিহার্য ছিল।

তৃতীয়তঃ এই দাওয়াতী-আন্দোলন কোন একস্থানে দৃঢ়মূলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। তখন পর্যন্ত তা কেবল বায়ুমন্ডলেই প্রভাব বিস্তার করছিল। দেশের কোন ভূখন্ডে তা তখনো দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজের আদর্শকে বস্তবায়িত করতে এবং ক্রমে আরো অগ্রসর হবার ভূমিকা অবলম্বন করতে পারেনি। তখন পর্যন্ত যে মুসলমান যেখানেই ছিল- কুফর ও শেরক ভিত্তিক সমাজে তাদের অবস্থা ছিল ঠিক খালি পেটে কুইনাইনের মত। পেট যেমন সব সময়ই তাকে বমন করে বাইরে নিক্ষেপ করতেই চেষ্টিত হয় এবং এতটুকু স্থিতিলাভের সুযোগ দিতে প্রস্তুত হয় না, তাদের অবস্থাও ছিল ঠিক ঐরূপ।

চতুর্থতঃ এই সময় পর্যন্ত ইসলামী দাওয়াতী-আন্দোলন জনগণের বাস্তব জীবনের ব্যাপার ও কাজ কর্মসমূহ নিজ হস্তে ধারণ করে চালাবার কোনই সুযোগ পায়নি। নিজস্ব কোন তামাদ্দুন- সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতিও তখন পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। তার নিজস্ব অর্থনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতিও বিরচিত হয়নি এবং অন্যান্য শক্তির সাথে তার যুদ্ধ ও সন্ধির ব্যাপারও তখন পর্যন্ত ঘটেনি। ফলে এই আন্দোলন যে নৈতিক নিময়-পদ্ধতির উপর মানব-জীবনের সামগ্রিক ব্যবস্থাকে গড়তে ও চালাতে ইচ্ছুক, তার কোন বাস্তব প্রকাশ ঘটতে পারেনি এবং এই দাওয়াতে মূল নেতা, নবী এবং তাঁর অনুসারীরা যে দিকে দুনিয়াকে আহ্বান জানাচ্ছে সে মত আমল করতে কতখানি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, পরীক্ষার কষ্টি পাথরে তাও তখন পর্যন্ত পরীক্ষিত হতে পারেনি। পরবর্তী ঘটনাবলী এমন সুযোগ ও ক্ষেত্র পয়দা করে দিয়েছিল, যাতে এই চারটি অপূর্ণতাই সম্পূর্ণ হবার সুবিধা পেয়েছিল।

মক্কী পর্যায়ের শেষ তিন-চার বছরে ইয়স্‌রাব-এ (মদীনার প্রাচীন নাম ইয়াসরাব) ইসলামের আলোকোচ্ছটা বিচ্ছুরিত হতে থাকে এবং সেখানকার লোক কয়েকটা কারণে আরবের অন্যান্য গোত্রের-লোকের চেয়ে এই আলো অনেক বেশী কবুল-করছিল। শেষবারে-নবুয়্যতের দ্বাদশ বছরে হজ্জের সময় ৭৫ ব্যক্তির প্রতিনিধি দল রাতের অন্ধকারে নবী করীম (সঃ) -এর সঙ্গে সাক্ষাত করে। তারা কেবল ইসলামই কবুল করলনা; বরং সেই সঙ্গে নবী এবং তাঁর অনুসারীদের নিজেদের শহরে স্থান দেওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করল। ইসলামের ইতিহাসে এ ছিল এক বিপ্লবী পর্যায়; আল্লাহতা'আলা নিজের অনুগ্রহে এই সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ইয়াস্‌রাববাসীরা নবী করীম (সঃ) কে একজন আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে নয়, আল্লাহর প্রতিনিধি ও নিজেদের ইমাম, নেতা ও শাসক হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। ইসলামের অনুসারী-অনুগামীদের প্রতিও তাদের আহ্বান কেবল এজন্য ছিল না যে তারা সেখানে নিছক মুহাজির হয়ে থাকবে। বরং আসল উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আরবের বিভিন্ন গোত্র ও অঞ্চলে যে সব মুসলমান বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, তারা ইয়াস্‌রাব-এ একত্রিত হয়ে সেখানকার মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে এক সুসংগঠিত সমাজ রচনা করবে। ইয়াস্‌রাব আসলে নিজেকে 'মদীনাতুল ইসলাম' হিসেবেই পেশ করছিল এবং নবী করীম (সঃ) এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আরবে সর্ব প্রথম 'দারুল ইসলাম' কায়েম করলেন।

এ ভাবে আমন্ত্রণ জানাবার অর্থ যা কিছু ছিল মদীনাবাসীগণ সে সম্পর্কে কিছুমাত্র গাফিল ছিলনা। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই ছিল যে, একটি ক্ষুদ্র বস্তি নিজেকে সমগ্র দেশের তরবারী ও অর্থনৈতিক এবং তামাদ্দুনিক বয়কটের সামনে পেশ করছিল। এই কারণে 'আকাবা বায়আ'ত-এর সময় রাতের সেই অনুষ্ঠানে ইসলামের সেই প্রাথমিক সাহায্যকারী আনসাররা এই অর্থ ও পরিণতিকে ভালভাবে বুঝে শুনেই নবী করীম (সঃ) হাতে হাত দিয়েছিলেন। 'বায়আত' অনুষ্ঠিত হওয়ার ঠিক মুহূর্তে ইয়াস্‌রাবী লোকদের মধ্য হতে সাআদ ইবনে জুরারাহ্ নামক এক যুবক- যার বয়স প্রতিনিধিদলের মধ্যে সবচেয়ে কম ছিল- দাড়িয়ে বললঃ

- "থামো হে ইয়াস্‌রাববাসীরা, আমরা তো (রসূলের) নিকট এই কথা মনে করে এসেছি যে, ইনি আল্লাহর রসূল। আর আজ তাকে এখান হতে বের করে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে সমগ্র আরবদের সাথে শত্রুতার বীজ বোনা। এর ফলে তোমাদের ভালো লোকেরা নিহত হবে, তোমাদের উপর তরবারি বর্ষিত হবে। কাজেই তোমরা যদি এই আঘাত সহ্য করার মত শক্তি নিজেদের মধ্যে দেখতে পাও, তাহলে তার হাত ধর, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট হতেই পাবে। আর যদি তোমাদের নিজেদের জীবন-প্রাণই তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে হাত ছেড়ে দাও। আর স্পষ্ট ভাষায় নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ কর, কেননা এখন অক্ষমতা প্রকাশ করলে তা আল্লাহর নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য হতে পারে।" প্রতিনিধিদলের অপর এক ব্যক্তি আব্বাস ইব্‌নে উবাদাহ্‌ ইব্‌নে ফুজলাও বলেন। তার কথা ছিলঃ

- "তোমরা জান, এই ব্যক্তির হাতে তোমরা কিসের 'বায়আত' করছ? (আওয়ায উঠলঃ হ্যাঁ, আমরা জানি) এর হাতে 'বায়আত' করে গোটা দুনিয়ার সাথে লড়াইয়ের কারণ ঘটাচ্ছ। কাজেই তোমরা যদি মনে কর যে, যখন তোমাদের ধন-মাল ধ্বংস ও তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হওয়ার বিপদ ঘনিভূত হবে তখন তোমরা তাকে শত্রুদের হাতে ছেড়ে দেবে, তাহলে আজই ছেড়ে দেওয়া ভাল। কেননা আল্লাহর শপথ, দুনিয়া-আখেরাত সব জায়গায়ই লাঞ্ছনার কারণ হবে। আর যদি তোমাদের ইচ্ছা এই হয়ে থাকে যে, এই লোকটিকে তোমরা যে আহবান দিতেছ এর জন্য তোমরা নিজেদের ধন-মালের ধ্বংস ও নেতৃবৃন্দের ধ্বংস সত্তেও তা রক্ষা করবে তবে নিঃসন্দেহে তোমরা তাঁর হাত ধারণ কর । আল্লাহর শপথ, এটা ইহকাল পরকাল সর্বক্ষেত্রের জন্য একান্তই কল্যাণময়।"

এসব কথা শুনে প্রতিনিধি দলের সকলেই একমত হয়ে বললঃ -"তাঁকে গ্রহণ করে আমরা আমাদের ধন-মালের বিপদ ও নেতৃস্থানীয়দের হত্যার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।"

অতঃপর 'বায়আত' অনুষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে এটাই 'আকাবার দ্বিতীয় বায়আত' নামে খ্যাত। অপরদিকে মক্কীবাসীদের জন্যে এই ব্যাপারটির আকস্মিকতা যে কি অর্থ বহন করে তা কারো অজানা ছিল না। কেননা এই ঘটনার ফলে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) একটি আশ্রয়-স্থান লাভ করতে ছিলেন- যার অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং অপরিমিত কর্মশক্তি ও যোগ্যতা সম্পর্কে কুরাইশরা ইতিপূর্বেই খুব ভালভাবে ওয়াকিফহাল হয়েছিল। আর তাঁর নেতৃত্বে ইসলাম মান্যকারীরা এক সু-সংগঠিত জনশক্তি হিসেবে দানা বাধবার সুযোগ লাভ করছিল- যাদের দৃঢ়-সংকল্প, সাহস-হিম্মৎ ও আত্মোৎসর্গ ভাবধারাকে কুরাইশরা ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করে দেখেছিল। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনা ছিল আরবের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে কঠিন মৃত্যুর ঘন্টা। এছাড়া মদীনার মত জায়গায় মুসলমানদের এই মিলিত শক্তির একত্র সমাবেশ হওয়া কুরাইশদের পক্ষে ছিল অধিকতর বিপদের কারণ। কেননা ইয়েমন হতে যে বাণিজ্য পথ লোহিত সাগরের বেলাভূমি হয়ে সিরিয়ার দিকে চলে গিয়েছে তার নিরাপত্তার ওপর কুরাইশ ও অপরাপর বড় বড় মুশরিক কবিলার অর্থনৈতিক জীবন একান্তভাবে নির্ভর করে। মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের ফলে এই পথ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। মুসলমানগণ এই রাজপথ দখল করে জাহেলী সমাজ-ব্যবস্থাকে কঠিন ও দূরুহ করে তুলিতে পারে। কেবল এই সড়কের উপর দিয়ে একমাত্র মক্কাবাসীদেরই যে ব্যবসা চলতো, তার বাৎসরিক পরিমাণ আড়াই হাজার আশরাফী পর্যন্ত পৌছিত। তায়েফ ও অন্যান্য স্থানের ব্যবসা এর বাহিরে। কুরাইশগন এই পরিণতির কথা খুব ভালভাবেই বুঝত। যে রাতে 'আকাবার' এই 'বায়আত' অনুষ্ঠিত হয়, সে রাতেই তার ইশারা মক্কা-বাসীদের কানে গিয়ে পৌছেছিল এবং তখনই তাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়। প্রথমে তারা মদীনাবাসীদের নবী করীম (সঃ) হতে

ভাগিয়ে নিতে চেষ্টা করল। পরে যখন মুসলমানরা একজন দুইজন করে মদীনার দিকে হিজরত করতে শুরু করলো এবং কুরাইশগণ নিশ্চিত বুঝল যে, অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সঃ)ও সেখানে চলে যাবেন, তখন এই আসন্ন বিপদকে ঠেকাবার জন্যে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত উপায় অবলম্বন করতে প্রস্তুত হল। হিজরতের কয়েকদিন পূর্বেই কুরাইশদের পরামর্শ সভা বসল। দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে, বনী-হাশিমকে বাদ দিয়ে কুরাইশের অপরাপর পরিবার থেকে এক এক ব্যক্তিকে বাছাই করে এক বাহিনী গঠন করতে হবে এবং সকলে মিলে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে চিরতরে খতম করে দিতে হবে। যাতে বনী হাশিমের পক্ষে কুরাইশের অপর পরিবার সমূহের সাথে লড়াই করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং তারা প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত না হয়ে রক্ত বিনিময় গ্রহণে বাধ্য হয়। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ, নবী করীমের আল্লাহ-বিশ্বাস ও নিখুঁত ব্যবস্থাপনার ফলে তাদের সকল ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হয়ে গেল। নবী করীম (সঃ) নিরাপদে মদীনায় উপনীত হলেন।

এভাবে কুরাইশরা যখন মুসলমানদের হিজরাতে বাধা দিতে পারল না, তখন তারা মদীনার সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে - যাকে হিজরতের পূর্বে মদীনাবাসীরা নিজেদের বাদশাহ বানাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল এবং নবী করীম (সঃ) এর মদীনাগমণ ও আওস্-খাজরাজ কবীলাদ্বয়ের অধিকাংশ লোকেরা মুসলমান হয়ে যাওয়ায় যার আশা-আকাংখা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল সেই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে চিঠি লিখলঃ "তোমরা আমাদের লোকদের নিজেদের শহরে আশ্রয় দিয়েছ, আমরা আল্লাহর শপথ করে বলছি- হয় তোমরা নিজেরা তার সাথে লড়াই কর, কিংবা তাকে বহিস্কার কর। অন্যথায় আমরা সকলে তোমাদের উপর আক্রমণ করব এবং তোমাদের পুরুষদের হত্যা করব, আর তোমাদের মেয়ে লোকদের দাসী করব। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এই চিঠি পেয়ে দুষ্কৃতিতে মেতে উঠছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে নবী করীম (সঃ) যথাসময়ে এই দুষ্কৃতির প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পন্ন করে নিলেন। পরে মদীনার সরদার সায়াদ ইবনে সুয়াব যখন ওমরা করার জন্যে মক্কা গমন করে তখন হারাম শরীফের দ্বারদেশে আবুজেহেল তাকে ধরে বললঃ - "তোমরা আমাদের ধর্মত্যাগী লোকদের আশ্রয় দাও, আর তাদের সাহায্য-সমর্থন করার মনোভাব পোষণ কর, আর আমরা তোমাদের মক্কায় নিশ্চিন্তে তওয়াফ করতে দেব- ভেবেছ কি? তুমি যদি উমাইয়া ইবনে্ খালফের অতিথি না হতে তুমি এখান হতে প্রাণ নিয়ে যেতে পারতে না।" তখন সায়াদ জবাব দিলেনঃ "আল্লাহর কসম, তুমি যদি আমাকে তওয়াফ করতে বাধা দাও তাহলে আমি তোমাদের এর থেকেও কঠিন ব্যাপারে বাধাদান করব- অর্থাৎ মদীনার উপর দিয়ে তোমাদের যাতায়াতের পথে।"

প্রকৃতপক্ষে এটা মক্কাবাসীদের পক্ষ হতে এ কথার স্পষ্ট ঘোষণা ছিল যে, মুসলমানদের জন্য আল্লাহর ঘরের জিয়ারাত করা বন্ধ। আর তার জবাবে মদীনাবাসীদের উক্তি এই ছিল যে, ইসলাম বিরোধীদের জন্য সিরিয়ার বানিজ্য পথ বিপদপূর্ণ।

প্রকৃতপক্ষে এই বাণিজ্য পথের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করা ভিন্ন মুসলমানদের আর কোন উপায়ই ছিল না। কেননা এর ফলেই কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রকে এই বাণিজ্য পথের সাথে যাদের স্বার্থ নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে শত্রুতা ও প্রতিবন্ধকতার নীতি সম্পর্কে পূর্ণ বিবেচনা করতে বাধ্য করার পক্ষে এটাই ছিল একমাত্র কার্যকরী পন্থা। এ কারণে নবী করীম (সঃ) মদীনায় উপনীত হয়েই নবোত্থিত ইসলামী সমাজের প্রাথমিক নিয়ম-শৃঙ্খলা ও মদীনার আশে-পাশে ইয়াহুদী জনবসতির সহিত সন্ধি-সূত্র স্থাপনের পর সর্বপ্রথম এই বাণিজ্য পথের ব্যাপারটির প্রতি দৃষ্টি দিলেন। এবং এ ব্যাপারে তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনাও গ্রহণ করলেন। একটি এই যে, মদীনা ও লোহিত সাগরের বেলাভুমির মাঝখানে এই বাণিজ্য পথের কাছাকাছি যে

সব গোত্র ও কবীলা অবস্থিত ছিল, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দিলেন। তাদের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধন – অন্ততঃ নিরপেক্ষতার চুক্তি করে নেয়াই ছিল এই কথাবার্তা চালাবার লক্ষ্য। এই কথাবার্তায় নবী করীম (সঃ) বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। সর্বপ্রথম জুহানিয়া কবীলার সঙ্গে নিরপেক্ষতার চুক্তি সম্পর্ক স্থাপিত হল। এটা বেলাভূমির নিকটস্থ পাহাড়ী অঞ্চলের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গোত্র ছিল। হিজরী প্রথম বছরের শেষ ভাগে ইয়ানবু ও যুল-উশাইরা সন্নিহিত অঞ্চলের বনী যুমরা গোত্রের সহিত প্রতিরক্ষা সহযোগিতার (Defensive Alliance) চুক্তি হয়। আর দ্বিতীয় হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে বনী-মুদলাজ গোত্রও এই চুক্তিতে শামিল হয়। কেননা তারা বনী যুমরার প্রতিবেশী ও মিত্র ছিল। এতদ্ব্যতীত দূর্বার ইসলাম প্রচারের ফলে এই সব কবীলার বহু সংখ্যাক লোক ইসলামের সমর্থন ও অনুসারী হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা তিনি এই গ্রহণ করলেন যে, কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলাকে ভীত, সন্ত্রস্ত করে তুলবার জন্যে এই বাণিজ্য পথে ক্রমাগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করতে লাগলেন। কোন কোন ঝটিকা বাহিনীতে তিনি নিজেও শরীক থাকতেন। যুদ্ধ-ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থাদিতে হামজা বাহিনী, উবাইদা ইবনে হারিস বাহিনী, সায়াদ ইব্‌নে অক্কাস বাহিনী এবং আবওয়া যুদ্ধ বাহিনী নামে চারটি যুদ্ধবাহিনী হিজরীর প্রথম বছরেই প্রেরিত হয়। আর দ্বিতীয় বছরের প্রাথমিক মাসগুলিতে দুটি অতিরিক্ত সাঁড়াশি বাহিনী এই দিকেই প্রেরণ করেন। যুদ্ধ-ইতিহাস লেখক এটাকে বুয়াক যুদ্ধ ও যুল-উশাইরা যুদ্ধ নামে উল্লেখ করেন। এ সমস্ত অভিযানের দুটি বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব অনুধাবনীয়। একটি এই যে, এসব অভিযানের কোন প্রকার রক্তপাত বা লুঠতরাজ হয়নি। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, এসব অভিযানের মূলে কুরাইশদেরকে 'বাতাসের গতি' বুঝিয়ে দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ এই যে, এসব অভিযানে নবী করীম (সঃ) মদীনার কোন ব্যক্তিকে শরীক করেননি। বরং মক্কার মুহাজিরদের সমন্বয়েই এসব অভিযাত্রী বাহিনী রচনা করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল এই দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া-বিবাদকে কেবলমাত্র কুরাইশ পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা। অন্যান্য গোত্রের লোক এতে জড়িত হয়ে পড়লে যুদ্ধের আগুন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ত; অথচ এটা রোধ করা আবশ্যক। ওদিকে মক্কাবাসীগণও মদীনার দিকে সাঁড়াশী বাহিনী পাঠাতে থাকে। এদেরই একটি বাহিনী কুরজ্ ইবনে জাবির আল-ফহরীর নেতৃত্বে মদীনার নিকটবর্তী স্থানে হামলা চালায় এবং মদীনাবাসীদের গৃহপালিত পশু নিয়ে যায়। কুরাইশরা কিন্তু অন্যান্য গোত্র-কবীলাকেও এই দ্বন্দ্ব সংগ্রামে জড়াতে পূর্ণোদ্যমে চেষ্টা করেছিল। উপরন্তু তারা কেবল ভীতি-প্রদর্শনমূলক তৎপরতা পর্যন্তই ব্যাপারটিকে সীমাবদ্ধ রাখেনি, তারা লুঠ-তরাজ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি।

অবস্থা যখন এইরূপ পর্যায়ে পৌছায় তখন ২য় হিজরীর শাবান (৬২৩ খৃঃ- ফেব্রুয়ারী কিংবা মার্চ) মাসে কুরাইশদের একটি বহু বড় বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া হতে মক্কা প্রত্যাবর্তনের সময় মদীনার প্রভাবিত এলাকায় এসে পড়ে। এই কাফেলার সঙ্গে ছিল পঞ্চাশ হাজার আশ্‌রাফির পণ্যদ্রব্য। এর সঙ্গে ত্রিশ-চল্লিশ জনের বেশী রক্ষী ছিল না। পণ্যদ্রব্য বেশী ছিল, রক্ষী ছিল কম, আর পূর্বের অবস্থা দৃষ্টে মুসলমানদের কোন শক্তিশালী বাহিনী হামলা করতে পারে এই ভয়ও তীব্রভাবে বর্তমান ছিল। এই কারণে কাফেলা সরদার আবুসুফিয়ান এই বিপদসংকুল এলাকায় পৌছেই এক ব্যক্তিকে মক্কায় পাঠিয়ে দিল প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠাবার জন্যে। এই ব্যক্তি মক্কায় পৌছেই প্রাচীন নিয়ম অনুসারে নিজের উটের কান কাটল, নাক ছিড়ে দিল, বসবার আসন উল্টে রাখল এবং গায়ের জামা পিছন ও সামনের দিক হতে ছিন্ন করে চীৎকার করতে শুরু করল ও বলতে লাগলঃ

-"হে কুরাইশের লোকেরা, তোমাদের বাণিজ্য কাফেলার সংবাদ জানো?--- তোমাদের যে সব ধন-সম্পদ আবু সুফিয়ানের সংগে আছে মুহাম্মদ তার সংগীদের নিয়ে তার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

তোমরা তা ফেরৎ পাবে বলে আমি মনে করি না। কাজেই খুব তাড়াতাড়ি সাহায্য পাঠাও।"

এ খবর শুনে সমস্ত মক্কায় ত্রাসের সৃষ্টি হল। কুরাইশের সমস্ত বড় বড় সরদাররা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। প্রায় এক হাজার যোদ্ধা-বাহিনী পূর্ণ শান-শওকাত সহকারে লড়াই করার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তাদের মধ্যে ছয়শ' ছিল লৌহ-বর্মধারী, আর একশ' জন ছিল অশ্বারোহী বল্লম বাহিনী। তারা কেবল নিজেদের বাণিজ্য কাফেলা রক্ষার উদ্দেশ্যেই রওনা হয়নি; বরং নিত্যকার এই বিপদের মূল কারণকে চিরদিনের তরে শেষ করে দেয়া, মদীনার এই নবোত্থিত শক্তির মস্তক চূর্ণ করে দেয়া এবং এতদাঞ্চলের কবীলাসমূহকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিয়ে এই বাণিজ্য পথকে ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণ বিপদ মুক্ত করে দেয়াও তাদের লক্ষ্য।

নবী করীম (সঃ) অবস্থার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখছিলেন, সব বিষয়ে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি মনে করলেন চূড়ান্ত ফায়সালার সময় সমূ-উপস্থিতি। এটা এমন একটা সময় যে, এই মুহূর্তে কোন বীরত্বসূচক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে ইসলামী আন্দোলন চিরদিনের তরে প্রাণহীন নির্জীব হয়ে পড়বে। এমনকি এ আন্দোলনের পক্ষে মাথা তোলার আর কোন সুযোগই হয়ত অবশিষ্ট থাকবে না। হিজরত করে এসে দু'বছরও পূর্ণ হয়নি,মুহাজিরগণ নিতান্ত সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় পড়ে আছে, ওদিকে আনসারদের এখনো পরীক্ষা করা হয়নি. মদীনার ইয়াহুদী গোত্র সমূহ পূর্ব হতেই বিরুদ্ধতার মনোভাব সম্পন্ন, মদীনার মূল কেন্দ্রে মুনাফিক ও মুশরিকদের একটা শক্তিশালী অংশ বর্তমান, আশে-পাশের সব গোত্রই কুরাইশদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত আর ধর্মের দিক দিয়ে তাদের প্রতিই সহানুভূতিশীল এরূপ অবস্থায় কুরাইশ যদি মদীনার উপর আক্রমণ চালায় তাহলে অসম্ভব নয় যে, মুসলমান চিরতরে শেষ হয়ে যাবে। আর যদি তারা আক্রমণ না করে, বরং নিজেদের শক্তির বলে কেবল বাণিজ্য কাফেলাকেই বাঁচিয়ে নিয়ে যায়, আর মুসলমানরা দমে বসে থাকে, তা হলেও মুসলমানদের সুখ্যাতি ও প্রভাব নিঃশেষ হয়ে যাবে, আরবের প্রতিটি মানুষ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহসী হয়ে পড়বে; আর তার পর তাদের জন্যে আর কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না। আশে-পাশের সব গোত্রই কুরাইশদের ইশারায় কাজ করতে শুরু করবে। মদীনার ইয়াহুদী ও মুশরিক লোকেরা প্রকাশ্য বিরোধিতা করতে থাকবে। তখন এখানে জীবন-ধারণ করাও কঠিন হয়ে পড়বে। মুসলমাদের কেউ সমীহ করবেনা বলে তাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর ওপর হামলা করতেও কেউ ভয় পাবেনা। এই সব চিন্তা করে নবী করীম (সঃ) সংকল্প করলেন, যতখানি শক্তি লাভ করা এখন সম্ভব তার সব কিছু নিয়ে এখন বের হতে হবে এবং বাঁচবার যোগ্যতা কার আছে ও কার নেই, তা ময়দানেই ফয়সালা করতে হবে।

এই সিদ্ধান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের ইচ্ছায় তিনি আনসার ও মুহাজিরদের সভা আহবান করলেন এবং তাদের সামনে সমস্ত অবস্থা বিস্তারিত ভাবে পেশ করলেন। বললেন, একদিকে উত্তরে বাণিজ্য কাফেলা আছে ও অপরদিকে দক্ষিণ থেকে কুরাইশের সৈন্যবাহিনী আসছে। আল্লাহতা'আলার ওয়াদা রয়েছে, এদের মধ্যে কোন একটি তোমরা লাভ করবে। তোমরাই বল, তোমরা কোনটির সহিত মুকাবিলা করার জন্যে যেতে চাও? জবাবে বিপুল সংখ্যক লোক কাফেলার উপর হামলা করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিন্তু নবী করীম (সঃ) অন্য কিছু চিন্তা করছিলেন। এ কারণে তিনি প্রশ্নটি আবার পেশ করলেন। তখন মুহাজিরদের মধ্য হতে মিকদাদ ইবনে আমর উঠে বললেন।

-" হে আল্লাহর রসূল! আপনার রব যেদিকে যেতে আপনাকে আদেশ করেছেন, সেই দিকেই আপনি আমাদের নিয়ে যান। আমরা আপনার সংগেই রয়েছি যেদিকেই আপনি যাবেন। আমরা বনী ইসরাঈলের মতো বলব না- যেমন তারা মূসাকে বলেছিলঃ " তুমি আর তোমার রব যাও, লড়াই কর, আমরা তো এখানে বসে গেলাম। আমরা আপনার সাথে প্রাণ দিয়ে লড়ব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের একটা চোখও দেখতে পাবে।"

কিন্তু লড়াই সম্পর্কে কোন ফয়সালা আনসারদের মতামত না জেনে করা যায় না। কেননা এতদিন পর্যন্ত সামরিক ক্ষেত্রে তাদের কোন সাহায্য লওয়া হয়নি। ইসলামের সমর্থন করার যে ওয়াদা তারা প্রথম দিন করেছিল, তা তারা কতদূর পালন করতে প্রস্তুত, তার পরীক্ষার এটাই প্রথম সুযোগ। এ কারণে সরাসরি তাদের সম্বোধন না করে রসূল করীম (সঃ) প্রশ্নটি আবার পেশ করলেন। তখন সায়াদ ইবনে মুয়ায উঠলেন এবং বললেনঃ "সম্ভবতঃ রসূল (সঃ) আমাদের নিকটই প্রশ্নটি পেশ করেছেন?" তিনি বললেনঃ 'হ্যাঁ' তখন সায়াদ বললেনঃ

– " আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি, , আপনি যা নিয়ে এসেছেন, তা চিরন্তন সত্য। আপনার কথা শোনা ও মেনে নিতে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আপনার নিকট। অতএব হে আল্লাহর রসূল, আপনি যা কিছু ইচ্ছা করেছেন তা করুন। যে আল্লাহ্ আপনাকে মহাসত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ, আপনি যদি আমাদের নিয়ে সামনে সমুদ্রের নিকট পৌছান এবং আপনি তাতে ঝাপিয়ে পড়েন, তা হলে আমরাও আপনার সঙ্গে ঝাপিয়ে পড়ব এবং আমাদের একজনও পিছনে পড়ে থাকবে না। আপনি যদি কাল আমাদের নিয়ে দুশমনের মুকাবিলায় যান, তবে তা আমাদের জন্যে মোটেই দুঃসহ হবেনা। যুদ্ধে আমরা দৃঢ় ও অটল থাকব। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমরা সত্যনিষ্ঠা সহকারে প্রাণ উৎসর্গ করব। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ আমাদের দিয়ে আপনার এমন কিছু দেখিয়ে দেবেন, যা দেখতে পেয়ে আপনার চক্ষু খুশীতে শীতল হবে। কাজেই আল্লাহর বরকতের উপর নির্ভর করে আমাদের নিয়ে রওনা হন।"

এই সব ভাষণের পর ঠিক হল যে, বাণিজ্য কাফেলার পরিবর্তে শত্রু সৈন্যবাহিনীরই মুকাবিলা করতে হবে। কিন্তু এটা কোন সাধারণ সিদ্ধান্ত ছিলনা। এই কঠিন মুহূর্তে যারা লড়াই করতে প্রস্তুত হচ্ছিল তাদের সংখ্যা ছিল তিন শতের কিছু বেশী (৮৬ জন মুহাজির, আওস গোত্রের ৬১ জন এবং খাজরাজ গোত্রের ১৭০ জন) । এদের মধ্যে মাত্র দু-তিন জনের নিকট যুদ্ধের ঘোড়া ছিল। আর অবশিষ্ট লোকদের জন্যে ৭০টির বেশী উট ছিল না। ফলে এক একটি উটে তিন-তিন জন চার-চারজন অদল বদল করে সওয়ার হচ্ছিল। যুদ্ধের সরঞ্জামও ছিল একেবারে অকিঞ্চিত। শুধু ৬০ জনের নিকট লৌহ বর্ম ছিল। এই কারণে কয়েকজন প্রাণ উৎসর্গকারী মুজাহিদ ব্যতীত এই মারাত্মক অভিযানে গমনকারীর অধিকাংশ লোক সন্ত্রস্ত বোধ করছিল। তাদের মনে হল, তারা জেনে-বুঝে মৃত্যুর মুখে ঝাপ দিচ্ছে। কিছু সংখ্যাক সুবিধাবাদী লোক যদিও ঈমান এনেছিল কিন্তু জান-মালের ক্ষতি হতে পারে এমন ঈমানে তারা বিশ্বাসী ছিল না। তাদের কেউ কেউ এই অভিযানকে 'পাগলামী' আখ্যা দিতেও ত্রুটি করেনি। তাদের ধারণা ছিল যে, ধর্মীয় মানসিকতা এদের পাগল করে দিয়েছে। কিন্তু নবী এবং সত্যিকার ঈমানদার মুসলমান মনে করতেন, প্রাণ উৎসর্গ করার এটাই উপযুক্ত সময়। এ জন্যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তারা বেরিয়ে পড়ল। তারা সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কুরাইশ সৈন্যদের আগমনের পথে অগ্রসর হতে লাগলেন। অথচ প্রথমেই বাণিজ্য কাফেলা লুট করার উদ্দেশ্য থাকলে তাদের উত্তর-পশ্চিমে দিকেই অগ্রসর হওয়া উচিৎ ছিল।

১৭ই রমজান বদর নামক স্থানে উভয় পক্ষের মুকাবিলা হয়। যখন উভয় পক্ষ মুখোমুখী দাঁড়াল এবং নবী করীম (সঃ) লক্ষ্য করলেন যে, তিনজন কাফেরের মুকাবিলায় একজন মুসলমান তাও পুরামাত্রায় অস্ত্র সজ্জিত নহে, তখন তিনি আল্লাহর সামনে হাত তুললেন এবং ঐকান্তিক বিনয় ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আরজ করতে শুরু করলেঃ - "হে আল্লাহ, এ দিকে কুরাইশরা নিজেদের অহংকারের যাবতীয় উপকরণ নিয়ে উপস্থিত। এরা তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে এসেছে। হে আল্লাহ!

এখনই আসুক তোমার সেই মদদ, যার ওয়াদা তুমি আমার নিকট করেছিলে। হে আল্লাহ, আজ যদি এই মুষ্টিমেয় লোক ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে ভু-পৃষ্ঠে তোমার ইবাদতের আর কেঁউ থাকবে না।

এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সর্বাপেক্ষা কঠিন অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে মক্কার মুহাজিরগণ। কেননা তাদেরই আপন ভাই বন্ধুরা কাতারবন্দী হয়ে দাড়িয়েছিল এবং নিজ হাতেই নিজের প্রাণের টুকরাকে টুকরা টুকরা করতে হবে। এই মর্মান্তিক পরীক্ষায় কেবল তারাই উত্তীর্ণ হতে পারে, যারা বুঝে শুনে অন্তরের অন্তস্থল হতেই মহান সত্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল এবং যারা বাতিল এর সাথে সমস্ত সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন করতে প্রস্তুত হয়েছিল। অপরদিকে আনসারদের পরীক্ষার ও কম কঠিন ছিলনা। এতদিন পর্যন্ত আরবের সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী গোত্র কুরাইশ ও তার গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে নিজেদের জায়গায় আশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু এখন তো তারা ইসলামের সাহায্য সমর্থনে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ময়দানে নেমেছে। এর অর্থ এই ছিল যে, একটি ক্ষুদ্র জনপদ যার অধিবাসীদের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশী নয়- সমগ্র আরব শক্তির সঙ্গে লড়াই শুরু করেছে। এরূপ দুঃসাহস কেবল তারাই করতে পারে, যারা ঈমানের জন্য নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে কিছুমাত্র পরোয়া করে না। শেষ পর্যন্ত তাদের নিষ্ঠা ও সত্যতা আল্লাহর সাহায্য লাভে সক্ষম হয় এবং কোরাইশরা তাদের শক্তির বিপুল দম্ভ সত্ত্বেও সহায়-সম্বলহীন আত্মোৎসর্গীকৃত লোকদের হাতে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। তাদের ৭০ জন মুসলানদের হাতে বন্দী হয় এবং তাদের যাবতীয় যুদ্ধ-সরঞ্জাম গণীমতের মাল হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হয়। কুরাইশদের যে সব সরদার গোত্রপতি- যাদের গোত্রীয় সম্পদ ও গৌরব ছিল এবং যারা ইসলাম বিরোধী আন্দোলনে প্রবল প্রাণ শক্তির অধিকারী ছিল, তারা সকলেই এই যুদ্ধে শেষ হয়ে গেল। এই চুড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী বিজয়ে সমগ্র আরব দেশে ইসলামকে একটি উল্লেখ্য ও সমীহযোগ্য শক্তিতে পরিণত করল। এই প্রসংগে জনৈক পশ্চিমী লেখক লিখেছেনঃ "বদর যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম ছিল শুধু একটি ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ, আর বদর যুদ্ধের পরে তা রাষ্ট্রীয় ধর্ম বা স্বয়ং রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হল।"

আলোচ্য বিষয়

কুরআন মজীদের বর্তমান সূরায় এই ঐতিহাসিক মহাযুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার রাজা-বাদশারা যুদ্ধ বিজয়ের পর স্বীয় সৈন্য বাহিনী সম্পর্কে যেভাবে পর্যালোচনা সমালোচনা করে, এই পর্যালোচনা তা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। এতে প্রথমতঃ সেই দোষক্রটি গুলোর প্রতি অংগুলি সংকেত করা হয়েছে নৈতিকতার দিক দিয়ে যা এখনো মুসলমানদের মধ্যে অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল। এই পর্যালোচনায় তাদেরকে আরো অধিক পূর্ণত্ব লাভের জন্যে চেষ্টা করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

পরে এই বিজয়ে আল্লাহর রহমত কতটুকু শামিল ছিল তা চিন্তার আহবান জানানো হয়েছে। নাযিল হয়েছিল। যেন তারা নিজেদের সাহস-হিম্মত ও বাহাদূরীর ফল মনে করে অযথা গৌরবে স্ফীত হয়ে না ওঠে। বরং আল্লাহর উপর যেন অত্যাধিক তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতা করতে শেখে এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করার প্রয়োজনীয়তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এরপর যে উচ্চতর নৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য মুসলমানদেরকে হক ও বাতিলের এই প্রত্যক্ষ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নামানো হয়েছিল, তার বিশ্লেষণ করা হয়। যে সব নৈতিক গুণের কারণে তারা এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল, তারও আলোচনা করা হয়। মুশরিক, মুনাফিক ও ইয়াহুদী এবং যে সব লোক বন্দী

হয়ে এসেছিল.তাদেরকে সম্বোধন করে শিক্ষা প্রদ পন্থায় ও ধরণে কথা বলা হয়।

যুদ্ধে হস্তগত মাল-সামান সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে। এই প্রসংগে মুসলমানদের নসীহত করা হয়েছে যে, ও গুলিকে নিজস্ব মাল মনে করবে না, বরং আল্লাহর বলে মনে করবে। আল্লাহ এতে তাদের জন্য যে অংশ ঠিক করে দিবেন, শুকরিয়া জানিয়ে তা গ্রহণ করবে এবং যা আল্লাহ নিজের কাজের জন্য ও গরীব বান্দাদের সাহায্যার্থে নির্দিষ্ট করবেন, তা মনের সন্তোষ ও আগ্রহ সহকারেই দিয়ে দেবে।

যুদ্ধ ও সন্ধির আইন সংক্রান্ত কতকগুলি নৈতিক হেদায়াত দান করা হয়। ইসলামী আন্দোলনের এই পর্যায়ে প্রবেশ করার পর এই হেদায়াত দান ছিল অত্যন্ত জরুরী। যেন মুসলমানরা যুদ্ধ ও সন্ধির ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের সব নিয়ম-প্রথা পরিহার করে, দুনিয়ায় তাদের নৈতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্থাপিত হয় এবং ইসলাম প্রথম দিন হতেই নৈতিকতার উপর কর্মজীবন প্রতিষ্ঠিত করার যে দাওয়াত দিচ্ছে-বাস্তব কর্মজীবনে তার ব্যাখ্যা ও রূপ কি দাঁড়ায় তা যেন দুনিয়ার মানুষ স্পষ্ট দেখতে পায়। পরে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক আইনের কতকগুলি ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। এতে দারুল ইসলামের অধিবাসী মুসলমানদের আইনগত মর্যাদা তার বাইরের মুসলমানদের হতে পৃথক করে দেওয়া হয়।

اٰیَاتُهَا ٧٥ (٨) سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِیَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ١٠

১০ তার রুকূ (সংখ্যা) মাদানী আ'নফাল সূরা (৮) ৭৫ তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

یَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا

তোমরা অতএব ভয়কর | রসূলের (জন্যে) | ও | আল্লাহর জন্য | যুদ্ধলব্ধমাল | বল | যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ | সম্পর্কে | তোমাকে তারা জিজ্ঞাসা করে

اللّٰهَ وَ اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَیْنِكُمْ وَ اَطِیْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗۤ

তাঁর রসূলের | ও | আল্লাহর | তোমরা আনুগত্যকর | এবং | তোমাদের মধ্যকার | অবস্থা | তোমরা সংশোধনকর | ও | আল্লাহকে

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ① اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ اِذَا ذُكِرَ

স্মরণ করাহয় | (এমনযে) যখন | (তারাই) যারা | ঈমানদার | প্রকৃতপক্ষে | ঈমানদার | তোমরা হও | যদি

اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ اٰیٰتُهٗ زَادَتْهُمْ

তাদের বৃদ্ধিপায় | তাঁরআয়াত গুলো | তাদের নিকট | পাঠকরা হয় যখন | এবং | তাদের অন্তরগুলো | কেঁপে উঠে | আল্লাহর

اِیْمَانًا وَّ عَلٰی رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُوْنَ ②

তারা ভরষা করে | তাদের রবের | উপর | ও | ঈমান

১. তোমার নিকট গণীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে[১]? বলঃ "এই গণীমতের মাল তো আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের! অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্কে সঠিক রূপে গড়ে নাও। আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক[২]।" ২. প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই, যাদের দিল আল্লাহর স্মরণের-কালে কেঁপে উঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের আল্লাহর উপর আস্থা এবং নির্ভরতা রাখে।

১.'আনফাল' হচ্ছে নফল'-এর বহুবচন। আরবী ভাষায় আবশ্যিক ও 'হক' এর অতিরিক্ত জিনিসকে নফল বলে। অধীনস্তের পক্ষ থেকে 'নফল' হচ্ছে সেই ঐচ্ছিক খেদমত- যা একজন বান্দা তার প্রভুর জন্য সন্তোষের সংগে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তার নির্ধারিত কর্তব্য অপেক্ষা অতিরিক্ত করে- যথা নামায। এবং প্রভুর পক্ষে নফল হচ্ছে ঃ যে দান বা পুরস্কার প্রভুর ভক্তকে তার প্রাপ্য 'হক' অপেক্ষা অতিরিক্ত করে। এখানে 'আনফাল' অর্থ সেই যুদ্ধলব্ধ মাল, যা মুসলমানরা বদর যুদ্ধে লাভ করেছিল। "এ মাল তোমাদের উপার্জনের ফল নয়, বরং এ হচ্ছে আল্লাহতা'আলার অতিরিক্ত অনুগ্রহ ও পুরস্কার যা তিনি তোমাদের দান করেছেন"- এ কথা মুসলমানদের অন্তরে ভালভাবে বুঝবার জন্য এ মালকে 'আনফাল' বলা হয়েছে।.২. এ কথা বলার কারণ, এই মাল বন্টন সম্পর্কে কোন হুকুম আসার পূর্বে মুসলমানদের বিভিন্ন গোষ্ঠি তাদের নিজ নিজ অংশের জন্য দাবী উপস্থাপন করতে শুরু করেছিল।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣

তারা খরচ করে | তাদের আমরা রিযক দিয়েছি | (তা)হতে যা | ও | নামাজ | কায়েম করে | যারা

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

তাদের রবের | কাছে | মর্যাদাসমূহ | তাদেরজন্যে (রয়েছে) | প্রকৃত | ঈমানদার | তারাই | ঐসব(লোক)

وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٤ كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ

থেকে | তোমার রব | তোমাকে বের করেছিলেন | যেমন | সম্মানজনক | রিযিক | ও | ক্ষমা | ও

بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ص وَ اِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۝٥

অবশ্যই অপছন্দ কারী | মু'মিনদের | মধ্যহতে (ছিল।) | একদল | নিশ্চয়ই | এবং | ন্যায়ভাবে | তোমার ঘর

يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ

তারা চালিত হচ্ছে | যেন | সুস্পষ্ট হওয়ার | তা | পরেও | সত্যের | ব্যাপারে | তোমারসাথে তারা বিতর্ক করে

اِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝٦ وَ اِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ

আল্লাহ | তোমাদের ওয়াদা দিয়েছিলেন | যখন | এবং | প্রতক্ষ করছে (মৃত্যু) | তারা | এ অবস্থা (যেন) | মৃত্যুর | দিকে

اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ

তোমাদের জন্য | তা যে (আওতাধীন হবে) | দুইদলের (মধ্যে) | একটির

৩. তারা নামায কায়েম করে আর যা কিছু আমরা তাদেরকে দিয়েছি তা হতে (আমাদের পথে) খরচ করে। ৪. এই লোকেরাই সত্যিকার মু'মিন। তাদের জন্য তাদের রবের নিকট খুবই উচ্চ মর্যাদা রয়েছে; আছে অপরাধের ক্ষমা ও অতি উত্তম রেযেক। ৫. (এই গণীমতের মালের ব্যাপারে সে রকম অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিল তখন, যখন) তোমার আল্লাহ তোমাকে সত্য সহকারে তোমার ঘর হতে বের করে এনেছিলেন এবং মু'মিনদের একটি দলের নিকট এ ছিল খুবই দুঃসহ। ৬. তারা এই সত্যের ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করতেছিল। অথচ তা পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছেল। তাদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা যেন দেখে দেখে মৃত্যুর দিকে তাড়িত হতেছিল।৭. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহ তোমার নিকট ওয়াদা করেছিলেন যে দুইটি দলের মধ্যে একটি তোমরা পাবে[৩]।

৩. অর্থাৎ কোরেশদের ব্যবসায়ী দল যা সিরিয়ার দিক হতে আসছিল, বা কোরেশদের সেনাবাহিনী যা মক্কা থেকে আসছিল।

وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَ يُرِيْدُ

চান কিন্তু তোমাদের তা হবে অস্ত্রধারী (দলটি) নয় যে(ব্যবসায়ী তোমরা অথচ
জন্যে (সংঘর্ষশীল) দলটি) চেয়েছিলে

اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝٧

কাফেরদের জড় কাটবেন এবং তাঁর বাণীসমূহ সত্যকে সত্যে পরিণত আল্লাহ
দিয়ে করতে

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝٨

অপরাধীরা অপছন্দ যদিও এবং বাতিলকে বাতিলে ও সত্যকে সত্যে পরিণত
করে (তা) পরিণত করেন করেন যেন

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ

তোমাদের (এভাবে)যে তোমাদের তিনি তখন তোমাদের তোমরা সাহায্য (স্মরণকর)
সাহায্য করছি আমি ডাকে সাড়াদিলেন রবের কাছে চেয়েছিলে যখন

بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۝٩ وَ مَا جَعَلَهُ اللّٰهُ

আল্লাহ তা না এবং ধারাবাহিক ভাবে ফেরেশতাদের মধ্যহতে
করেছিলেন আগত

اِلَّا بُشْرٰى وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَ مَا النَّصْرُ اِلَّا

এছাড়া সাহায্য না এবং তোমাদের তা প্রশান্ত হয় যেন এবং সুসংবাদ এছাড়া
(আসে) অন্তরসমূহ দিয়ে হিসেবে

مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝١٠

মহাবিজ্ঞ পরাক্রমশালী আল্লাহ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট হতে

ع ١٠ ١٥

তোমরা চেয়েছিলে যে দুর্বল দলটি তোমরা পাবে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এই ছিল যে, তিনি তাঁর বাণীসমূহের দিয়ে সত্যকে সত্যরূপে প্রতিভাত করে দেখাবেন, এবং কাফেরদের শিকড় কেটে দিবেন, ৮. যেন সত্য সত্য হয়ে ভেসে উঠে ও বাতিল বাতিল প্রমাণিত হয়; পাপী লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন। ৯. আর সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফরিয়াদ করছিলে। উত্তরে তিনি বলবেন যে, আমি তোমাদের সাহায্যে পরপর একহাজার ফেরেশতা পাঠাচ্ছি। ১০. এই কথা আল্লাহ তোমাদের কেবল মাত্র এই জন্য বললেন, যেন সুসংবাদ পাও এবং তোমাদের দিল নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত হয়। নতুবা সাহায্য যখনই হয় আল্লাহর নিকট হতেই হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল ক্ষমতাশালী ও অতিশয় বিজ্ঞ।

রুকু-০২ ১১. আর সেই সময়ের কথাও (স্মরন কর), যখন আল্লাহতা'আলা নিজের তরফ হতে তন্দ্রার আকারে তোমাদের উপর শান্তি ও নিশ্চন্ততার অবস্থা সৃষ্টি করতেছিলেন[৪]। এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেছিলেন এই জন্য যে, তিনি তোমাদের পবিত্র করবেন এবং শয়তানের নিক্ষিপ্ত ময়লা ও অপবিত্রতা তোমাদের হতে দূর করবেন; এবং তোমাদের সাহস বৃদ্ধি করবেন। আর এর সাহায্যে তোমাদের দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন। ১২. আর সেই সময়ের কথাও, যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদের প্রতি ইশারা করে বলতেছিলেনঃ "আমি তোমাদের সংগেই রয়েছি, তোমরা ঈমানদারদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাখ, আমি এখনই এই কাফেরদের দিলে ভীতির উদ্রেক করে দিচ্ছি। অতএব তোমরা তাদের ঘাড়ের উপর আঘাত হান এবং জোড়ায় জোড়ায় আঘাত লাগাও[৫]"

৪. ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের এই একই প্রকারের অভিজ্ঞতা ঘটেছিল, সূরা আল-ইমরানে ৫৪ আয়াতে তা উল্লেখিত হয়েছে। ৫. বদর যুদ্ধের যে ঘটনাগুলিকে এ পর্যন্ত এক এক করে স্মরণ করানো হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে- 'আনফাল' শব্দটির তাৎপর্য পরিস্ফুট করা। প্রথমে এরশাদ করা হয়েছে যে এই যুদ্ধলব্ধ ধনকে নিজেদের প্রাণপাতের ফল মনে করে এর মালিক ও মোখতার হয়ে বসছো কি?- এতো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতা'আলার অনুগ্রহের দান, এবং দানকারী প্রভু নিজেই এর মালিক ও মোখতার। এখন এর প্রমাণস্বরূপ এই ঘটনাগুলো এক এক করে উল্লেখ করা হয়েছে যে তোমরা নিজেরাই হিসাব করে বোঝ- এই বিজয়ে তোমাদের নিজেদের প্রাণপাত, সাহসিকতা ও বীরত্বের কতটুকু অংশ ছিল এবং আল্লাহতা'আলার অনুগ্রহদানের কতটা অংশ। সুতরাং কিভাবে এখন বন্টন করা হবে তা ঠিক করা তোমাদের কাজ নয়, সে কাজ হচ্ছে আল্লাহতা'আলার।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ۚ وَ مَنْ يُّشَاقِقِ

বিরোধীতা করে | যে | এবং | তাঁর রসূলের | ও | আল্লাহর | তারা বিরোধিতা করেছিল | এজন্যে যে | এটা

اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾ ذٰلِكُمْ

তোমাদের এটাই(শাস্তি) | দন্ডদানে | কঠোর | আল্লাহ | সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই | তাঁর রসূলের | ও | আল্লাহর

فَذُوْقُوْهُ وَ اَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾ يٰۤاَيُّهَا

ওহে | আগুনের | শাস্তি | কাফেরদের জন্যে(রয়েছে) | বাস্তবিকই এবং | তার তোমরা এখন স্বাদ নাও

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا

(সৈন্য) বাহিনী হিসেবে | কুফরী করেছে | (তাদের) যারা | তোমরা সম্মুখীন হও | যখন | ঈমান এনেছ | যারা

فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَ مَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ

তাবপৃষ্ঠ | সেদিন | তাদের দিকে ফিরাবে | যে | এবং | পৃষ্ঠসমূহকে | তাদেরদিকে ফিরাবে | তখন না

اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ

সে পরিবেষ্টিত হবে | তাহলে নিশ্চয়ই | অপর দলের | সাথে | মিলিত হওয়ার (জন্যে) | অথবা | যুদ্ধের জন্যে | কৌশল গ্রহণ (হিসেবে) | এছাড়া যে

بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ مَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۚ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦﴾

গন্তব্য স্থল | কত নিকৃষ্ট | এবং (তা) | জাহান্নাম | তার আশ্রয়স্থল (হবে) | এবং | আল্লাহর | পক্ষ হতে | গজব দিয়ে

---

১৩. এটা এজন্যে কর যে, তারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সাথে মুকাবিলা করেছে। আর যারাই আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সাথে মুকাবিলা করবে, আল্লাহ তাদের জন্য বড়ই কঠোর– ১৪. এই[৬] তোমাদের শাস্তি ; এখন এর স্বাদ গ্রহণ কর। তোমাদের জানা উচিত যে মহান সত্যকে অস্বীকার-অমান্যকারীদের জন্য দোযখের আযাব রয়েছে। ১৫. হে ঈমানদার লোকেরা,তোমরা যখন এক সৈন্য-বাহিনীরূপে কাফেরদের মুখোমুখি হও তখন তাদের মোকাবেলা করা হতে কখনো পিছপা হবে না। ১৬. এরূপ অবস্থায় যে লোক পিছে ফেরে- যুদ্ধ কৌশল হিসেবে কিংবা অপর বাহিনীর সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে, তা হলে অন্য কথা– সে নিশ্চয়ই আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হবে। জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা, আর তা বড়ই খারাব গন্তব্যস্থল।

---

৬. এই বাক্যাংশ কোরেশী কাফেরদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যারা বদরে পরাজিত হয়েছিল।।

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ

আসলে তোমরা হত্যা করনাই তাদেরকে কিন্তু আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন এবং না তুমি নিক্ষেপ করেছিলে(কংকর)

اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ

যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে কিন্তু আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন এবং পরীক্ষার করার জন্যে মু'মিনদেরকে তাহতে

بَلَآءً حَسَنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۷﴾ ذٰلِكُمْ وَ

পরীক্ষা উত্তম নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন সবকিছু জানেন এ(আচারণ) আর তোমাদের(সাথে)

اَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۸﴾ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا

(কাফেরদের সাথে এরূপ)যে আল্লাহই দুর্বলকারী কৌশল কাফেরদের (হে কাফেররা) যদি তোমরা ফয়সালা চাও

فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

তবে নিশ্চয়ই এসেছে তোমাদের ফয়সালা এবং যদি তোমরা বিরতহও তা তবে উত্তম তোমাদের জন্যে

وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ

এবং যদি তোমরা পুনরাবৃত্তি কর পুনরাবৃত্তি করব আমরা এবং কক্ষণ না কাজে আসেবে তোমাদের জন্যে তোমাদের দল-বল

شَيْـًٔا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۹﴾ ع

কিছুমাত্রই আর যদি অধিকও হয় (তবুও) এবং (জেনেরেখ) যে আল্লাহ সাথে (আছেন) মু'মিনদের

১৭. অতএব সত্য কথা এই যে, তোমরা তাদের হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন। আর তুমি নিক্ষেপ করনিঃ বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন[৭]। (আর এই কাজে মু'মিনদের হাত ব্যবহার করা হয়েছে) এই জন্য যে, আল্লাহতা'আলা মু'মিনদেরকে এক সুন্দরতম পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন। ১৮. এ তো তোমাদের সাথের ব্যাপার। কাফেরদের সাথে আচরণ এরূপ যে, আল্লাহ কাফেরদের অপকৌশলসমূহ বলহীন করবেন। ১৯. (এই কাফেরদের বল)ঃ "তোমরা যদি ফয়সালা চাও, তবে গ্রহণ কর; ফয়সালা তোমাদের সামনে এসেছে[৮], আর যদি বিরত হও। এটা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর। অন্যথায় সেই নির্বুদ্ধিতারই পুনরাবৃত্তি করলে আমরাও সেই শাস্তিরই পুনরাবৃত্তি করব। আর তোমাদের বাহিনী যত বেশীই হোকনা কেন, তোমাদের কোন কাজে আসতে পারবে না। আল্লাহ তো ঈমানদার লোকেদের সাথে রয়েছেন।"

৭. বদর যুদ্ধে যখন মুসলমান ও কাফেররা পরস্পরের সম্মুখীন হলো ও সাধারণ ঘাত-প্রত্যাঘাতের সময় এলো তখন নবী করীম (সঃ) এক মুষ্টি বালু হাতে নিয়ে কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করেন এবং সংগে সংগে তাঁর আদেশে মুসলমানরা কাফেরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখানে এই ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ হাত তো ছিল রসুলুল্লাহর কিন্তু আঘাত ছিল আল্লাহর পক্ষথেকে। ৮. মক্কা থেকে যাত্রা করার সময় মুশরেকরা কাবার পর্দা ধরে প্রার্থনা করেছিল- 'আল্লাহ'! দুই দলের মধ্যে উত্তম দলকে তুমি বিজয় দান কর।"

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ

এবং তাঁর রসূলের ও আল্লাহর তোমরা আনুগত্য কর ঈমান এনেছ যারা ওহে

لَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَ لَا تَكُوْنُوْا

তোমরা হয়ো না এবং শ্রবণকরছ তোমরা যখন তাহতে তোমরা মুখ ফিরাবে না

كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ هُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢١﴾ اِنَّ شَرَّ

নিকৃষ্ট নিশ্চয়ই শ্রবন করে না তারা অথচ আমরা শুনলাম বলেছিল (তাদের) মত যারা

الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٢٢﴾

বুদ্ধি কাজে লাগায় না যারা বোবা (এসব) বধির আল্লাহর কাছে জীবগুলোর (মধ্যে)

وَ لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ؕ وَ لَوْ اَسْمَعَهُمْ

তাদের শুনাতেনও যদি এবং তাদের শুনাতেন অবশ্যই কোন কল্যাণ তাদের মধ্যে (রয়েছে) আল্লাহ জানতেন যদি এবং

لَتَوَلَّوْا وَّ هُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا

তোমরা সাড়া দাও ঈমান এনেছে যারা ওহে উপেক্ষা করতো তারা ও তারা অবশ্যাই মুখ ফিরাত

لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَ اعْلَمُوْٓا

তোমরা জেনেরাখ এবং তোমাদেরকে জীবনদান করবে (তাই) যা তোমাদেরকে তিনি ডাকেন যখন রসূলের (ডাকে) ও আল্লাহর

اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهٖ وَ اَنَّهٗٓ اِلَيْهِ

তাঁরই দিকে (এও) যে এবং তার অন্তরের ও ব্যক্তি মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন আল্লাহ যে

تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

তোমাদের একত্রিত করা হবে

রুকু-০৩ ২০. হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, এবং আদেশ শুনার পর তা অমান্য করোনা। ২১. তাদের মত হয়ো না, যারা বলেছিলঃ আমরা শুনলাম কিন্তু আসলে তারা শোনেনা। ২২. নিশ্চিতই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান— বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না। ২৩. আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কোনরূপ কল্যাণ নিহিত আছে, তবে তিনি অবশ্যই তাদেরকে শুনার তওফীক দিতেন (কিন্তু এই কল্যাণ ব্যতীত) তিনি যদি তাদেরকে শুনতে দিতেন, তবে তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চলে যেত। ২৪. হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও। যখন রসূল তোমদেরকে ডাকেন সেই জিনিসের দিকে যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ ব্যক্তি ও তার দিলের মাঝখানে অন্তরায় এবং তাঁরই দিকেই তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَ اَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَ

ও তাঁর সাহায্য দিয়ে তোমাদের শক্তিশালী করেন ও তোমাদেরকে তখন তিনি আশ্রয়দেন লোকেরা তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে যে

رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

যারা ওহে শোকর কর তোমরা যাতে পবিত্র জিনিস গুলো হতে তোমাদেরকে রিযিকদেন

اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ

তোমাদের আমানতসমূহের তোমরা বিশ্বাস ভঙ্গ করো (না) এবং রসূলের ও আল্লাহর তোমরা বিশ্বাস ভঙ্গকরো না ঈমান এনেছ

وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

জান তোমরা যখন

---

২৫. এবং দূরে থাক সেই ফেতনা হতে, যার অশুভ পরিণাম বিশেষভাবে কেবল সেই লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তোমাদের মধ্যে যারা গুনাহ করেছে[৯]। আর জেনে রাখ, আল্লাহ বড় কঠোর শাস্তিদানকারী। ২৬. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন তোমরা ছিলে খুবই অল্প সংখ্যক, যমীনে তোমাদেরকে প্রভাব প্রতিপত্তিহীন মনে করা হতো। তোমরা ভয় করছিলে যে, লোকেরা তোমাদের না নিশ্চিহ্ন করে দেয়! পরে আল্লাহ তোমাদেরকে আশ্রয়স্থল জোগাড় করে দিলেন, নিজের দেওয়া সাহায্য দিয়ে তোমাদের হাতকে মজবুত করে দিলেন এবং তোমাদেরকে উত্তম রেযেক দান করিলেন, যাতে তোমরা শোকর কর।২৭. হে ঈমানদান লোকেরা, জেনে শুনে তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাস ভংগ করো না। নিজেদের আমানতের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্রয় দিওনা[১০]।

---

৯. এর অর্থ হচ্ছে- সেই সামগ্রিক ফেতনা যা মহামারীর ন্যায় ব্যাপক ধ্বস নিয়ে আসে যাতে মাত্র পাপী লোকেরা গ্রেফতার হয় না, বরং তারাও মারা পড়ে যারা সেই পাপী সমাজ- পরিবেশে বাস করাকে নিজেদের জন্য সহনীয় করে নেয়। ১০. নিজেদের 'আমানত সমূহ' বলতে সেই সমস্ত দায়িত্ব বুঝাচ্ছে, যা- কারুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে সোপর্দ করা হয় তা- সেগুলি প্রতিজ্ঞা পালনের দায়িত্ব হতে পারে, দলগত প্রতিশ্রুতি হতে পারে বা দলের গুপ্ত ব্যাপার হতে পারে বা ব্যাক্তিগত ও দলগত ধন-সম্পদ, বা কোন পদের দায়িত্বও হতে পারে যা কারো প্রতি আস্থা স্থাপন করে তাকে অর্পন করা হয়।

২৮. আর জেনে রেখো, তোমাদের মাল ও তোমাদের সন্তান প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র। আল্লাহর নিকট প্রতিফল দানের জন্য অনেক কিছুই রয়েছে। রুকু-০৪ ২৯. হে ঈমানদার লোকেরা তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন কর, তা হলে আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায় অন্যায় পার্থক্যের কষ্টিপাথর দান করবেন[১১], তোমাদের দোষ-ত্রুটি তোমাদের হতে দূর করে দিবেন, আর তোমাদের অপরাধ মাফ করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল। ৩০. সেই সময়ও স্মরণীয়, যখন সত্যের অমান্যকারীরা তোমার বিরুদ্ধে নানা কৌশল চিন্তা করছিল যে, তোমাকে বন্দী করবে কিংবা হত্যা করবে, অথবা দেশ হতে নির্বাসিত করবে[১২]। তারা নিজেদের ষড়যন্ত্রের চাল চেলেছিল, আর আল্লাহ তাঁর নিজের চাল চেলেছিলেন; অবশ্যই আল্লাহর চাল সবচেয়ে বড়।

১১. কষ্টিপাথর সেই জিনিসকে বলে যা খাঁটি ও অখাঁটির পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করে। 'ফোরকান' -এর অর্থও তাই। এজন্য আমি 'ফোরকান' এর অনুবাদ করেছি কষ্টিপাথর। আল্লাহতা'আলার এরশাদের তাৎপর্য হচ্ছেঃ যদি তুমি পৃথিবীতে আল্লাহকে ভয় করে কাজ কর তবে আল্লাহতা'আলা তোমরা মধ্যে সেই পার্থক্য করার বোধ শক্তি সৃষ্টি করে দেবেন যা দিয়ে পদে পদে তুমি নিজেই এটা জানতে ও বুঝতে পারবে যে কোন কাজ সঠিক ও কোনটি ভুল, কোন পথ সত্য ও আল্লাহর দিকে গিয়েছে এবং কোন পথ মিথ্যা এবং শয়তানের সংগে মিলিত হয়েছে। ১২. এখানে সেই সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যখন কোরেশদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে মোহাম্মদ (সঃ)ও এবার মদীনায় চলে যাবেন । সেই সময়ে তারা নিজেদের মধ্যে বালাবলি করতে শুরু করে যে যদি এ ব্যক্তি মক্কা হতে সরে পড়ে তবে বিপদ আমাদের আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে। সুতরাং তারা তাঁর সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে একটি বৈঠক আহ্বান করে কিভাবে এই বিপদাশংকা দূর করা যেতে পারে সে বিষয়ে পারস্পরিক পরামর্শ করলো।

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ

ইচ্ছে করি যদি আমরা নিশ্চয়ই তারা আমাদের তাদের পাঠকরা যখন এবং
আমরা শুনলাম বলে আয়াতগুলো নিকট হয়

لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣١﴾

পূর্বকালের উপকথাগুলো এছাড়া এটা নয় এই মত আমরা অবশ্যই
লোকদের (আয়াতগুলোর) বলতে পারি

وَ اِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ

তোমার হতে সত্য সেই এটা হয় যদি হে তারা (স্মরণকর) এবং
নিকট আল্লাহ বলেছিল যখন

فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ

আযাবকে আমাদের অথবা আকাশ হতে পাথর আমাদের তবে
উপর আন উপর বর্ষণকর

اَلِيْمٍ ﴿٣٢﴾ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ ؕ وَ

এবং তাদের মধ্যে তুমি যখন তাদেরকে আল্লাহ হয় না এবং মর্মন্তুদ
(উপস্থিত আছে) আযাব দিবেন (এমন যে)

مَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَ مَا

কি এবং ক্ষমা চাচ্ছে তারা অথচ তাদেরকে আল্লাহ হয় না
(রয়েছে) (এখন এমন) আযাবদানকারী (এমনও যে)

لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَ هُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ

হতে (পথ) রোধ করছে তারা আর আল্লাহ তাদের আযাব যে তাদের
(যখন তুমি নাই) দিবেন না জন্য

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ

তার তত্ত্বাবধায়ক তারা হল না অথচ হারাম মসজিদুল

---

৩১. তাদেরকে যখন আমাদের আয়াত শোনান হত, তখন তারা বলত, "হ্যাঁ, আমরা শুনেছি। আমরা ইচ্ছা করলে এরূপ কথা আমরাও বলতে পারি; এতো সেই পুরাতন কাহিনী যা পূর্ব হতেই লোকেরা বলে আসছে"। ৩২. তারা যে কথা বলেছিল তাও স্মরণ আছে যে, "হে আমার রব এ যদি বাস্তবিকই সত্য হয়ে থাকে, আর তোমার নিকট হতেই এসে থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষাও, কিংবা কোন কঠিন পীড়াদায়ক আযাব আমাদের উপর নিয়ে আস।" ৩৩. তখন তো আল্লাহ তাদের উপর আযাব নাযিল করতে চাননি, যখন তুমি তাদের মধ্যে বর্তমান ছিলে। আর আল্লাহর এও নিয়ম নয় যে, লোকেরা ক্ষমা চাইবে, আর আল্লাহ তাদের উপর আযাব দিবেন। ৩৪. কিন্তু এখন তিনি তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না কেন, যখন তারা মসজিদুল হারাম-এর পথ রোধ করছে? অথচ তারা এর বৈধ 'তত্ত্বাবধায়ক' নয়।

إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

না তাদের অধিকাংশ কিন্তু (যারা) মুত্তাকী এছাড়া তার তত্ত্বাবধায়ক (প্রকৃতপক্ষে) না

يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً

শিস দেওয়া এছাড়া (কাবা) ঘরের কাছে তাদের নামাজ নয় এবং জানে

وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

তোমরা কুফরী করতেছিলে যা একারণে আযাবের তোমরা স্বাদনাও অতএব করতালি বাজান ও

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ لِيَصُدُّوا۟ عَن

হতে বাধা দেওয়ার জন্যে তাদের সম্পদসমূহকে তারা খরচ করে কুফরী করেছে যারা নিশ্চয়ই

سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً

আফসোস তাদের উপর হবে এরপর তা তারা অতঃপর খরচ করতে থাকবে আল্লাহর পথ

ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

তাদের একত্রিত করা হবে জাহান্নামের দিকে কুফরী করেছে যারা এবং তাদের পড়াভূত করা হবে এরপর

لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ

অপবিত্রতাকে রাখবেন ও পবিত্রতা (অর্থাৎ মুমিনদের) হতে অপবিত্রতাকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) আল্লাহ পৃথক করেন যেন

بَعْضَهُۥ عَلَىٰ بَعْضٍ

অন্যের উপর তার একে

তার বৈধ মুতাওয়াল্লী তো কেবল মুত্তাকী লোকেরা হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ লোক এই কথা জানেনা। ৩৫. আল্লাহর ঘরের নিকট তারা কি বা নামায পড়ে? তারাঁ তো শুধু শিসদেয় ও তালি পিটায়। কাজেই এখন আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর তোমাদের অস্বীকৃতি ও অমান্যের ফল স্বরূপ, যা তোমরা করছিলে। ৩৬. যে সব লোক পরম সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করার কাজে ব্যয় করে, আরো ভবিষ্যতে খরচ করতে থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সব চেষ্টাই তাদের পক্ষে দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে। পরে তারা পরাজিতও হবে, আর পরে এই কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে পরিবেষ্টিত করে নিয়ে যাওয়া হবে। ৩৭. বস্তুতঃ আল্লাহ অপবিত্রতা হতে পবিত্রতাকে বেছে নিয়ে আলাদা করবেন, এবং সব রকমের অপবিত্রতাকে মিলিয়ে একত্রিত করবেন।

পরে তাদেরকে জমা করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। মূলতঃ এই লোকেরাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। **রুকু-৫** ৩৮. হে নবী, এই কাফেরদের বল, এখনো যদি তারা ফিরে আসে তাহলে পূর্বে যা কিছু হয়েছে তা মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু তারা যদি পূর্বের সেই নীতি অনুসরণ করেই চলতে থাকে, তবে অতীত জাতিসমূহের যে পরিণতি হয়েছে, তা সকলেরই জানা আছে। ৩৯. হে ঈমানদার লোকেরা, এই কাফেরদের সাথে লড়াই কর, যেন শেষ পর্যন্ত ফেতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরাপুরিভাবে আল্লাহরই জন্য হয়ে যায়। পরে তারা যদি ফেতনা হতে বিরত থাকে, তবে তাদের আমল আল্লাহই দেখবেন। ৪০. আর তারা যদি না-ই মানে তবে জেনে রাখ আল্লাহই তোমাদের সর্বোত্তম অভিভাবক; তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

৪১. আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমরা যে গণীমতের মাল লাভ করেছ [১৩] তার এক-পঞ্চম অংশ আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও পথিক-মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট; যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহর প্রতি, আর সেই জিনিসের প্রতি যা ফয়সালার দিন -অর্থাৎ উভয় সৈন্যবাহিনীর সম্মুখ-যুদ্ধের দিন আমরা আমাদের বান্দার প্রতি নাযিল করেছিলাম[১৪] (তাই এই অংশ খুশীর সংগে আদায় কর।) আল্লাহ সব জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। ৪২. স্মরণকর সেই সময়, যখন তোমরা প্রান্তরের এই দিকে ছিলে। আর তারা অপর দিকে শিবির রচনা করেছিল, এবং কাফেলা তোমাদের নিম্নস্থলে তীরের দিকে অবস্থিত ছিল। যদি পূর্ব হতেই তোমাদের ও তাদের মধ্য প্রত্যক্ষ যুদ্ধ অবধারিত হয়ে থাকত, তাহলে এই সময় তোমরা অবশ্যই পাশ কাটিয়ে চলে যেতে।

১৩. এখানে সেই যুদ্ধ-লব্ধ ধন বন্টনের বিধি জানানো হয়েছে। ভাষণের সূচনাতে বলা হয়েছিল যে- এটা আল্লাহতা'আলার অনুগ্রহের দান ও সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার অধিকার হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের। এখন সেই সিদ্ধান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। ১৪. অর্থাৎ সেই সহায়তা-সাহায্য যার বদৌলতে তোমরা বিজয় লাভ করতে পেরেছ এবং যার বদৌলতে তোমাদের এই মালে-গণীমত লাভ হয়েছে।

কিন্তু যা কিছু ঘটেছে, তা এ জন্য যে, আল্লাহ যে বিষয়ের ফয়সালা করেছিলেন তা তিনি প্রকাশ করবেন-ই, যেন যাকে ধ্বংস হতে হবে সে যেন স্পষ্ট যুক্তির আলোকে ধ্বংস হয়, আর যাকে জীবিত থাকতে হবে, সেও যেন স্পষ্ট যুক্তির ভিত্তিতে জীবিত থাকে[১৪-ক]। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন। ৪৩. আর স্মরণ কর সেই সময়ের কথা হে নবী, যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে তাদেরকে অল্প সংখ্যক দেখালেন, [১৫] তিনি যদি তোমাকে তাদের সংখ্যা অধিক দেখাতেন তা হলে তোমরা অবশ্যই সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে ঝগড়া শুরু করে দিতে। কিন্তু আল্লাহই তা হতে তোমাদের রক্ষা করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি মনের অবস্থা ভালভাবে জানেন।

১৪. ক) অর্থাৎ যে জীবিত থাকল, তার জীবিত থাকারই হক ছিল। আর যে ধ্বংস হল সে ধ্বংস হওয়ারই যোগ্য ছিল। এখানে ইসলাম টিকে থাকা ও জাহেলিয়াত ধ্বংস হওয়ার যথার্থতার কথাই বলা হয়েছে। ১৫. এ হচ্ছে সেই সময়ের কথা, যখন নবী করীম (সঃ) মুসলমানদের সংগে নিয়ে মদীনা থেকে চলে যাচ্ছিলেন বা পথে কোন স্থানে ছিলেন; এবং কাফেরদের সেনা সংখ্যা প্রকৃত কত ছিল তা সঠিক জানা যায়নি। এ সময়ে হুযুর (সঃ) স্বপ্নে এ সৈন্যদলকে দেখেছিলেন এবং যে দৃশ্য তাঁর সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল তা থেকে তিনি অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, শত্রু সংখ্যা খুব কিছু বেশী হবে না।

৪৪. আরো স্মরণ কর, যখন সম্মুখ যুদ্ধের সময় আল্লাহতা'আলা তোমাদের দৃষ্টিতে শত্রু সৈন্যকে অল্প সংখ্যক দেখালেন এবং তাদের চোখে তোমাদেরকে কম দেখালেন, যেন যা অবধারিত তা প্রকাশ হতে পারে। আর শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। **রুকু**-৬ ৪৫. হে ঈমানদার লোকেরা, কোন বাহিনীর সাথে যখন তোমাদের প্রত্যক্ষ মুকাবিলা হয়, তখন যেন দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাক এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর। আশা আছে যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। ৪৬. আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করোনা। অন্যথায় তোমাদের মধ্যে দূর্বলতার সৃষ্টির হবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে। ধৈর্যের সাথে সব কাজ আনজাম দিবে[১৬]। নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সংগে রয়েছেন।

১৬. অর্থাৎ নিজেদের আবেগ ও বাসনা-কামনাকে সংযত করে রাখো। তাড়াহুড়া, বিহবলতা, সন্ত্রস্ততা, নিরাশা, লোভ ও অসমীচীন উদ্দীপনা ও আবেগ থেকে বাঁচো। ঠান্ডা হৃদয়ে ও বিচার-বিবেচনাসহ সিদ্ধান্ত করার শক্তি নিয়ে কাজ কর। আপদ-বিপদ সামনে এলে তোমাদের যেন পদস্খলন না হয়। উত্তেজনার মুহূর্ত সামনে এলে ক্রোধের প্রকোপে কোন অনুচিত কাজ যেন তোমার দিয়ে না ঘটে। দুঃখ-মুসিবতের আক্রমণ হোক, আর অবস্থার অবনতি ঘটুক- অস্থিরতা দিয়ে তোমার বোধ ও অনুভূতি যেন বিক্ষিপ্ত-বিভ্রান্ত না হয়। উদ্দেশ্য সাধন করার উদ্দীপনায় আকুল হয়ে কিংবা কোন অর্ধপক্ক তদবিরকে আপত দৃষ্টিতে কার্যকরী দেখে তোমার সংকল্প যেন ব্যস্ততার শিকার না হয়। এবং যদি কখনো পার্থিব স্বার্থ লাভ এবং প্রবৃত্তির আস্বাদনের লোভ তোমাকে তার দিকে আকর্ষণ করে তবে তার মোকাবেলায় তোমার মন যেন এত দূর্বল না হয় যে বে-এখতিয়ার তুমি তার দিকে আকর্ষিত হয়ে চলে যাও এ সমস্ত অর্থ ও তাৎপর্য মাত্র একটি শব্দ 'সবর' এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে এবং আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা এসব দিক দিয়ে সাবের (ধৈর্যশীল) আমার সাহায্য তারাই লাভ করবে।

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا

দম্ভভরে তাদের ঘরগুলো থেকে বেরহয়েছিল (তাদের)মত তোমরা না এবং
যারা হয়ো

وَّ رِئَآءَ النَّاسِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ

আল্লাহ এবং আল্লাহর পথ হতে তারা বাধাদেয় ও লোকদের দেখানোর ও
(জন্যে)

بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٤٧﴾ وَ اِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ

শয়তান তাদের চাকচিক্যময় যখন এবং পরিবেষ্টন তারা কাজ ঐবিষয়ে
জন্যে করেছিল করে আছেন করছে যা

اَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ

এবং লোকদের মধ্যকার আজ তোমাদের বিজয়ী না বলেছিল এবং তাদের
কেউ উপর হবে কাজগুলোকে

اِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ

দুগোড়ালীর উপর সে সরে দু'দল পরস্পরে অতঃপর তোমাদের প্রতিবেশী নিশ্চয়ই
(অর্থাৎ পিছন দিকে) পড়ল সম্মুখিন হল যখন আমি

وَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ

তোমারা না যা দেখছি নিশ্চয়ই তোমাদের দায়িত্বমুক্ত নিশ্চয়ই বলল এবং
দেখতে পাচ্ছ (ফেরেশতাদের) আমি থেকে আমি

اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَ اللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

দন্ডদানে কঠোর আল্লাহ এবং আল্লাহকে ভয়করি নিশ্চয়ই
আমি

৪৭. আর সেই লোকদের মত চাল-চলন অবলম্বন করোনা, যারা নিজেদের ঘর হতে গৌরব-অহংকারের সাথে ও অপর লোকদেরকে নিজেদের শান-শওকাত দেখাতে দেখাতে বের হয়, যাদের আচরণই এই হয় যে, তারা আল্লাহর পথ হতে (লোকদের) বিরত রাখে। বস্তুতঃ তারা যা কিছু করে তা আল্লাহর পাকড়াও হতে রক্ষা পেতে পারবে না! ৪৮. মনে কর সেই সময়ের কথা, যখন শয়তান সেই লোকদের কার্যক্রমকে তাদের দৃষ্টিতে খুবই চাকচিক্যময় করে দেখিয়েছিল। এবং তাদেরকে বলেছিল যে আজ তোমাদের উপর কেউ বিজয়ী হতে পারেনা, আরও (বলেছিল যে,) আমি তোমাদের সংগে রয়েছি। কিন্তু উভয় বাহিনীর মধ্যে যখন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হল, তখন সে পিছনের দিকে ফিরে গেল। আর বলতে লাগল যে, তোমাদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আমি তা সবই দেখতে পাচ্ছি, যা তোমরা দেখতে পাওনা। আমি আল্লাহকে ভয় করি, বস্তুতঃ আল্লাহ বড় কঠিন শাস্তি দাতা।

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ

ধোকা দিয়েছে রোগ (আছে) তাদের অন্তরসমূহে মধ্যে যাদের ও মোনাফিকরা বলেছিল (স্মরণকর) যখন

هٰۤؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ

আল্লাহই নিশ্চয়ই তবে আল্লাহর উপর ভরষা করে, যে কেউ অথচ তাদের দ্বীন এদেরকে

عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۴۹﴾ وَ لَوْ تَرٰۤى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا

কুফরী করেছে (তাদেরকে) যারা জানকবজ করে যখন দেখতে তুমি যদি এবং মহাবিজ্ঞ পরাক্রমশালী

الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَ اَدْبَارَهُمْ ۚ وَ ذُوْقُوْا

তোমরা স্বাদ নাও (বলে) এবং তাদের পৃষ্ঠগুলোতে ও তাদের মুখমন্ডলগুলোতে তারা আঘাত করে ফেরেশতারা

عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿۵۰﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ اَنَّ

(এটা সত্য) যে এবং তোমাদের হাতগুলো আগে পাঠিয়েছে একারণে যা এটা দহনের শাস্তির

اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿۵۱﴾

বান্দাদের উপর জুলুমকারী নন আল্লাহ

রুকু-৭ ৪৯. যখন মুনাফিক এবং যাদের দিলে রোগ বর্তমান ছিল তারা বলতেছিল যে, এই লোকদেরকে তো এদের দ্বীন ধোকায় নিমজ্জিত করে রেখেছে[১৭], অথচ কেউ যদি আল্লাহর উপর ভরসা করে তা হলে তিনি বড়ই শক্তিমান ও সকল বিষয়ে সূক্ষজ্ঞানী। ৫০. তোমরা যদি সেই অবস্থা দেখতে পেতে যখন ফেরেশতারা নিহত কাফেরদের রূহ কবয্ করছিল! তারা তাদের মুখমন্ডল ও দেহের পশ্চাতে আঘাত মারতেছিল এবং বলতেছিলঃ "লও এখন আগুনে জ্বলার শাস্তি ভোগ কর।" ৫১. এ সেই শাস্তি, যার আয়োজন তোমাদের হাতসমূহ পূর্বাহ্নেই করে রেখেছে, নতুবা আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন।"

১৭. অর্থাৎ মদীনার মোনাফেকরা এবং সেসব লোক যারা দুনিয়া-পরস্থি ও আল্লাহর প্রতি গাফিলতির ব্যাধিতে ভুগছে, যখন দেখালো যে মুসলমানদের সহায়-সম্পদহীন মুষ্টিমেয় কিছু লোকের একটি দল কোরেশদের মত জবরদস্ত শক্তির সংগে টক্কর দিতে চলেছে তখন তারা নিজেদের মধ্যে পরষ্পরে বলাবলি করতো যে এরা নিজেদের দ্বীনী উৎসাহ-উদ্দীপনায় পাগল হয়ে গিয়েছে। এই সংঘর্ষে তাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত। কিন্তু এই নবী তাদের উপর এমন কিছু যাদুমন্ত্র ফুঁকে দিয়েছে যে তাদের বুদ্ধি-সুদ্ধি বিকৃত হয়ে গিয়েছে। তারা চোখে দেখেও এই মৃত্যুর মুখে দৌড়ে চলেছে।

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا

তারা কুফরী করেছিল — তাদের পূর্বে (এদের সাথে তাই হবে) — যারা (ছিল) — এবং — ফিরাউনের — অনুসারী-দের — যেমন(ছিল) আচারণ

بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ

শক্তিশালী — আল্লাহ — নিশ্চয়ই — তাদের পাপ-গুলোর কারণে — আল্লাহ — তাদেরকে তাই ধরেছিলেন — আল্লাহর — নিদর্শন গুলোর সাথে

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا

পরিবর্তনকারী — ছিলেন — না — আল্লাহ — এজন্যে যে — এটা — দন্ডদানে — কঠোর

نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۙ

তাদের নিজেদেব উপর — তা — তারা পরিবর্তন করে — না যতক্ষণ — লোকদের — উপর — যা নিয়ামত দিয়েছিলেন — (তাঁর) নিয়ামতেব

وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ

ফিরাউনের — অনুসারীদের — আচরণ যেমন (ছিল) — সবকিছু জানেন — সবকিছু শুনেন — আল্লাহ — (এও) যে — এবং

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

তাদের রবের — নিদর্শনগুলোর — তারা অস্বীকার করেছিল — তাদের পূর্বে (এদের সাথে তাই হবে) — যারা (ছিল) — ও

فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَ

এবং — ফিরাউনের — অনুসারীদের — আমরা ডুবিয়ে দিয়েছিলাম — এবং — তাদের পাপ-সমূহের কারণে — তাদেরকে আমরা তাই ধ্বংস করেছিলাম

كُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٤﴾

যুলমকারী — তারাছিল — সবাই

---

৫২. এই ব্যাপারটি তাদের সাথে তেমনিভাবে করা হয়েছে, যেমন করে ফিরাউনের লোকজন ও তাদের পূর্ববর্তী অন্যান্য লোকদের সাথে ঘটে এসেছে। তা এই যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, আর আল্লাহ তাদের গুনাহের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহতা'আলা শক্তিশালী এবং কঠিন শাস্তি দাতা। ৫৩. এ আল্লাহতা'আলার নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে যে আল্লাহতা'আলার কোন নিয়ামতকে- যা তিনি কোন লোক-সমষ্টিকে দান করেন- ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতি নিজেকে বা নিজেদের কর্মনীতিকে পরিবর্তন করে না দেয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। ৫৪. ফিরাউনের লোকজন ও তাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সাথে যা কিছু ঘটেছে তা সব এই মূলনীতি অনুযায়ীই ছিল। তারা তাদের রবের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে, তখন আমরা তাদের গুনাহের প্রতিফল হিসাবে তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফিরাউনী বাহিনীকে ডুবিয়ে দিয়েছি। এরা সকলে যালেম লোক ছিল।

৫৫. নিশ্চয়ই আল্লাহতাআলার নিকট যমীনের বুকে বিচরণশীল জন্তু-প্রাণীর মধ্যে নিকৃষ্টতম হচ্ছে সেই সব লোক যারা মহাসত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে; পরে তারা কোন প্রকারেই তা কবুল করতে প্রস্তুত হয় নি; ৫৬. (বিশেষ করে) তাদের মধ্যে সেই লোকেরা যাদের সাথে তুমি সন্ধি-চুক্তি করেছ, পরে তারা প্রত্যেকটি সুযোগেই তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহকে এক বিন্দু ভয় করেনা [১৮]। ৫৭. অতএব এই লোকদেরকে যদি তোমরা যুদ্ধের ময়দানে আয়ত্তে পাও, তাহলে তাদের এমনভাবে বিধ্বস্ত করবে যে, অপর যেসব লোক তাদের মত আচরণ গ্রহণ করবে, তাদের চেতনা জাগ্রত হয় [১৯]। আশা করা যায় যে, ওয়াদা ভঙ্গকারীদের এই পরিণতি দেখে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। ৫৮. আর যদি কখনো কোন জাতির পক্ষ হতে তোমরা ওয়াদা ভংগের ভয় পাও তবে তাদের ওয়াদা চুক্তিকে প্রকাশ্যভাবে তাদের সামনে নিক্ষেপ কর[২০]; আল্লাহ নিশ্চয়ই ওয়াদাভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না।

---

১৮. এখানে বিশেষ করে ইয়াহুদীদের প্রতি ইংগীত করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে নবী করীমে (সঃ) চুক্তি ছিল। কিন্তু তা সত্তেও তারা তার ও মুসলমানদের বিরুদ্ধতায় তৎপর ছিল। বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তারা কোরেশদেরকে উত্তেজিত করতে শুরু করে। ১৯. অর্থাৎ যদি কোন জাতির সঙ্গে আমাদের সন্ধিচুক্তি থাকে এবং তারা যদি নিজেদের চুক্তিমত দায়িত্ব অগ্রাহ্য করে আমাদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তবে আমরাও চুক্তির নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবো; এবং তাদের সংগে যুদ্ধ করা আমাদের হক হবে। তা ছাড়া যদি কোন কওমের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধের সময় আমারা দেখি যে আমাদের সংগে সন্ধি-চুক্তিবদ্ধ কোন কওমের লোকেরাও শত্রু পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেছে তবে আমরা তাদের হত্যা করতে ও তাদের সংগে শত্রুর যোগ্য ব্যবহার করতে কখনো কোন কুণ্ঠা বোধ করবো না। ২০. অর্থাৎ তাদের পরিষ্কারভ্রূপে জানিয়ে দাও যে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন চুক্তি আর বাকী নেই। কেননা তোমরা প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছো।

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ۚ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ﴿٥٩﴾

অক্ষম করতে পারবে (আল্লাহকে) না তারা নিশ্চয়ই তারা আগে চলেগেছে অস্বীকার করেছে(যে) যারা (যেন) তারা মনেকরে না এবং

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ

সাজ-সরঞ্জাম সব এবং শক্তি সব তোমরা সমর্থ হও যা (কিছু) তাদের জন্যে তোমরা প্রস্তুত রাখ এবং

الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ

এবং তোমাদের শত্রুকে ও আল্লাহর শত্রুকে তাদিয়ে তোমরা সন্ত্রস্ত করবে (যুদ্ধের) ঘোড়ার

اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ

তাদেরকে জানেন আল্লাহ তাদেরকে তোমরা জান না তাদের ছাড়া অন্যদেরকে

وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ

তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে আল্লাহর পথে কোনকিছু তোমরা খরচকর যা এবং

وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَ اِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ

তুমিও তবে ঝুঁকেপড় সন্ধি ও শান্তির জন্যে তারাঝুঁকেপড়ে যদি এবং যুলুমকরা হবে না তোমাদের (উপর) এবং

لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦١﴾

সবকিছু জানেন সবকিছু শুনেন তিনিই নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর উপর নির্ভরকর এবং তার জন্যে

রুকু-০৮ ৫৯. সত্য অমান্যকারী লোকেরা যেন এই ভুল ধারণায় না থাকে যে, তারা ময়দান দখন করে নিয়েছে। তারা নিশ্চয়ই আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। ৬০. আর তোমরা যথাসম্ভব শক্তি ও অশ্ববাহিনী তাদের সংগে মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত করে রাখ[২১]। যেন তার সাহায্যে আল্লাহর এবং নিজেদের দুশমনদের আর অন্যান্য এমন সব শত্রুদের ভীত-শংকিত করতে পার যাদেরকে তোমরা জান না কিন্তু আল্লাহ জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পুরোপুরি বদলা তোমাদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তোমাদের সাথে কখনই যুলুম করা হবে না। ৬১. আর হে নবী, শত্রু যদি শান্তি ও সন্ধির জন্য আগ্রহী হয় তবে তুমিও তার জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন।

২১. অর্থাৎ তোমাদের কাছে যুদ্ধ-সামগ্রী ও একটি স্থায়ী সৈন্যবাহিনী সব সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার, যেন প্রয়োজনে অবিলম্বে যুদ্ধ ক্রিয়া শুরু করতে পারো। যেন এরূপ না হয় যে, বিপদ মাথার উপর এসে পড়ার পর তাড়াহুড়া করে স্বেচ্ছাসেবক, হাতিয়ার ও রসদ সামগ্রী সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে লেগে যাও আর ইতিমধ্যে তোমাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই শত্রু তার কাজ শেষ করে চলে যায়।

وَ اِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ

তিনিই আল্লাহ তোমার তবে তোমাকে তারা যে তারাচায় যদি এবং
জন্যে যথেষ্ট নিশ্চয়ই ধোকা দেবে

الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾ وَ اَلَّفَ بَيْنَ

মাঝে মহব্বত স্থাপন এবং মু'মিনদের দিয়ে ও তাঁর সাহায্য তোমাকে যিনি
করেছেন দিয়ে শক্তিশালী করেছেন

قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ

তুমি মহব্বত স্থাপন (তবুও) সব যমীনের মধ্যে যাকিছু তুমি খরচ যদি তাদের
করতে পারতে না কিছুই (আছে) করতে অন্তরগুলোর

بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ

পরাক্রমশালী নিশ্চয়ই তাদের মহব্বত স্থাপন আল্লাহ কিন্তু তাদের মাঝে
তিনি মাঝে করেছেন অন্তরসমূহের

حَكِيْمٌ ﴿٦٣﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

(অর্থাৎ) তোমরা (তাদেরজন্যে) এবং আল্লাহই তোমারজন্যে নবী হে মহাবিজ্ঞ
অনুসরণকরে যারা যথেষ্ট

الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٤﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ

যুদ্ধের জন্যে মু'মিনদেরকে উদ্বুদ্ধকর নবী হে মুমিনদের
(জন্যে)

ع ৯

اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَ اِنْ

যদি এবং দু'শতের তারা বিজয়ী ধৈর্যশালী বিশজন তোমাদের হয় যদি
(উপর) হবে মধ্যহতে

يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

কুফরী যারা (তাদের) এক হাজারের তারা বিজয়ী একশত তোমাদের হয়
করেছে হতে (উপর) হবে মধ্যহতে

---

৬২. আর তারা যদি ধোঁকা দেবার নিয়েত রাখে তাহলে আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই তো নিজের সাহায্য দিয়ে ও মু'মিনদের দিয়ে তোমাকে সাহায্য করেছেন। ৬৩. এবং মু'মিনদের দিলকে পরস্পরের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। তুমি ভূপৃষ্ঠের সমস্ত ধন-দৌলতও যদি ব্যয় করতে, তবুও এই লোকদের মন পরস্পরের সাথে জুড়ে দিতে পারতে না। কিন্তু তিনি আল্লাহই যিনি লোকদের মন জুড়ে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই শক্তিমান ও সুবিজ্ঞ। ৬৪. হে নবী, তোমার জন্য ও তোমার অনুসরী ঈমানদার লোকদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। রুকু-৯ ৬৫. হে নবী, মু'মিন লোকদেরকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে কুড়িজন লোক যদি ধৈর্যশালী হয় তবে তারা দুই শতের উপর জয়ী হবে। আর যদি একশত লোক এরূপ থাকে তাহলে সত্য অমান্যকারীদের এক হাজার লোকের উপর বিজয়ী হতে পারবে।

কেননা তারা এমন লোক যারা জ্ঞান রাখেনা[২২]। ৬৬. এভাবে আল্লাহতা'আলা তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জানতে পেরেছেন যে, এখনো তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যদি একশ লোক ধৈর্যশালী হয়, তবে তারা দুইশতের উপর, আর হাজার লোক এরূপ হলে দুই হাজার লোকের উপর আল্লাহর হুকুমে জয়ী হবে[২৩]। এবং আল্লাহ কেবল সেই লোকদের সংগী হন যারা ধৈর্যধারণকারী। ৬৭. কোন নবীর জন্য এ শোভা পায়না যে তার নিকট বন্দী লোক থাকবে, যতক্ষণ সে যমিনে শত্রুবাহিনীকে খুব ভাল করে মথিত না করবে। তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ চাও, অথচ আল্লাহ চান তোমাদের আখেরাতের কামিয়াবী! আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞানী।

২২. আধুনিক পরিভাষায় যে জিনিসকে আত্মীক বা নৈতিকশক্তি বলা হয়ে থাকে আল্লাহতাআলা তাকে ফেকাহ ও ফহম বলে অভিহিত করেছেন। যে ব্যক্তি নিজের উদ্দেশ্যের সঠিক চেতনা ও বুঝ রাখে এবং নিরুদ্বিগ্ন হৃদয়ে খুব বুঝে-সুঝে এজন্য সংগ্রাম করছে যে, যে জিনিসের জন্য সে জীবনপাত করতে এসেছে তা তার ব্যক্তিগত জীবন থেকে অধিকতর মূল্যবান, এবং তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তার জীবনধারণ অর্থহীন, সে ব্যক্তি নিজ অজ্ঞাতেই তার সংগে সংগ্রামরত ব্যক্তির চেয়ে অনেকগুণ অধিক শক্তি ধারণ করে, যদিও দৈহিক শক্তিতে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকে। ২৩. এর অর্থ এ নয় যে- প্রথমে এক ও দশের অনুপাত ছিল। আর এখন তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা এসে যাওয়ার জন্য এক ও দুই-এর অনুপাত কায়েম করে দেওয়া হয়েছে। বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে নীতিগত ও আদর্শগত দিক দিয়ে তো মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে অনুপাত হচ্ছে এক ও দশেরই অনুপাত। যেহেতু এখন তোমাদের নৈতিক শিক্ষা পরিপূর্ণ হয়নি এবং এখনো পর্যন্ত তোমাদের চেতনা ও তোমাদের বুঝের মান পরিপক্কতা লাভ করেনি এজন্যে আপাততঃ অন্ততঃপক্ষে তোমাদের কাছে এ দাবী করা হচ্ছে যে তোমাদের থেকে দ্বিগুণ শক্তির সংগে টক্কর নিতে তোমাদের কোন দ্বিধা-সংকোচ হওয়া উচিত নয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন — এ হুকুম হচ্ছে দ্বিতীয় হিজরী সনের, যখন মুসলমানদের মধ্যে বহুলোক সবেমাত্র ইসলামে প্রবেশ করেছে ও তাদের (তরবিয়ত) চারিত্রিক ও নৈতিক শিক্ষা প্রাথমিক অবস্থায় ছিল।

৬৮. আল্লাহর লিপি যদি পূর্বেই লিখিত না হত তাহলে তোমরা যা কিছু করেছ তার প্রতিফল হিসেবে তোমাদেরকে বড় কঠিন আযাব দেয়া হত। ৬৯. অতএব তোমরা যা কিছু ধন-মাল লাভ করেছ তা খাও; তা হালাল এবং পাক। এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক[২৪]। নিশ্চয়ই আল্লাহতা'আলা ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল। রুকু-১০ ৭০. হে নবী, তোমাদের হাতে যে সব বন্দী রয়েছে তাদের বলঃ আল্লাহ যদি জানতে পারেন যে, তোমাদের হৃদয়ে কোন কল্যাণ রয়েছে তা হলে তিনি তোমাদের নিকট হতে যা গ্রহণ করা হয়েছে তা অপেক্ষা অনেক বেশী দিবেন এবং তোমাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। ৭১. কিন্তু তারা যদি তোমার সাথে খিয়ানত করার ইচ্ছা রাখে তবে তারা ইতিপূর্বে আল্লাহর সংগেই করেছে। আর এরই শাস্তি স্বরূপ তিনি তোমাদেরকে তাদের উপর শক্তিশালী করে দিয়েছেন।

২৪. বদর যুদ্ধের পূর্বে সূরা মোহাম্মদে যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রাথমিক হেদায়াত দান করা হয়েছিল। তাতে যুদ্ধ-বন্দীদের কাছ থেকে ফিদ্ইয়া (মুক্তিপন) আদায়ের অনুমতি ছিল; কিন্তু তার সংগে এই শর্ত যুক্ত করা হয়েছিল যে প্রথমে শত্রুদের শক্তিকে উত্তমরূপে চূর্ণ করে দিতে হবে, তারপরে যুদ্ধবন্দী গ্রহণের কথা। এই আদেশ অনুসারে মুসলমানগণ বদরে যে সমস্ত বন্দী গেরেফতার করেছিল ও তারপর তাদের কাছ থেকে যে ফিদইয়া গ্রহণ করেছিল তা আদেশ অনুযায়ী ছিল বটে, কিন্তু ভুল এই হয়েছিল যে 'শত্রুদের শক্তি চূর্ণ করে দেবার' যে শর্ত অগ্রগণ্য করা হয়েছিল তা পূর্ণ করার পূর্বেই মুসলমানগণ শত্রুদের বন্দী করা ও মালে গণিমত (যুদ্ধে লব্ধ ধন) সংগ্রহ করার কাজে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এ কাজ আল্লাহতা'আলা পছন্দ করেন নি। কেননা যদি এরূপ না করে মুসলমানরা কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করতো তবে সেই সুযোগেই কোরেশদের শক্তি চূর্ণ করে দেওয়া যেতো।

وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا

হিজরত করেছে ও ঈমানএনেছে যারা নিশ্চয়ই সবকিছু শুনেন সবকিছু জানেন আল্লাহ এবং

وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ

যারা ও আল্লাহর পথে তাদের জান সমূহ (দিয়ে) এবং তাদের মালসমূহ দিয়ে জিহাদ করেছে ও

اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ

এবং অপরের বন্ধু তাদের একে ঐসবলোক সাহায্য করেছে ও আশ্রয় দিয়েছে

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ

তাদের অভিভাবকত্বের দায়-দায়িত্ব তোমাদের জন্যে নাই তারা হিজরত করেনাই কিন্তু ঈমান এনেছে যারা

مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَ اِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ

দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের কাছে তারা সাহায্য চায় যদি এবং তারা হিজরতকরে যতক্ষণ না কোন কিছুই

فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ

সন্ধিচুক্তি (থাকে) তাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে কোন জাতির সাথে যদি না সাহায্যকরা সেক্ষেত্রে তোমাদের (দায়িত্ব)

وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٧٢﴾

খুবভালকরে দেখছেন তোমরা কাজ কর ঐসম্বন্ধে যা আল্লাহ এবং

আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং তিনি মহাজ্ঞানী। ৭২. যে সব লোক ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছে ও মাল খরচ করেছে, আর যারা হিজরতকারীদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের সাহায্য করেছে তারাই আসলে পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। আর যারা ঈমান তো এনেছে কিন্তু হিজরত করে (দারুল-ইসলাম) আগমন করেনি তাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়িত্ব তোমার উপর নেই- যতক্ষণ না তারা হিজরত করে আসবে[২৫]। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে যদি তারা তোমাদের নিকট সাহায্য চায়, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তাও এমন কোন জাতির বিরুদ্ধে হতে পারবে না যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে[২৬]। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখে থাকেন।

২৫. 'বেলায়ত' শব্দটি আরবী ভাষায় সমর্থন-সহায়তা, সাহায্য, পৃষ্ঠপোষকতা, বন্ধুত্ব, নৈকট্য এবং অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতের পূর্বাপর প্রসংগ অনুসারে সুস্পষ্টরূপে এখানে বেলায়তের অর্থ হবেঃ রাষ্ট্রের সংগে তার নাগরিকদের ও নাগরিকদের সঙ্গে রাষ্ট্রের ও নাগরিকেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। মোটকথা, এ আয়াত আইনী ও রাজনৈতিক 'বেলায়ত' কে ইসলামী রাষ্টের ভৌগোলিক সীমা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দেয়, এবং ঐ সীমা বহির্ভূর্ত মুসলমানদের এই বিশেষ সম্বন্ধ থেকে বহির্ভূত গণ্যকরে। এই বেলায়ত-শূন্যতার আইনগত ফল খুব ব্যাপক। এখানে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ

(অপর পাতায় অবশিষ্ট অংশ)

৭৩. যারা সত্য অমান্যকারী তারা একে অপরের সাহায্য করে। তোমরা (ঈমানদার লোকেরা) যদি পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না আস তাহলে যমীনে বড়ই ফেতনা ও কঠিন বিপর্যয় সৃষ্টি হবে[২৭]। ৭৪. যারা ঈমান এনেছে, আর যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ঘরবাড়ী ত্যাগ করেছে এবং চেষ্টা-সাধনা করেছে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে তারাই খাঁটি ও প্রকৃত মু'মিন। তাদের জন্য রয়েছে ভুল-ত্রুটির ক্ষমা ও সর্বোৎকৃষ্ট রেযক।

দানের ক্ষেত্র নয়। ২৬. উপরোক্ত বাক্যাংশের 'দারুল ইসলাম' এর বাহিরে অবস্থিত মুসলমানদের রাজনৈতিক 'বেলায়ত'-এর সম্বন্ধ থেকে বর্হিভূত গন্য করা হয়েছিল। এখন এ আয়াত এ ব্যাপারটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করেছে যে এই 'বেলায়তের' সম্বন্ধ থেকে বহির্ভূত গণ্য হলেও দ্বীনি ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ থেকে নয়। যদি কোথাও তাদের উপর অত্যাচার হয় ও তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের খাতিরে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও তার অধিবাসীদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদের ফরজ (অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব) হচ্ছে নিজেদের অত্যাচারিত ভাইদের সাহায্য করা। কিন্তু এরপর আরও অধিক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রসংগে বলা হয়েছে যে- এই 'দ্বীনি ভাইদের' সাহায্যের কর্তব্য এলোপাতাড়ি ভাবে করা যাবে না, বরং আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও নৈতিক সীমার মর্যাদা রক্ষা করে করতে হবে। যদি অত্যাচারী জাতির সঙ্গে ইসলামী রাষ্টের সন্দি চুক্তি থাকে, তবে সে অবস্থায় অত্যাচারিত মুসলমানদেরকে এরূপ কোন সাহায্য করা যাবে না যা চুক্তির নৈতিক দায়িত্বের পরিপন্থী বলে গন্য হবে। ২৭. অর্থাৎ দারুল ইসলামের মুসলমানেরা যদি একে অপরের ওলি না হয়, এবং হিজরত করে যে সব মুসলমান দারুল ইসলামে না এসে দারুল কুফরে বসবাস করছে তাদেরকে যদি দারুল ইসলামের মুসলমানেরা নিজের বেলায়ত থেকে বহির্ভূত গণ্য না করে, এবং বাহিরের অত্যাচারিত মুসলমানেরা সাহায্য প্রার্থনা করলে যদি তাদের সাহায্য না করা হয়, এবং এই একই সঙ্গে যদি এই নীতিও মান্য করা হয় যে, যে জাতির সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রের সন্ধি-চুক্তি আছে তার বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করা হবেনা, এবং যদি মুসলমানেরা কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন না করে, তবে পৃথিবীতে ফেতনা ও বিরাট ফাসাদ সৃষ্টি হবে।

৭৫. আর যারা পরে ঈমান এনেছে ও হিজরত করে এসেছে এবং তোমাদের সাথে একত্রিত হয়ে চেষ্টা-সাধনায় নিযুক্ত হয়েছে তারাও তোমাদেরই মধ্যে গন্য। কিন্তু আল্লাহর কিতাবে রক্তের আত্মীয়রা পরস্পরের প্রতি অধিক হকদার[২৮]। নিশ্চয়ই আল্লাহতা'আলা সব কিছু জানেন।

২৮. অর্থাৎ উত্তরাধিকার ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নয়, বরং আত্মীয়তার ভিত্তিতে বন্টিত হবে। তবে নবী করীম (সঃ) এ হুকুমের ব্যাঁখ্যা করে আরও এরশাদ করেছেন যে মাত্র মুসলমান আত্মীয়স্বজন একে অন্যের উত্তরাধিকারী হবে। মুসলমান কোন কাফেরের বা কাফের কোন মুসলমানের উত্তরাধিকারী হবে না।

সূরা আত-তওবা-৯

এই সূরা দুই নামে ও পরিচিত। এক নাম তওবা আর দ্বিতীয় নাম বারা-আত। তওবা নাম এই কারণে যে, এ সূরার এক স্থানে কোন কোন ঈমানদার লোকদের গুনাহ-খাতা মাফ করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর বারা-আত নাম হবার কারণ এই যে, সূরার শুরুতে মুশরিকদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা হয়েছে।

শুরুতে বিসমিল্লাহ্ না লেখার কারণ

এ সূরার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহির রহমা-নির-রহীম লেখা হয় না। তফসীরকারগণ এর বিভিন্ন কারণের উল্লেখ করেছেন এবং তাদের উল্লেখ করা কারণে গুলি মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও রয়েছে। কিন্তু সঠিক কথা তা যা ইমাম রাজী লিখেছেন। তা এই যে, নবী করীম (সঃ) নিজেই এর শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ লেখেননি। এর কারণে সাহাবায়ে কিরামও লেখেননি, পরবর্তীকালের লোকেরাও এরই অনুসরণ করেছেন। কুরআন মজীদকে নবী করীম (সঃ) এর নিকট হতে যথাযথভাবে গ্রহণ করা এবং অনুরূপভাবে তাকে পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত রাখার ব্যাপারে যে কতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, এ তার এক অতিরিক্ত প্রমাণ।

নাযিল হওয়ার সময় ও সূরার বিভিন্ন অংশ

এই সূরাটি তিনটি ভাষণে সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রথম ভাষণ শুরু হতে পঞ্চম রুকুর শেষ পর্যন্ত চলেছে। এ নাযিল হবার সময়-কাল হচ্ছে নবম হিজরীর যিলকাদ মাস কিংবা তার কাছাকাছি সময়। এই বছর নবী করীম (সঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। এই সময়ই এই ভাষণটি নাযিল হয়। আর তখনি নবী করীম (সঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে তাঁর পিছনে-পিছনে মক্কায় পাঠালেন, যেন হজ্জের সময় সমস্ত আরবের হজ্জযাত্রী -প্রতিনিধিদের সম্মেলনে তা পাঠ করে শুনানো হয় এবং এই অনুসারে যে কর্মনীতি অবলম্বিত হয়েছিল তা যেন সকলকে জানিয়ে দেয়া হয়। দ্বিতীয় ভাষণটি ৬ রুকুর শুরু হতে ৯ রুকুর শেষ পর্যন্ত চলে। এটা নবম হিজরীর রজব মাসে কিংবা তার কিছু পূর্বে তখন নাযিল হয় যখন নবী করীম (সঃ) তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি করছিলেন। এতে ঈমানদার লোকদেরকে জেহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়। আর যারা মুনাফিকী কিংবা ঈমানের দূর্বলতা অথবা অবসাদ ও গাফিলতির কারণে আল্লাহর পথে জান-মাল ক্ষয় করতে প্রস্তুত ছিলনা, তাদেরকে এতে তিরস্কৃত করা হয়। তৃতীয় ভাষণটি ১০ম রুকু হতে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত খতম হয়। এটা তাবুক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন কালে নাযিল হয়েছিল। এতে এমন কতো গুলো অংশও রয়েছে, যা বিভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। পরে নবী করীম (সঃ) আল্লাহর হেদায়াত অনুসারে এই সব কটিকে একত্রিত করে একই ভাষণের ধারাবাহিকতায় সংযোজিত করে দেন। যেহেতু এসব কটি অংশ-ই একই বিষয় সম্পর্কিত ও একই ঘটনা-ধারাবাহিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট, এ কারণে ভাষণের পরম্পরা বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয়নি। এতে মুনাফিকদের 'তাম্বিহ' করা হয়েছে, তাবুক যুদ্ধে যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। আর যেসব লোক সত্যিকার ভাবে ঈমানদার থাকা সত্বেও আল্লাহর পথে জেহাদের অংশ গ্রহণ হতে বিরত রয়েছিল, তাদের জন্য ক্ষমার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। নাযিল হওয়ার ক্রমিকতার দৃষ্টিতে প্রথম ভাষণটির স্থান সর্বশেষে নির্দিষ্ট হওয়া উচিৎ ছিল; কিন্তু বিষয়-বস্তুর গুরুত্বের দৃষ্টিতে তার স্থান সর্বপ্রথম হওয়ার কারণে নবী করীম (সঃ) সংযোজন কালে এটা প্রথমে রেখেছেন, আর অপর ভাষণ দুটিকে শেষে রেখেছেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্ধারণের পর এই সূরার ঐতিহাসিক পটভূমির উপর দৃষ্টিপাত করতে হবে। ঘটনা পরম্পরার সাথে এই সূরার বিষয়বস্তুর সম্পর্ক- তার সূচনা হয় হুদাইবিয়ার সন্ধি হতে। হুদাইবিয়ার সন্ধি পর্যন্ত ছয় বছরের নিরবিচ্ছিন্ন চেষ্টা ও সাধনা সংগ্রামের ফল এই দাড়িয়েছিল যে, আরবের প্রায় এক তৃতীয়াংশ এলাকায় ইসলাম একটি সুসংবদ্ধ সমাজের বিধান ও ব্যবস্থা, এক পরিপূর্ণ সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। যখন হুদাইবিয়ার সন্ধি সংঘটিত হয়, তখন দ্বীন-ইসলাম অপেক্ষাকৃত অধিক শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ পরিবেশে চারদিকে সম্প্রসারিত হয়ে পড়ার বিপুল সুযোগ লাভ করে। (বিস্তারিত বিবরনের জন্য সূরা আল-মায়েদার ভূমিকা দ্রষ্টব্য) অতঃপর ঘটনার গতি দুটি বড় পথে চলতে শুরু করে, যার পরিণামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে একটির সম্পর্ক আরব দেশের সাথে, আর অপরটির সম্পর্ক রোমান-সাম্রাজ্যের সাথে।

আরব বিজয়

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর আরব দেশে ইসলামী দাওয়াত প্রচারের এবং শক্তি সংগ্রহের জন্য যেসব উপায় ও পন্থা অবলম্বিত হয়, তার দরুন দু-বছরের মধ্যেই ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তার শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তার সাথে মুকাবিলায় এসে প্রাচীন জাহেলী শক্তি পর্যদুস্ত ও নিস্তেজ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত কুরাইশদের অতি উৎসাহী লোকেরা যখন পরাজয় আসন্ন দেখতে পেল, তখন আর তারা তা বরদাস্ত করতে পারল না। উত্তেজনার আতিশয্যে তারা হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে বসল, তারা এই সন্ধির বাধ্য-বাধকতা হতে মুক্তি লাভ করে ইসলামের সাথে সর্বশেষ শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চাচ্ছিল। কিন্তু এই সন্ধি চুক্তি ভংগের পর নবী করীম (সঃ) তাদেরকে পুনরায় সংগঠিত হয়ে ওঠার কোন সুযোগই দিলেন না। তিনি আকস্মিকভাবে মক্কার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে জয় করে নিলেন। (সূরা আন্‌ফাল এর ৪৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য) অতঃপর প্রাচীন জাহেলী শক্তি হুনাইনের ময়দানে শেষ আত্ম-হত্যায় অবতীর্ণ হয়। এখানে হাওয়াযিন, সাকীফ, নযর, জুশম এবং অন্যান্য জাহেলিয়াত পন্থী গোত্র ও কবীলার লোকেরা নিজেদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ সর্বাত্মক ভাবে নিয়োজিত করে। ইসলামের এই বিপ্লবী আন্দোলনকে- যা মক্কা বিজয়ের পর পূর্ণত্ব লাভ করেছিল- প্রতিহত করাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য । কিন্তু তাদের এই উদ্যমও ব্যর্থ হয়ে যায়। হুনাইনের ময়দানে পরাজিত হওয়ার পর সমগ্র আরব দেশ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে যে, এখন তা দারুল ইসলাম ইসলামী রাষ্ট্রই হবে, অন্য কিছু হওয়া সম্ভব নয়। এই ঘটনার পর এক বছর কাল অতিবাহিত হবার পূর্বেই আরবের অধিকাংশ এলাকা ইসলামের পদানত হয়। এই সময় জাহেলী জীবন ও সমাজ-ব্যবস্থার মাত্র কয়েকটি বিচ্ছিন্ন উপাসকই বিভিন্ন এলাকায় অবশিষ্ট দেখা যায়। এ যুগে উত্তরাঞ্চলে রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তে যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তা ইসলামের সম্প্রসারণ ও বিজয়-সংগ্রামের সম্পূর্ণতা বিধানের পক্ষে বহু আনুকুল্য দান করে ও বিপুলভাবে সাহায্য করে। নবী করীম (সঃ) ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে পূর্ণ সাহসিকতা ও বীরত্বের সংগে এখানে উপস্থিত হলেন। কিন্তু রোমান বাহিনী তাঁর সংগে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে আসতে রীতিমত ইতস্ততঃ করেছিল এবং অতিশয় দুর্বলতা দেখিয়েছিল। এতে সমগ্র আরব দেশে নবী করীমের এবং তার প্রচারিত দ্বীন ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি অপরিসীমভাবে বৃদ্ধি পায়। এর আকস্মিক ফল এই দেখা গেল যে, তাবুক হতে প্রত্যাবর্তনের সংগে সংগে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল হতে প্রতিনিধি দল আগমনের এক ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে গেল এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করতে ও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য গ্রহণ করতে লাগল। (মুহাদ্দেসগণ এই পর্যায়ে যে সব গোত্র- কবিলা এবং আমীর-

বাদশাদের প্রতিনিধি দলের উল্লেখ করেছেন, তাদের মোট সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত পৌঁছেছে। এরা আরবের উত্তর, দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল হতে এসেছিল।) কুরআন মজীদে এই অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে-

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

-"যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় এল এবং তুমি দেখতে পেলে যে লোকেরা দলে দলে ইসলামে দাখেল হচ্ছে।"

তাবুক যুদ্ধ

রোমান সাম্রাজ্যের সংগে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ মক্কা বিজয়ের পূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। নবী করীম (সঃ) হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ইসলামের দাওয়াত প্রচারের উদ্দেশ্যে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছিলেন, তার মধ্যে একটি দল উত্তর দিকে সিরিয়া সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত গোত্রসমূহের নিকট গিয়েছিল। এদের অধিকাংশই ছিল খৃষ্টান এবং রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন। তারা জা-তুত তালাহ নামক জায়গায় প্রতিনিধি দলের ১৫জন লোককে হত্যা করে। কেবলমাত্র প্রতিনিধি দলের নেতা কাআব ইবনে উমাইর গাফারী কোনক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন। এই সময় নবী করীম (সঃ) বসরা অধিপতি শুরাহ্ বিল ইবনে আমর এর নামেও ইসলামের দাওয়াত-পত্র প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু সে নবীর পত্র বাহক হারেস ইবনে উমাইরকে হত্যা করে। এই বসরা প্রধানও ছিল খৃষ্টান এবং সরাসরি রোম-সম্রাট কাইজারের শাসনাধীন। এসব কারণে নবী করীম (সঃ) অষ্টম হিজরীর জমাদিউল-আউয়াল মাসে তিন হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী সিরিয়া সীমান্তে পাঠিয়েছিলেন, যেন ভবিষ্যতে এই অঞ্চলটি মুসলমানদের জন্য নিরাপত্তাপূর্ণ থাকে এবং এই এলাকার লোকেরা মুসলমানদের দূর্বল মনে করে তাদের উপর বাড়াবাড়ি করার দুঃসাহস না করে। এই বাহিনী মায়ান নামক স্থানে পৌছুলে জানা গেল যে, শুরাহ্ বিল ইবনে আমর এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে প্রত্যক্ষ মুকাবিলার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছে। ওদিকে স্বয়ং রোমের কাইজার হিসচ নামক স্থানে উপস্থিত এবং সে তার ভাই থিওডোর এর নেতৃত্বে আরও এক লক্ষ সৈন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই সব ভয়াবহ খবরাদি সত্বেও তিন সহস্র প্রাণ উৎসর্গকারী এই সংক্ষিপ্ত বাহিনী সম্মুখেই অগ্রসর হতে থাকে এবং মূতা নামক স্থানে শুরাহ বিলের এক লক্ষ সৈন্যের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই দুঃসাহসের পরিণাম তো এ হওয়া উচিৎ ছিল যে, ইসলামের মুজাহিদগণ সম্পূর্ণ রূপে নির্মূল হয়ে যাবে; কিন্তু এক ও তেত্রিশ এর পার্থক্য সমন্বিত এই সংঘর্ষেও কাফেররা মুসলমানদের উপর জয়ী হতে পারেনি দেখে সমগ্র আরব ও নিকট-প্রাচ্যের লোকরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। ঠিক এই ব্যাপারটিই সিরিয়া ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের অর্ধ-স্বাধীন আরব গোত্র এবং ইরাকের নিকটবর্তী নজদী গোত্রগুলোকে- যারা ইরান সম্রাটের প্রভাবাধীন ছিল- ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করল এবং তারা হাজার সংখ্যায় মুসলমান হয়ে গেল। বনী সুলাইমা-যার সরদার ছিলেন আব্বাস ইবনে মিরদাস- এবং আশজা গাতখান জুদিয়ান ও ফাজারার লোকজন এই সময়ই ইসলামে প্রবেশ করে। আর এই সময়ই রোমান সাম্রাজ্যের আরব সৈন্য বাহিনীর ফরওয়া ইবনে আমর আলজু জামী নামক সেনাপতি ইসলাম কবুল করে। এই লোকটি নিজের ঈমানের এমন এক বাস্তব প্রমাণ উপস্থিত করে, যার ফলে চারিদিকে সমস্ত পরিবেশটিই স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। ফরওয়ার ইসলাম কবুল করার সংবাদ যখন কাইজারের নিকট পৌছিল তখন সে তাকে গ্রেফতার করে নিজের দরবারে উপস্থি করল এবং তাকে বলল যে, তুমি দুটি জিনিসের যে কোন একটিকে গ্রহণ কর। হয় ইসলাম ত্যাগ কর; ফলে তোমাকে শুধু মুক্তিই দান করা হবেনা,

তোমাকে তোমার পদে পুর্ণবহাল করা হবে অথবা ইসলামকেই ধরে থাকবে, তাহলে তোমাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। ফরওয়া ধীর-স্থিরভাবে ইসলামকে গ্রহণ করে থাকারই সিদ্ধান্ত করেন এবং এর ফলে আল্লাহর পথেই জীবন দান করতে বাধ্য হন। আরবের বুক হতে উত্থিত এই শক্তির প্রকৃত বিপদ যে কতখানি তা এই সব ঘটনা হতেই কাইজার খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছিল।

পরবর্তী বছরই কাইজার মুসলমানদেরকে 'মুতা নামক স্থানে সমুচিত শিক্ষ (?) দেওয়ার জন্য সিরিয়া সীমান্তে সামরিক তৎপরতা শুরু করে। সেই অনুসারে গাস্সানী ও অপরাপর আরব গোত্রপতিরা সৈন্য সংগ্রহে লেগে যায়। নবী করীম (সঃ) এ সম্পর্কে কিছুমাত্র বে-খবর ছিলেন না। ইসলামী আন্দোলনের উপর অনুকুল বা প্রতিকুল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এমন প্রত্যেকটি ছোট বড় ব্যাপার সম্পর্কেও নবী করিম (সঃ) পূর্ণমাত্রায় অবহিত ছিলেন। তিনি এসব প্রস্তুতির তাৎপর্য বুঝতে পারলেন এবং কোন প্রকার ভয় বা দ্বিধা ব্যতিরেকেই কাইজারের বিরাট শক্তির সাথে সংঘর্ষে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হলেন। বস্তুতঃ এ সময় একবিন্দু দুর্বলতাও যদি দেখান হত তাহলে ইসলামের সদ্যরচিত প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। তা হলে একদিকে আরবের ক্ষয়িষ্ণু জাহেলিয়াত হুনাইনে যার উপর চূড়ান্ত আঘাত হানা হয়েছিল- পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। অপর দিকে মদীনার মুনাফিকরা যারা আবু আমের পাদ্রীর মাধ্যমে গাসসান এর খৃষ্টান বাদশাহ এবং স্বয়ং কাইজারের সংগে গোপন যোগসাজশ ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, আর যারা নিজেদের কুটিল ষড়যন্ত্রকে দ্বীনদারীর আবরণ দিয়ে ঢাকবার উদ্দেশ্যে মদীনার উপকণ্ঠে মসজিদের দিরার প্রতিষ্ঠিত করেছিল তারা অবশ্য ভিতরে থেকে বুকে ছোরা বসিয়ে দিতে কসুর করত না। পারসিকদের পরাজিত করার পর যে কাইজার নিকট ও দূববর্তী এলাকার উপর অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিল, সে সম্মুখের দিক হতে এসে আক্রমণ করে বসত। পরিণামে এই তিনটি শক্তির সম্মিলিত আক্রমণের মুখে ইসলামের অর্জিত বিজয় সহসাই পরাজয়ে পরিণত হওয়ার আশংকা ছিল। এই কারণে যদিও ইসলামী রাষ্ট্রে তখন চরম দুর্ভিক্ষ চলছিল, দুঃসহ গ্রীষ্মকালের উত্তাপ ছিল তীব্র, ফসল পাকার ও কাটার সময় নিকটবর্তী হয়েছিল, যানবাহন ও সাজ-সরঞ্জামের ভয়ানক অভাব বর্তমান ছিল, মুলধনের ছিল স্বল্পতা, আর ছিল সম-সাময়িক দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দুটি শক্তির একটির সহিত প্রত্যাক্ষ সংঘর্ষ-তা সত্বেও আল্লাহর নবী ইসলামী দাওয়াতের এই জীবন-মরণ সংকটের কঠিন মুহূর্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের সাধারণ ঘোষণা করে দিলেন। পূর্বের যুদ্ধ-বিগ্রহের কোথায় যাচ্ছেন, কার সংগে মুকাবিলা হবে তা শেষ পর্যন্ত কাউকেও না জানানোই ছিল নবী করীমের রীতি। অনেক সময় তিনি মদীনা হতে বের হয়েও লক্ষ্য স্থলের দিকে সোজা পথে অগ্রসর না হয়ে বাকা পথে অগ্রসর হতেন। কিন্তু এবারে তিনি এই ব্যাপারে কোন গোপণীয়তাই রাখলেন না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় সকলকে জানিয়ে দিলেন যে, রোমান শক্তির সাথে যুদ্ধ হবে এবং সিরিয়ার দিকে যেতে হবে।

এই অবস্থার নাজুকতা আরবের সকল লোকই অনুভব করছিল, প্রাচীন জাহেলিয়াতের অন্ধ প্রেমিক যারা তখনো জীবিত ছিল তাদের সামনে এ ছিল সর্বশেষ আশার আলো। রোমান শক্তি ও ইসলামের এই সংঘর্ষের ফলাফলের প্রতি তারা অধির আগ্রহে তাকিয়ে ছিল। কেননা তারা নিজেরাও জানত যে, আশার এক বিন্দু ঝলকও কোথাও দেখা যাবে না। মুনাফিকরাও নিজেদের সর্বশেষ শক্তি এরই পক্ষে নিয়োজিত করেছিল। তারা 'মসজিদে দিরার' রচনা করে এই আশায় অপেক্ষা করছিল যে, সিরিয়ার যুদ্ধে ইসলামের ভাগ্য বিপর্যস্ত হলেই তারা ভিতর হতে নিজেদের ফেত্নার পতাকা উড্ডীন করতে পারে। শুধু তাই নয়, মুসলমানদের এই অভিযানকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য সম্ভব্য সকল চেষ্টা করে। এদিকে সত্যিকার নিষ্ঠবান মুসলমানরাও অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, যে দাওয়াত ও আন্দোলনের জন্য বিগত বাইশটি বছর ধরে তারা প্রাণ-পন হয়ে রয়েছেন, এখন তারই ভাগ্য চূড়ান্তভাবে নির্ধারণের মুহূর্তে এসে পৌছেছে। এই সময় সাহসিকতার সাথে এগিয়ে যাবার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এ হবে যে, সমগ্র দুনিয়ায় এই দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ার জন্য দ্বার উম্মুক্ত হবে। আর এই সময় দুর্বলতা দেখাবার অর্থ হচ্ছে মূল আরব ভুখন্ডেও এই দাওয়াত তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলবে। এই ভাবধারা নিয়ে

প্রকৃত নিষ্ঠবান মুসলমানেরা পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে আত্ম নিয়োগ করলেন। সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের ব্যাপারে প্রত্যেকেই অপরের তুলনায় বেশী অংশ গ্রহণে তৎপর হলেন। হযরত উসমান (রাঃ) এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফয়(রাঃ) বিপুল পরিমাণ অর্থ-দান করলেন। হযরত উমর নিজের সমগ্র জীবনের উপার্জনের অর্ধেক এনে পেশ করলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজের সমস্ত সম্পদ উৎসর্গ করলেন। দরিদ্র সাহাবীরা মেহনত- মজুরী করে যা কিছু পেরেছিলেন, তা সবই এনে দিলেন। মেয়েরা নিজেদের গহনা খুলে দিলেন। প্রাণ-উৎসর্গকারী স্বেচ্ছাসেবীদের বাহিনী চার দিক হতে এসে জমায়েত হতে লাগল। তারা দাবী করল, অস্ত্র ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা হলে আমরা আমাদরে প্রাণ কোরবান করতে প্রস্তুত। যাঁরা যানবাহন পায় নি, তাঁরা কান্নাকাটি করতে লাগলেন এবং এমনভাবে নিজেদের প্রাণের কাতরতা প্রকাশ করতে লাগলেন, যা দেখে রসূলে করীমের (সঃ) প্রাণে ব্যাথা অনুভুতহল। বস্তুতঃ ঈমান ও মুনাফেকীর পার্থক্য সূচিত হওয়ার জন্য এ সময়টি একটি নির্ভুল মানদন্ড হয়ে দাঁড়াল। এ সময় কারো যুদ্ধ ময়দান হতে দূরে পড়ে থাকার অর্থই হচ্ছে ইসলামের সাথে তার মনের সম্পর্ক সন্দেহ-পূর্ণ। এ কারণে তাবুকের দিকে যাবার সময় সফরকালে যে যে ব্যক্তিই পিছনে পড়ে যেত, সাহাবা কিরাম তাঁর সম্পর্কে রসূলে করীম (সঃ) কে জানিয়ে দিতেন। এবং নবী করীম (সঃ) সংগে সংগেই জবাবে বলতেন।

-"ছাড়ো, তার মধ্যে কোন কল্যাণ থাকলে আল্লাহ আবশ্যই তাকে এনে তোমাদের সাথে একত্রিত করবেন। আর তা না হলে শোকর কর যে, আল্লাহ তাকে তোমাদের হতে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন এবং তার মিথ্যা সাহচর্যের বন্ধন হতে তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন।"

নবম হিজরীর রজব মাসে নবী (সঃ) ৩০ হাজার মুজাহিদ সংগে নিয়ে সিরিয়ার দিকে রওনা হলেন। এই বাহিনীতে ছিল দশ হাজার উষ্ট্রারোহী যোদ্ধা। উটের সংখ্যা ছিল এতই কম যে, এক একটি উটের পিঠে একাধিক লোক সওয়ার হচ্ছিল। তার উপর গ্রীষ্মের প্রচন্ড গরম ও পানির অভাব। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও প্রকৃত মুসলমানেরা এই সংকট সময়ে যে অসীম সাহসিকতা ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাবুকে পৌছে যাওয়ার পরই তার নগদ ফল তারা লাভ করেছিলেন। সেখানে পৌছে তাঁরা জানতে পারলেন যে, কাইজার ও তার অধীন লোকেরা প্রত্যাক্ষ মুক্বাবিলায় আসার পরিবর্তে সীমান্ত হতে নিজেদের সৈন্য-সামন্ত প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। এবং সম্মুখ যুদ্ধ করার মত কোন সৈন্যই অবশিষ্ট নেই । ইতিহাস লেখক এই ঘটনাকে এমনভাবে লিখেছেন যে তাতে মনে হয়, নবী করীম (সঃ) রোমান সৈন্য সমাবেশ সম্পর্কে যে খবর পেয়েছিলেন, মূলতঃ তাই ছিল মিথ্যা। কিন্ত তা আসল ব্যাপার নয়। প্রকৃত ঘটনা ছিল এই যে, কাইজার সৈন্য-সমাবেশ শুরু করে দিয়েছিল, কিন্তু তার পূর্ণ প্রস্তুতির পূর্বেই যখন নবী করীম (সঃ) প্রত্যাক্ষ সংগ্রামে উপস্থিত হলেন, তখন সে সীমান্ত হতে সৈন্য প্রত্যাহার করা ছাড়া আর কোন উপায়ই দেখতে পেল না। মূতা যুদ্ধে ৩ হাজার ও এক লক্ষ সৈন্যের যে প্রত্যাক্ষ সংগ্রাম সে দেখতে পেয়েছিল, সেখানে স্বয়ং নবী করীমের (সঃ) নেতৃত্বে আগত ৩০ হাজার সৈন্যের মুকাবিলা করার জন্য এক-দু'লক্ষ সৈন্য নিয়েও ময়দানে আসতে কিছুমাত্র সাহস পেল না।

কাইজারের এভাবে পালিয়ে যাওয়ার কারণে ইসলামী শক্তির যে নৈতিক বিজয় সূচিত হল, এ অবস্থায় নবী করীম (সঃ) এটাকে যথেষ্ট মনে করলেন। এ জন্য তাবুক অতিক্রম করে সিরিয়া সীমান্তে প্রবেশে করার পরিবর্তে এ 'নৈতিক বিজয়' -এর সাহায্যে সম্ভাব্য সকল প্রকার রাজনৈতিক ও সামরিক সুবিধা লাভকেই অগ্রাধিকার দান করলেন। এ কারণে তিনি তাবুকে ২০ দিন অবস্থান করে রোমান সাম্রাজ্য ও ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী ও প্রধানতঃ রোমান সামাজ্য প্রভাবাধীন ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে সামরিক প্রভাব খাটিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত করদ রাজ্যে পরিণত করতে সক্ষম হলেন। 'দাওমাতুল জান্দাল'-এর খৃষ্টান গোত্রপতি আকিদার ইবনে আব্দুল মালেক কিন্দী, আয়লার খৃষ্টান গোত্রপতি ইউহানা ইবনে দূবা, এই ভাবে মাক্না, জারবা ও আজরাহ নামক জায়গার খৃষ্টান

দলপতিরাও জিযিয়া আদায়ের বিনিময়ে মদীনা সরকারের তাবেদারী গ্রহণ করল। এর ফল এই হল যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমা সরাসরিভাবে রোমন সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হল। আর যে সব আরব গোত্রকে রোমান মম্রাটরা আরব শক্তির বিরুদ্ধে এতদিন পর্যন্ত ব্যবহার করে এসেছে, তাদের অধিকাংশই এখন রোমানদের বিরোধী ও মুসলমানদের সমর্থক ও সাহায্যকারী হয়ে গেল। এছাড়া সবচেয়ে বড় ফায়দা এই হল যে, রোমন সাম্রাজ্যের সাথে দীর্ঘ মেয়াদী কোন দ্বন্দ্বে জড়িত হবার পূর্বেই ইসলাম আরবের বুকে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার অপূর্ব সুযোগ লাভ করল। অপরক দিকে যে সব লোক এত দিন প্রাচীন জাহেলীয়াতের পূনঃ প্রতিষ্ঠার আশায় দিন গুণছিল, তাদের মেরুদন্ড একেবারে চূর্ণ হয়ে গেল। তাদের মধ্যে অনেক ছিল প্রকাশ্য মুশরিক আর অনেক ছিল ইসলামের আবরণে মুনাফেক। তাদের অনেকেরই অবস্থা এতদূর চরমে পৌঁছেছিল যে ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়া ভিন্ন তাদের আর কোন উপায় থাকল না। নিজেরা ঈমানের অমূল্য সম্পদে ধন্য হতে পারুক আর-না-পারুক, অন্ততঃ তাদের ভবিষ্যত বংশধরেরা ইসলাম কবুল করার সুযোগ পেল। এরপর যে অল্প সংখ্যক লোক শেরক্, ও জাহেলীয়াতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকল, তারা বড়ই অসহায় হতে পড়ে। আর আল্লাহতা'আলা যে সংশোধনমূলক বিপ্লবের উদ্দেশ্য রসূল পাঠিয়েছিলেন তার অগ্রগতির পথে তারা কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারল না।

এই সূরায় আলোচিত বিষয়াদি

এই পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়কার ঘনীভূত বড় বড় সমস্যা এবং সূরা 'তওবায়' আলোচিত বিষয়াদি আমরা সহজেই আয়ত্ত করতে পারি।

১. এই সময় পর্যন্ত আরব দেশের শাসন-শৃংখলার কর্তৃত্ব যেহেতু ঈমানদার লোকদের হাতে এসে গিয়েছিল এবং সকল বিরোধী শক্তিই প্রতিহত ও পর্যুদস্ত হয়েছিল, এ কারণে সমগ্র আরব দেশকে দারুল-ইসলামের পরিণত করার জন্য অপরিহার্য নীতিসমূহ সম্মুখে প্রতিভাত হওয়া একান্তই জরুরী ছিল। আমরা দেখছি তা নিম্নলিখিত রূপে প্রকাশিত হলঃ

(ক) সমগ্র দেশ হতে শেরক্-কে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল ও উৎখাত করতে হবে। প্রাচীন মুশরেকী সমাজ-ব্যবস্থার মূল উৎপাটন করতে হবে, যেন ইসলামের কেন্দ্রস্থল চিরদিনের তরে সত্যিকার ইসলামের কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে এবং কোন শক্তি তার ইসলামী প্রকৃতিতে না কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে আর না কোন বিপদের সময় আভ্যন্তরীন বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। এ কারণেই মুশরেকদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং তাদের সাথে পূর্বের সব চুক্তি ভংগ করার ঘোষণা দান করা হল।

(খ) কাবা ঘরের ব্যবস্থাপনা ঈমানদার লোকদের হাতে ন্যস্ত হবার পর আল্লাহর খালেস বন্দেগী উদযাপনের জন্য নির্মিত ও উৎসর্গীকৃত এই ঘরে এখনো পূর্বানুরূপ শেরক্ ও বুতপরস্তি চলতে থাকা কিছুতেই শোভা পায়না। সেই ঘরের পরিচালনা ক্ষমতাও মুশরিকদের হাতে থাকতে পারে না। এই কারণে নির্দেশ দেয়া হল যে কাবা ঘরের পরিচালনার- ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব ভবিষ্যতে তওহীদ বিশ্বাসীদের হাতেই থাকতে হবে। উপরন্তু আল্লাহর সীমা-সরহদের মধ্যে শেরক ও জাহেলীয়াতের সমস্ত রসম-রেওয়াজ শক্তিপ্রয়োগে বন্ধ করতে হবে। শুধু তাই নয়, অতঃপর মুশরিকরা আল্লাহর ঘরের নিকটও আসতে পারবে না। এমন ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়; যেন ইবরাহিম নবীর (আঃ) প্রতিষ্ঠিত এই মহান প্রতিষ্ঠান শেরক্-এর পংকিলতায় মলীন হবার কোন আশংকাই অতঃপর না থাকে।

(গ) আরবে তামাদ্দুনিক জীবনে জাহেলীয়াতের যেসব রসম-রেওয়াজের এখন পর্যন্ত প্রচলন ছিল আধুনিক ইসলামী যুগেরও তা চলতে দেওয়া কিছুতেই উচিত হতে পারে না। এ কারণে তারও মুলোৎপাটনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হল। নাসী (হারাম মাসকে হালাল ও হালাল মাসকে হারাম নির্দিষ্ট করা)-র রেওয়াজ ছিল এই সব বদ্-রসমের মধ্যে অন্যতম ও প্রধান। এই জন্য তার উপর

সোজাসুজি আক্রমণ চালানো হয় এবং এই আক্রমণ দ্বারা মুসলমানদের জানিয়ে দেয়া হল যে, অবশিষ্ট জাহেলীয়াতের চিহ্ন ও নিদর্শগুলির সাথেও এরূপ ব্যবহারই করতে হবে।

২. আরবে ইসলামের ভুমিকা পূর্ণত্ব লাভ করার পর দ্বিতীয় একটি পর্যায় সম্মুখে উপস্থিত হয়। তা হল আরবের বাইরে দ্বীন ইসলামের প্রভাব বিস্তার করা বা ইসলাম প্রভাবিত এলাকার সম্প্রসারণ। এ ব্যাপারে রোমান সাম্রাজ্য ও পারস্যের রাষ্ট্রীয় শক্তি সর্বাধিক ভাবে পর্বত সমান বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এ জন্য আরবদেশ-সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন হবার পর পরই এই শক্তিগুলোর সাথে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়াও ছিল একান্ত অনিবার্য। অবশ্য পরে অপরাপর অমুসলিম রাষ্ট্র ও তামাদ্দুনিক শক্তির সাথেও এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়াও ছিল অবশ্যম্ভাবী। এ কারণে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, আরবের বাইরে যে সব লোক দ্বীন ইসলামের অনুসারী ও অনুগত নয়, তাদের স্বাধীন সার্বভৌমত্বকে শক্তির জোরে খতম করতে হবে, যতক্ষণ-না তারা ইসলামী প্রাধান্যকে স্বীকার করে তার অধীনতা কবুল করতে প্রস্তুত হয়। অবশ্য দ্বীন ইসলামের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ রূপে তাদের ইচ্ছাধীন। কিন্তু তাই বলে আল্লাহর যমীনে নিজের আইন-বিধান চালাবার এবং মানব সমাজের কর্তৃত্ব নিজেদের করায়ত্ব করে নিজেদের সমস্ত গোমরাহীকে মানব সাধারনের উপর ও তাদের বংশধরদের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার কোন অধিকারই তাদের থাকতে পারেনা। খুব বেশীর পক্ষে যতখানি আযাদী ও ইখতিয়ার তাদের দেয়া যেতে পারে তা শুধু এতটুকুই যে, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়ে থাকতে চাইলে থাকতে পারে কিন্তু সেজন্য শর্ত এই যে, জিযিয়া দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে।

৩. তৃতীয় পর্যায়ে কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছিল মুনাফিক সমস্যা। এ পর্যন্ত সাময়িক সুবিধাবাদের দৃষ্টিতে তাদের ব্যাপরটিকে খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়নি। কিন্তু যখন বৈদেশিক বিপদের চাপ হ্রাস পেয়েছিল- একেবারে ছিলই না বলা চলে, তখন ভবিষ্যতে তাদের সাথে কোন রূপ নম্র আচরণ করতে নিষেধ করা হয়। বরং ইসলামের প্রকাশ্য দুশমনণদের প্রতি নিয়োজিত কঠোর নীতি এই প্রচ্ছন্ন দুশমণদের সাথেও অবলম্বন করতে হবে বলে তাগিদ করা হয়। এই নীতির কারণেই নবী করীম (সঃ) তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে সুয়াইলিমের ঘরে অগ্নিসংযোগ করে দিলেন। কেননা তথায় বহু সংখ্যাক মুনফিক মুসলমানদেরকে যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত রাখার জন্য চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছিল। আর নীতি অনুযায়ীই তাবুক হতে প্রত্যাবর্তন করার সংগে সংগে সর্বপ্রথম যে কাজটি নবী করীম (সঃ) করলেন, তা হচ্ছে 'মসজিদে যিরার'কে ধ্বংস করা ও অগ্নিসংযোগে ভস্ম করে দেবার নির্দেশ দান।

৪. সত্যিকার মুমিনদের মধ্যে এই সময় পর্যন্তও যে সংকল্পের দুর্বলতা অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল তার সংশোধন ছিল একান্ত অপরিহার্য। কেননা ইসলাম এখন এক আন্তর্জাতিক শক্তি হিসেবে গন্য হতে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পদার্পণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। এই সময় একটি মাত্র মুসলিম রাষ্ট্রীকে সমগ্র অমুসলিম দুনিয়ার সাথে সংঘর্ষে নামতে হচ্ছিল বলে মুসলমানদের অভ্যন্তরে সংকল্প দৌর্বল্যের মত মারাত্মক বিপদ আর কিছু হতে পারে না। এই কারণে তাবুক যাত্রা কালে যে সব লোক দূর্বলতা ও অবসাদ-অবহেলা বা সুযোগ সন্ধানের বাতুলতা প্রদর্শন করেছে তাদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়। কোন যুক্তি-সংগত কারণ বা ওযর ছাড়াই এই ধরনের সংকট মুহূর্তে পিছনে পড়ে থাকা মুলতঃই এক মুনাফিকী ভুমিকা এবং সঠিক ঈমানদার না হওয়ার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে গন্য করলেন। অতঃপর ভবিষ্যতের জন্য স্পষ্ট ভাষায় একথা ঘোষণা করে দেয়া হয়ে যে, আল্লাহর দ্বীন প্রচারের চেষ্টা ও সাধনা এবং কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্ব হচ্ছে এমন এক মানদন্ড, যার ভিত্তিতে মুমিন লোকের ঈমানের দাবী পরীক্ষা করা হবে, এই সংঘর্ষে যে লোক ইসলামের জন্য জান-মাল সময়-শ্রম উৎর্সগ করতে পশ্চাদপদ হবে, তার ঈমান-ঈমান বলে গন্যই হবে না। আর এই ক্ষেত্রের কোনরকম ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা অপর কোন ধর্মীয় কাজ দ্বারা পূর্ণ হতেও পারবে না।

এসব মৌলিক বিষয় সামনে রেখে সূরা তওবা অধ্যয়ন করা হলে এর আলোচিত বিষয়াদি সঠিকরূপে বুঝতে পারা সহজ হবে।

اٰيَاتُهَا ١٢٩ (٩) سُوْرَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ١٦

ষোল তার রুকু (সংখ্যা) মাদানী তওবা সূরা ৯ ১২৯ তার আয়াত(সংখ্যা)

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ

মধ্য হতে | তোমরা চুক্তি করেছিলে | তাদের (যাদেরসাথে) | প্রতি | তাঁর রসূলের | ও | আল্লাহর | পক্ষহতে | সম্পর্কচ্ছেদ (ঘোষণা)

الْمُشْرِكِيْنَ ۝١ فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا

তোমরা জেনেরাখ | ও | মাস (পর্যন্ত) | চার | দেশের | মধ্যে | তোমরা অতএব চলাফেরা কর | মুশরিকদের

اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ۝٢

কাফেরদেরকে | লাঞ্ছনাকারী | আল্লাহ | নিশ্চয়ই | ও | আল্লাহকে | অক্ষমকারী | নও | যে তোমরা

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ

দিনে | জন-সাধারণের | প্রতি | তাঁর রসূলের | ও | আল্লাহর | পক্ষহতে | সাধারণ ঘোষণা | এবং

الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ

মুশরিকদের | থেকে | সম্পর্কহীন | আল্লাহ | যে | বড় | হজ্জের

১. সম্পর্ক ছেদের ঘোষণা[১]; করা হল আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের তরফ হতে, যে সব মুশরিকের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে[২]-যাদের সাথে। ২. অতএব তোমরা দেশে চারটি মাস আরো চলাফেরা করে লও। এবং জেনে রাখ যে তোমরা আল্লাহকে দুর্বল করতে পারবে না। আরো এই যে, আল্লাহ সত্য অমান্যকারীদের লাঞ্ছিত করবেন। ৩. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ হতে সাধারণ ঘোষণা (সমস্ত মানুষের প্রতি) হজ্জের বড় দিনে[৩] এই যে, আল্লাহ মুশরিকেদের সাথে সম্পর্কহীন

১. নবী করীম (সঃ) যখন হযরত আবুবকর (রাঃ) কে হজ্জের জন্য প্রেরণ করেছিলেন সেই সময়ে ৯ম হিজরীতে এই আয়াত (৫ম রুকুর শেষ পর্যন্ত) অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত আবুবকরের হজ্জে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর যখন এই আয়াত নাযিল হলো তখন রসূলল্লাহ (সঃ) হাজীদের সাধারণ সম্মেলনে এই আয়াত শুনিয়ে দেবার জন্য ও সেই সঙ্গে নিম্নে চারটি বিষয় ঘোষণা করার জন্য হযরত আলী (রাঃ) কে প্রেরণ করলেনঃ (১) দ্বীন ইসলামকে কবুল করতে অস্বীকারকারী কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না (২) এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জের-জন্য যেন না আসে। (৩) উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ নিষিদ্ধ। (৪) যাদের সঙ্গে রসূলুল্লাহর (সঃ) চুক্তি বজায় আছে অর্থাৎ যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি তাদের সঙ্গে চুক্তির মীয়াদ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হবে। নবী করীমের (সঃ) নির্দেশ অনুসারে হযরত আলী (রাঃ) ১০ই যিলহজ্জ তারিখে এ ঘোষণা করেন। ২. 'সূরা আনফাল' -এর ৫৮নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে যদি কোন জাতির কাছ থেকে তোমাদের বিশ্বাস-ভঙ্গের (চুক্তি-ভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকতা) আশংকা হয় তবে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে যাদের চুক্তি তাদের দিকে নিক্ষেপ কর (অর্থাৎ চুক্তি প্রত্যাহার কর) এবং তাদের জানিয়ে দাও যে, এখন তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চুক্তি বজায় নেই। এই নৈতিক নিয়মানুযায়ী যে সমস্ত গোত্র চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও ইসলামের বিরুদ্ধে সব সময় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো এবং সুযোগ পেলেই সন্ধি-চুক্তির মর্যাদাকে সম্পূর্ণ আগ্রহ্য করে শত্রুতায় রত হতো সেই সমস্ত গোত্রের বিরুদ্ধে চুক্তি বাতিল করণেরই সাধারণ ঘোষণা করা হলো। এই ঘোষণার পর আরবের মোশরেকদের পক্ষে এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না যে হয় তারা যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হবে ও ইসলামী শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে ধ্বংস-প্রাপ্ত হবে বা দেশ ত্যাগ করে চলে যাবে, অথবা ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদেরকে ও নিজেদের এলাকাকে সেই শৃঙ্খলা-ব্যবস্থার অধীনস্থ করে দেবে যা পূর্বেই দেশের অধিকাংশ অংশকে ইসলামী শাসনের আওতায় নিয়ে এসেছে। ৩. 'হজ্জে আকবর'(বড় হজ্জ) শব্দ 'হজ্জে আসগর' (ছোট হজ্জ)-এর মোকাবেলায় ব্যবহৃত হয়েছে। আরববাসীরা ওমরাহকে 'ছোট হজ্জ' বলতো। এর মোকাবেলায় যে হজ্জ যিলহজ্জ মাসের নির্দিষ্ট তারিখ গুলোতে করা হয় তাকে 'হজ্জে আকবর' বলা হয়েছে।

وَ رَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ

তোমরা ফিরেযাও | যদি | আর | তোমাদের জন্য | উত্তম | তবে তা | তোমরা তওবাকর | অতএব যদি | তাঁর রসূলও (দায়িত্বমুক্ত) | এবং

فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ

(তাদেরকে) যারা | সুসংবাদ দাও | এবং | আল্লাহকে | অক্ষমকারী | নও | যে তোমরা | তোমরা তবে জেনেরাখ

كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ﴿۳﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ

মধ্যহতে | তোমরা চুক্তি করেছ | যাদের (সাথে) | তবে | অতিকষ্টদায়ক | আযাবের | কুফরী করেছে

الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّ لَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ

তোমাদের বিরুদ্ধে | তারা সাহায্য করেনাই | ও | কিছুমাত্র | তোমাদের সাথে ক্রটি করেনাই (চুক্তি রক্ষায়) | এরপর | মুশরিকদের

اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

আল্লাহ | নিশ্চয়ই | তাদের মেয়াদ | পর্যন্ত | তাদের | চুক্তি | তাদের সাথে | তোমরা তাহলে পূর্ণকর | কাউকে

يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۴﴾ فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا

তোমরা তখন হত্যাকর | হারাম | মাসসমূহ | অতিবাহিত হয় | অতঃপর যখন | মুত্তাকীদেরকে | ভালবাসেন

الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَ خُذُوْهُمْ وَ احْصُرُوْ

তোমরা ঘেরাও কর | ও | তাদেরকে | তোমরাধর | ও | তাদেরকে | তোমরাপাও | যেখানে | মুশরিকদেরকে

هُمْ وَ اقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ

ঘাটিতে | প্রত্যেক | তাদের জন্য | তোমরা বস | এবং | তাদেরকে

এবং তার রসূলও। এখন যদি তোমরা তওবা কর, তহলে তা তোমাদের জন্যই ভাল। আর যারা বিমুখ হও, তারা খুবভাল করে বুঝেনাওঃ তোমরা আল্লাহকে দূর্বল করতে অক্ষম। আর হে নবী, অমান্যকারীদের কঠিন আযাবের সুসংবাদ শুনাও। ৪. সেসব মুশরিক ছাড়া, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ, পরে তারা সে চুক্তি রক্ষা করার ব্যাপারে তোমাদের সাথে একবিন্দু ক্রটি করেনি। আর না তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেছে। এই ধরনের লোকদের সাথে তোমরা চুক্তির-মীয়াদ পর্যন্ত চুক্তি রক্ষা করে যাও। কেননা আল্লাহ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন। ৫. অতএব হারাম মাস[৪] যখন অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তাদের পাও; এবং তাদের ধর, ঘেরাও কর এবং প্রতিটি ঘাটিতে তাদের খবরাখবর নেয়ার জন্য শক্ত হয়ে বস।

---

৪. এখানে 'হারাম মাস' বলতে সেই চার মাসকে বুঝাচ্ছে মোশরেকদের যার অবকাশ দেয়া হয়েছিল। এই অবকাশের সময়-কালের মধ্যে মোশরেকদের উপর আক্রমণ করা মুসলমানদের পক্ষে বৈধ ছিলনা। এজন্য এই মাসগুলিকে হারাম মাস বলা হয়েছে।

فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا

তোমরা তবে ছেড়েদাও | যাকাত | তারা দেয় | ও | নামাজ | তারা প্রতিষ্ঠাকরে | ও | তারা তওবাকরে | অতঃপর যদি

سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَ اِنْ اَحَدٌ مِّنَ

মধ্যহতে | কেউ | যদি এবং | মেহেরবান | ক্ষমাশীল | আল্লাহ | নিশ্চয়ই | তাদের রাস্তা

الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ

এরপর | আল্লাহর | বাণী | সে শুনে | যতক্ষণ না | তাকে তবে আশ্রয় দাও | তোমার আশ্রয় চায় | মুশরিকদের

اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝ كَيْفَ ع

কেমনকরে | তারা জানে | না | (এমন) লোক | এজন্যে যে তারা | এটা | তার নিরাপদস্থানে | তাকেপৌছাও

يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ عِنْدَ رَسُوْلِهٖۤ

তাঁর রসূলের | কাছে | ও | আল্লাহর | কাছে | চুক্তি | মুশরিকদের জন্যে | (বহাল) থাকবে

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا

তাই যতক্ষণ | হারামের | মসজিদে | কাছে | তোমরা চুক্তিকরেছ | যাদের (সাথে) | এছাড়া

اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

মুত্তাকীদের | ভালবাসেন | আল্লাহ | নিশ্চয়ই | তাদের জন্যে | তোমরাও সোজাথাক | অতঃপর তোমাদের জন্যে | তারা সোজাথাকে

অতঃপর তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তাদেরকে তাদের পথ ছেড়ে দাও[৫]। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। ৬. আর মুশরিকদের মধ্যহতে কোন ব্যক্তি যদি আশ্রয় চেয়ে তোমাদের নিকট আসতে চায় (আল্লাহর কালাম শুনার উদ্দেশ্যে) তবে তাকে আশ্রয় দান কর, যেন সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে। পরে তাকে তার আশ্রয়স্থলে পৌছে দাও। এটা এ জন্যে করা উচিৎ যে এই লোকেরা প্রকৃত ব্যাপার কিছুই জানেনা। রুকু-০২ ৭. এই মুশরিকদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট কোন চুক্তি কি করে হতে পারে- সেই লোকদের ছাড়া, যাদের সাথে তোমরা মসজিদে হারামের নিকট সন্ধিচুক্তি করেছিলে[৬]? অতএব যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে সঠিক ব্যবহার করবে, তোমরাও ততক্ষণ তাদের ব্যাপারে সটিক পথে থাকবে, কেননা আল্লাহতা'আলা মুত্তাকী লোকদের পছন্দ করেন।

৫. অর্থাৎ কেবলমাত্র কুফর ও শেরক থেকে তওবা করে নিলেই ব্যাপারটি শেষ হয়ে যাবে না বরং তাদের নামায প্রতিষ্ঠা করতে ও যাকাত দান করতে হবে। নচেৎ তারা যে কুফর ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে এ কথা মেনে নেয়া যাবে না। ৬. অর্থাৎ বনী-কেনানাহ, বনী-খোযাআহ্ এবং বনী-যামরাহ।

৮. কিন্তু তাদের ছাড়া অপরাপর মুশরিকদের সাথে কোন চুক্তি কিরূপে হতে পারে, যখন তাদের অবস্থা এই যে, তারা তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে তখন তারা না তোমাদের ব্যাপারে কোন নিকটাত্মীয়তার খেয়াল রাখে আর না - কোন প্রতিশ্রুতির দায়িত্বের কথা মনে করে? তারা নিজেদের মুখদিয়ে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের দিল তা অস্বীকার করে; আর তাদের অধিকাংশই ফাসেক। ৯. তারা আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্যই গ্রহণ করেছে, তার পর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়েছে; খুব খারাব কাজই এরা করে আসছে। ১০. কোন ঈমানদার ব্যক্তির ব্যাপারে এরা না নিকটাত্মীয়তার কোন খেয়াল করে আর না কোন চুক্তির দায়িত্ব পালন করে। অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি সব সময় তাদের পক্ষ হতেই হয়েছে। ১১. অতএব এখন যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়,তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই[৭]। জ্ঞান-সম্পন্ন লোকদের জন্য আমরা আইন-কানুন স্পষ্ট করে বলেদিতেছি।

৭. অর্থাৎ নামায ও যাকাত ছাড়া শুধু তওবা করে নিলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই বলে গন্য হবে না। অবশ্যই যদি তারা এ শর্ত পূর্ণ করে, তবে তার ফল মাত্র এই হবে না যে তোমাদের পক্ষে তাদের প্রতি কোন আঘাত করা বা তাদের ধন-প্রাণের কোন ক্ষতি-সাধান করা হারাম হবে অধিকন্তু এর ফল এও হবে যে ইসলামী সমাজে তারা সম-অধিকার লাভ করবে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আইন গত দিক দিয়ে তারা অন্যান্য সকল মুসলমানদের সমান বলে গণ্য হবে, কোন পার্থক্য ও বৈষম্য তাদের উন্নতির পথে বাধা হবে না।

১২. আর যদি প্রতিশ্রুতি দানের পর তারা নিজেদের শপথকে ভংগ করে এবং তোমাদের দ্বীনের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে, তাহলে কুফরের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে লড়াই কর। কেননা তাদের কসমের কোন বিশ্বাস নেই। সম্ভবতঃ (আবার তরবারীর আঘাতের ভয়েই) তারা বিরত হবে[৮]। ১৩. তোমরা কি এমন লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না, যারা নিজেদের অংগীকার ভংগ করতেই থাকে এবং যারা রসূলকে (সঃ) দেশ হতে বহিস্কৃত করার সংকল্প করেছিল, আর বাড়াবাড়ির সূচনা তারাই করেছিল? তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? তোমরা মুমিন হলে আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিৎ। ১৪.. তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদেরকে শাস্তি দান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন, আর তাদের বিরুদ্ধে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন। এবং বহুসংখ্যক মু'মিনের দিলকে ঠান্ডা ও শীতল করবেন।

৮. এখানে অঙ্গীকার করা ও শপথ করার অর্থ হচ্ছে মুসলমান হবার অঙ্গীকার করা ও ইসলামের আনুগত্যের শপথ করা। অর্থাৎ যদি তারা মুসলমান হবার পর পুনরায় কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করে তবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে। এই আদেশ অনুযায়ীই হযরত আবু বকর (রা) মোরতাদদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

وَ يُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى

(তাদের) প্রতি | আল্লাহ | ক্ষমা পরায়ণ হবেন | ও | তাদের অন্তরসমূহের | ক্ষোভ (জ্বালা) | দূর করবেন তিনি | এবং

مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ⑮ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ

যে | তোমরা মনেকরেছ | কি? | সুবিজ্ঞ | সর্বজ্ঞ | আল্লাহ | এবং | তিনি ইচ্ছেকরবেন | যাদেরকে

تُتْرَكُوْا وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ

ও | তোমাদের মধ্যে | প্রানান্তকর চেষ্টা করে(তারপথে) | (তাদেরকে) কারা | আল্লাহ | দেখেন নাই (এখন পর্যন্ত) | অথচ | তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে

لَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لَا رَسُوْلِهٖ وَ لَا الْمُؤْمِنِيْنَ

ঈমানদার - দেরকে | না | ও | তাঁর রসূল | না | ও | আল্লাহ | ব্যতীত | তারা গ্রহণকরেনি (অন্যকাউকে)

وَلِيْجَةً ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⑯ مَا كَانَ

ع ١٠

হতে পারে (এমন) | না | তোমরা কাজকরছ | ঐবিষয়ে যা | খুব জানেন | আল্লাহ | এবং | বন্ধু হিসেবে

لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى

উপর | (কারণ) তারা সাক্ষ্য দিচ্ছে | আল্লাহর | মসদিজ সমূহের | রক্ষণাবেক্ষণ করবে তারা | যে | মুশরিকদের জন্যে

اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚۖ وَ فِى

মধ্যে | এবং | তাদের আমল | নষ্ট হয়েছে | ঐসব লোকের | কুফরীর | তাদের নিজেদের

النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ⑰

চিরস্থায়ী হবে | তারা | জাহান্নামের

---

১৫. তাদের দিলের জ্বালা নিভিয়ে দিবেন এবং যাকে চাইবেন তার প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হবেন[৯]। আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ। ১৬. তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, এমনিই তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত দেখেননি যে, তোমাদের মধ্যে কোন্ লোকেরা (তাঁর পথে) প্রাণান্তকর চেষ্টা ও সাধনা করেছে এবং আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিন লোকদেরকে ছাড়া অন্য কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। তোমরা যাকিছু কর আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত রয়েছেন। রুকু-৩ ১৭. মুশরিকদের কাজ এ নয় যে, তারা আল্লাহর মসজিদ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সেবক হবে এমতাবস্থায় যে, তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাদের সব আমলই তো বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে গিয়েছে। আর জাহান্নামে তাদের চিরকালই থাকতে হবে।

---

৯. মুসলমানরা ভয় করছিল যে, এ ঘোষণা হলেই আরবের সকল দিক থেকে আগুণ জ্বলে উঠবে, এবং আমরা মস্ত বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ব। আল্লাহতা'আলা এই আয়াত দিয়ে সান্তনা দান করেছেন যে তোমাদের এ অনুমান ভুল–ফল এর বিপরীতই হবে।

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ

দিবসের ও আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে (সেই) যে আল্লাহর মসজিদ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করবে মূলতঃ

الْاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ لَمْ يَخْشَ

ভয়করে (অন্যকাউকে) না ও যাকাত আদায় করে ও নামাজ প্রতিষ্ঠা করে ও আখেরাতের

اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٨﴾

সঠিক পথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত তারাই হবে ঐসব লোক আশাকরা যায় আল্লাহ ব্যতীত

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ

তার সমান যে হারামের মসজিদে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও হাজীদের পানি পান করান তোমরা মনে করেছ কি

اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ جٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ

আল্লাহর পথে প্রাণান্তকর চেষ্টা করে ও আখেরাতের দিবসের ও আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে

لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ

লোকদের সঠিক পথ দেখান না আল্লাহ এবং আল্লাহর নিকট তারা সমান নয়

الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا

প্রানান্তকর চেষ্টা করেছে ও হিজরত করেছে ও ঈমান এনেছে যারা (যারা) যালেম

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ۙ

তাদের জানসমূহ (দিয়ে) ও তাদের মালদিয়ে আল্লাহর পথে

১৮. আল্লাহর মসজিদের আবাদকারী (সংরক্ষক ও খাদিম) তো সেই লোকেরাই হতে পারে, যারা আল্লাহ এবং পরকালকে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। তাদের সম্পর্কেই এই আশা করা যায় যে, তারা সঠিক-সোজা পথে চলবে। ১৯. তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং 'মসজিদে হারাম'-এর সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করাকে সেই ব্যক্তির কাজের সমান মনে করে নিয়েছ, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি এবং যে প্রাণান্ত করল আল্লাহরই পথে[১০]? আল্লাহর নিকট তো এই দুই শ্রেণীর লোক এক ও সামন নয়। আর আল্লাহ যালেমদের কখনই পথ দেখান না। ২০. যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জেহাদ করেছে,

১০. এই নির্দেশ দিয়ে এই ফায়সালা দান করা হয়েছে যে, এখন থেকে বায়তুল্লাহর তত্ত্বাবধান মুশরিকাদের হাতে আর থাকতে পারে না। মুশরিক কোরাইশরা খেদমত করে আসার অধিকারে বায়তুল্লাহর মোতাওয়ালী থাকার হকদার হতে পারে না।

তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে; আর তারাই সফলকাম ২১. তাদের রব তাদেরকে নিজের রহমত ও সন্তোষ এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্য চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী সুবিন্যাস্ত রয়েছে। ২২. সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তাদের কাজের বিরাট পুরস্কার রয়েছে। ২৩. হে ঈমানদার লোকেরা, নিজেদের পিতা ও ভাইকেও নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অধিক ভালবাসে। তোমাদের যে লোকেই এই ধরণের লোকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সেই যালেম হবে। ২৪. হে নবী, বলে দাও যে, যদি তোমাদের পিতা, পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রীরা ও তোমাদের আত্মীয়-স্বজন তোমাদের সেই ধন-মাল যা তোমরা উপর্জন করেছ,

সেই ব্যবসায় যার মন্দা হওয়াকে তোমরা ভয় কর, আর তোমাদের সেই ঘর যাকে তোমরা খুবই পছন্দ কর- তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং আল্লাহর পথে চেষ্টা সাধনা করা অপেক্ষা প্রিয় হয়, তা হলে তোমরা অপেক্ষা কর, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা তোমাদের সামনে পেশ করেন। আর আল্লাহ তো ফাসেক লোকদের কখনই হেদায়াত করেন না। রুকু-০৪ ২৫. আল্লাহ ইতিপূর্বে বহু ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন। এই সেদিন হুনায়ন যুদ্ধের দিন (আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্য ও হস্ত ধারণের ব্যাপারটি তোমরা দেখতে পেয়েছ[১১])। সেদিন তোমাদের সংখ্যা-বিপুলতা তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজেই আসেনি। যমীন তার অসীম বিশালতা সত্ত্বেও তোমাদের পক্ষে সংকীর্ণই হয়ে গিয়েছিল, আর তোমরা পশ্চাদপসরণ করে পালিয়ে গেলে।

---

১১. এই আয়াত নাযিল হওয়ার মাত্র ১২/১৩ মাস পূর্বে ৮ম হিজরীর শওয়াল মাসে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী হুনায়ন উপত্যকায় হুনায়নের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে মুসলমান পক্ষে ফৌজ ছিল ১২,০০০। কিন্তু অপরপক্ষে কাফেরদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাওয়াযিন গোত্রের তীরন্দাযেরা মুসলমানদের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছিল। ইসলামের সৈন্যদল শোচণীয় ভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পিছু হটেছিল। সে সময় মাত্র নবী করীম (সঃ) ও কয়েকজন মুষ্টিমেয় সাহাবার কদম আপন আপন জায়গায় অটল ছিল। এবং তাদেরই অবিচলতার ফলেই সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা দ্বিতীয়বার স্থাপিত হতে পেরেছিল এবং শেষে বিজয় মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। অন্যথায় মক্কা বিজয়ে যা কিছু লাভ করা গিয়েছিল হুনায়নে তার থেকে অনেক বেশী হারাতে হত।

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

ঈমানদারদের উপর ও তাঁর রসূলের উপর তাঁর প্রশান্তি আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন এরপর

وَ اَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَ عَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ

কুফরী করেছিল (তাদেরকে) যারা আযাব দিলেন ও তা তোমরা দেখতে পাওনি (এমন) বাহিনী অবতীর্ণ করলেন ও

وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۶﴾ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ

পরেও আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ হলেন অতঃপর কাফেরদের কর্মফল এটা (ছিল) ও

ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۷﴾ يٰۤاَيُّهَا

ওহে মেহেরবান ক্ষমাশীল আল্লাহ এবং তিনি ইচ্ছে করেন যাকে (তার) প্রতি এর

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ

মসজিদে তারা নিকটবর্তী হবে অতএব না নাপাক মুশরিকরা মূলতঃ ঈমান এনেছ যারা

الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَ اِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ

শীঘ্রই তবে দারিদ্রের ভয়কর তোমরা যদি এবং এই তাদের বছরের পরে হারামের

يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۤ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۸﴾

মহাবিজ্ঞ সর্বজ্ঞ আল্লাহ নিশ্চয়ই তিনি ইচ্ছে করেন যদি তাঁর অনুগ্রহে আল্লাহ তোমাদের অভাবমুক্ত করবেন

২৬. অতঃপর আল্লাহ তাঁর শান্তির অমিয়ধারা তাঁর রসূল ও ঈমানদার লোকদের উপর বর্ষণ করলেন, আর সেই বাহিনীও পাঠালেন যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর সত্যের অস্বীকার কারীদের তিনি শাস্তি দান করলেন, কেননা, সত্যের বিরোধীদের এই হচ্ছে প্রতিফল। ২৭. তার পর (তোমরা এও দেখতে পেয়েছ যে এই ভাবে শাস্তিদানের পর) আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তার প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হবেন।[১২] আর আল্লাহই বড় ক্ষমাশীল এবং করুণাময়। ২৮. হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ, মুশরিক লোকেরা নাপাক। অতএব এই বছরের পরে তারা যেন মসজিদে হারামের নিকটেও না আসতে পারে[১৩]। তোমাদের যদি অভাব-অনটনের ভয় হয়, তাহলে এ অসম্ভব নয় যে আল্লাহ চাইলে তোমাদেরকে তিনি স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদশালী করে দেবেন। আল্লাহ বস্তুতঃই সর্বজ্ঞ ও অতুলনীয় জ্ঞানী।

১২. এখানে এই বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যে হুনায়নের যুদ্ধে যে কাফেররা পরাজিত হয়েছিল তারা সকলে পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ১৩. অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য তাদের হজ্জ ও তাদের যিয়ারতই মাত্র বন্ধ থাকবে না বরং মসজিদে হারামের সীমার মধ্যে তাদের প্রবেশও নিষিদ্ধ হবে।

২৯. যুদ্ধ কর আহলি-কিতাবের সেই লোকদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ এবং পরকালের দিনের প্রতি ঈমান আনেনা। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তাকে হারাম করেনা, এবং সত্য দ্বীন ইসলামকে নিজেদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে না। (তাদের সাথে লড়াই করতে থাক) যতক্ষণ না তারা নিজেদের হাতে জিযিয়া দিতে ও ছোট হয়ে থাকতে প্রস্তুত হয়[১৪]। রুকু-৫ ৩০. ইয়াহূদীরা বলে যে, উজাইর আল্লাহর পুত্র। আর ঈসায়ীরা বলে যে, মসীহ আল্লাহর পুত্র। এ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অমূলক কথা যা তারা নিজেদের মুখে উচ্চারণ করে সেই লোকদের দেখা দেখি, যারা তাদের পূর্বে কুফরীতে নিমজ্জিত হয়েছিল। আল্লাহর মার হোক এদের উপর, এদের কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে!

১৪. অর্থাৎ যুদ্ধের উদ্দেশ্য এই নয় যে, তারা ঈমান আনবে ও সত্য-দ্বীনের অনুসারী হয়ে যাবে বরং তাদের শাসন-কতৃত্ব লুপ্ত করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। তারা যেন যমীনের উপর শাসন ও আদেশদাতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত না থাকে বরং পৃথিবীর জীবন-ব্যবস্থার রশি এবং কতৃত্ব ও নেতৃত্বের ক্ষমতা দ্বীনে-হকের অনুসারীদের হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং আহলি-কিতাবগণ তাদের অনুগত ও অধিনস্ত হয়ে অবস্থান করবে। এর পর যার ইচ্ছা হবে সে স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করবে; নতুবা জিযিয়া দিতে থাকবে। ইসলামী রাষ্ট্রে জিম্মীদের যে নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ দান করা হয় জিযিয়া হচ্ছে তার বিনিময়। এ ছাড়া জিযিয়া তাদের ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকৃতির নিদর্শনও বটে।

৩১. তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের আলেম ও দরবেশ লোকদেরকে নিজেদের রব বানিয়ে নিয়েছে[১৫]। আর এই ভাবে মরিয়ম পুত্র ঈসাকেও। অথচ তাদেরকে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। সেই আল্লাহ যার ছাড়া অপর কেউ বন্দেগী পাবার অধিকারী নন। তিনি পাক-পবিত্র এসব মুশরেকী কথাবার্তা হতে, যা তারা বলে। ৩২. এই লোকেরা চায় যে, আল্লাহর আলো-কে তারা নিজেদের ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিবে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলো-কে পূর্ণতা দান না করে কিছুতেই ছাড়বেন না, কাফের লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন! ৩৩. তিনি আল্লাহই, যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়াতের বিধান ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তাকে অপর সব দ্বীনের উপরই জয়ী করে দেন[১৬] মুশরিকদের পক্ষে তা যতই অসহ্য ব্যাপারই হোক না কেন।

১৫. হাদীসে উল্লেখিত হয়েছেঃ আদি-বিন হাতিম যিনি প্রথমে খৃষ্টান ছিলেন, যখন রসূলে করীম (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, এই আয়াতে নিজেদের আলেম ও দরবেশদের রব বানিয়ে নেয়ার যে দোষারোপ আমাদের প্রতি করা হয়েছে তার প্রকৃত তাৎপর্য কি? উত্তরে নবী করীম (সঃ) বলেন এটা কি সত্য নয় যে- যা কিছু তারা হারাম বলে, তোমরা সেগুলোকে হারাম বলে মেনে নাও, ও যা কিছু তারা হালাল বলে সেগুলোকেও তোমরা হালাল বলে গন্য কর। তিনি নিবেদন করলেন, হ্যাঁ- এরূপ তো অবশ্য আমরা করে থাকি। নবী (সঃ) এরশাদ করলেন- বাস্ এরই অর্থ তাদেরকে রব বলে মান্য করা। তারা প্রকৃত পক্ষে স্বকল্পনার রুবুবিয়াতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়, এবং যারা তাদের এই শরীয়ত-রচনার অধিকারকে স্বীকৃতি দান করে তারা তাদেরকে নিজেদের রব বানায়।

(অপর পাতায় দেখুন)

৩৪. হে ঈমানদার লোকেরা, এই আহলি-কিতাবের অধিকাংশ আলেম ও দরবেশদের অবস্থা এই যে, তারা জনগণের ধন-মাল বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করে এবং তাদেরকে আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রাখে। অতি পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও সেই লোকেদের, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঁজি করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করেনা। ৩৫. একদিন অবশ্যই হবে, যখন এই স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর জাহান্নামের আগুন উত্তপ্ত করা হবে এবং পরে তা দিয়ে সেই লোকদের কপাল, পার্শ্বদেশ এবং পিঠে দাগ দেয়া হবে- এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চিত করেছিলে। নাও এখন তোমাদের সঞ্চিত সম্পদের স্বাদ গ্রহণ কর।

১৬. আরবী ভাষায় দ্বীন বলা হয়- সেই জীবন-ব্যবস্থা বা জীবন-পদ্ধতিকে যার প্রতিষ্ঠাকারীকে সনদ বা আনুগত্যের হকদার হিসেবে কার্যতঃ মান্য করা হয়। মোট কথা, এই আয়াতে রসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে- তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হেদায়াত ও 'দ্বীনে-হক' নিয়ে এসেছেন তাকে দ্বীনের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্পন্ন সকল প্রকার ব্যবস্থা ও পদ্ধতির উপর জয়ী করতে হবে। রসূলের উত্থান কখনো এই উদ্দেশ্যে হতে পারে না যে, তাঁর আনীত জীবন-ব্যবস্থা অপর কোন জীবন-ব্যবস্থার অনুগত ও তার অধিনস্থ হয়ে বা তাঁর প্রদত্ত অনুগ্রহ-সুবিধা বা অবকাশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা সংকুচিত হয়ে থাকবে; বরং তা যমীন ও আসমানের বাদশাহর প্রতিনিধি হয়ে আসে এবং স্বীয় বাদশাহর 'সত্য-ব্যবস্থাকে বিজয়ী রূপে দেখতে চায়।যদি অন্যকোন জীবন-ব্যবস্থা পৃথিবীতে থাকে বা, তবে তাকে খোদায়ী ব্যবস্থায়' প্রদত্ত অবকাশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে অবস্থান করতে হবে- যেমন জিযিয়া দেওয়ার বিনিময়ে জিম্মীদের জীবন-ব্যবস্থা থাকে। এ হতে পারেনা যে কাফেররা আধিপত্যশীল থাকবে ও সত্য-কর্মের অনুসারীরা 'জিম্মী'রূপে অবস্থান করবে।

৩৬. প্রকৃত কথা এই যে, যখন হতে আল্লাহতা'আলা আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন তখন হতেই মাসগুলির সংখ্যা মাত্র বারো। তার মধ্যে চারটি মাস হারাম [১৭]। এটাই নির্ভূল ব্যবস্থা, অতএব এই চার মাসে নিজেদের উপর যুলুম করোনা। আর মুশরিকদের সাথে - সকলে মিলে লড়াই কর, যেমন করে তারা সকলে মিলে তোমাদের সাথে লড়াই করছে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের সংগেই রয়েছেন[১৮]। ৩৭. 'নাসী' (হারাম মাসকে হালাল ও হালাল মাসকে হারাম করণ) তো কুফরীর উপর আর একটি অতিরিক্ত কুফরীর কাজ, যাদিয়ে এই কাফের লোকদেরকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করা হয়। এক বৎসর একটি মাসকে হালাল করে নেয়, আবার কোন বছর তাকে হারাম বানিয়ে দেয়; যেন এভাবে আল্লাহর হারাম করা মাসগুলির সংখ্যাও পুরা হয়, আর আল্লাহর হারাম করা (মাস)) হালালও হয়ে যায়[১৯]।

১৭. চার 'হারাম' মাস বলতে বুঝায়ঃ হজ্জের জন্য যিলকা'দ, যিলহজ্জ, মহর্‌রম এবং ওমরার জন্য রজব। ১৮. অর্থাৎ মোশরেকেরা যদি এই মাসগুলিতেও লড়াই থেকে বিরত না হয়, তবে যেভাবে তারা একতাবদ্ধ হয়ে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তোমরাও সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। সূরা বাকারার ১৯৪ নং আয়াত এই আয়াতের ব্যাখ্যা দান করে। ১৯. আরবের 'নাসী' দুই প্রকারের ছিল- এক প্রকার হচ্ছে যুদ্ধ বিগ্রহ, (অপর পাতায় দেখুন)

আসলে তাদের খারাব কাজগুলিকে তাদের জন্যে খুবই চাকচিক্যময় করে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ সত্য অমান্যকারীদের কখনও হেদায়াত দান করেন না। ৩৮. হে[২০] ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের কি হয়েছে, তোমাদেরকে যখন আল্লাহর পথে বের হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তখন তোমরা যমীনের উপর বোঝায় নুয়ে পড়ছ? তোমরা কি পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ করে নিয়েছ? এই যদি হয়ে থাকে, তা হলে তোমাদের জেনে রাখা উচিৎ যে, দুনিয়ার জীবনের এসব সাজ-সরঞ্জাম পরকালে খুব সামান্যই বোধ হবে। ৩৯. তোমরা যদি যুদ্ধ-যাত্রা না কর, তাহলে তোমাদের পীড়াদায়ক শাস্তি দান করা হবে এবং তোমাদের স্থলে অপর কোন লোকসমষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে, তোমরা আল্লাহর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তির আধার।

ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কোন 'হারাম' মাসকে 'হালাল' গন্য করা হতো এবং তার পরিবর্তে কোন 'হালাল' মাসকে হারাম করে নিয়ে মাসের সংখ্যা পূর্ণ করে দেওয়া হতো। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছেঃ চান্দ্র বছরকে সৌর বছরের অনুযায়ী করার জন্য তার মধ্যে তারা 'কাবীসা' নামে এক মাস বৃদ্ধি করতো যেন হজ্জ সকল সময় একই মৌসুমে পড়ে ও চান্দ্র বছর অনুযায়ী হজ্জের সকল মৌসুমে আবর্তিত হতে থাকলে যে অসুবিধা ও কাঠিন্য ভোগ করতে হয় তা থেকে বাঁচতে পারা যায়। এভাবে ৩৩ বছর যাবৎ হজ্জ তার সঠিক সময় অনুষ্ঠিত না হয়ে বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত হতে থাকতো এবং মাত্র ৩৪তম বছরে একবার হজ্জ তার যথা নির্দিষ্ট সময় যিলহজ্জ মাসে অনুষ্ঠিত হতো। নবী করীম (সঃ) যে বছর বিদায় হজ্জ আদায় করেছিলেন সে বছর হজ্জ ঠিক তার যথা নির্দিষ্ট তারিখে পড়েছিল এবং সেই সময় থেকেই তা জারী আছে। ২০ এই আয়াত (৯রুকুর শেষ পর্যন্ত) তাবুকের যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল।

৪০. তোমরা যদি নবীকে সাহায্য না কর, তাহলে সেজন্য কোনই পরোয়া নেই। আল্লাহ সেই সময় তার সাহায্য করেছেন, যখন কাফেররা তাকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল, যখন সে মাত্র দু'জনের দ্বিতীয় ছিল। যখন তারা দু'জন গুহায় অবস্থিত ছিল তখন সে তার সংগীকে বলেছিলঃ চিন্তা-ভাবনা করোনা, আল্লাহ আমাদের সংগে রয়েছেন[২১]। তখন আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় গভীর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে সাহায্যে করলেন এমন সব সৈন্যবাহিনী দিয়ে, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হত না, এবং কাফেরদের কথাকে নীচু করে দিলেন। আর আল্লাহর কথা তো সর্বোচ্চই। আল্লাহ হলেন বড় শক্তিমান ও সুবিজ্ঞ বিবেচক। ৪১. তোমরা বের হয়ে পড়— হালকাভাবে কিংবা ভারী-ভারাক্রান্ত হয়ে। আর জেহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল-সামান ও নিজেদের জান-প্রাণ সংগে নিয়ে; এ তোমাদের জন্য কল্যাণময়- যদি তোমরা জান।

২১. এখানে সেই ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে যখন মক্কার কাফেররা নবী করীম (সঃ) কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এবং হত্যার জন্যে যে রাতটি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল ঠিক সেই রাতেই মক্কা থেকে বহির্গত হয়ে সওর গুহার তিন দিন পর্যন্ত লুকিয়ে থাকার পর মদীনার দিকে হিজরত করেছিলেন। সেই সময় গুহায় মাত্র একা হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর সংগে ছিলেন।

৪২. হে নবী, ফায়দা যদি সহজলভ্য হত ও বিদেশ-যাত্রা হত সুগম-স্বচ্ছন্দ তবে তারা অবশ্যই তোমার পিছনে চলতে প্রস্তুত হত। কিন্তু তাদের পক্ষে এই পথতো বড়ই কঠিন ও দুর্গম হয়ে পড়েছে[২২]। এখন তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবেঃ আমরা যদি চলতেই পারতাম, তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে যেতাম। আসলে তারা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করছে। আল্লাহ খুব ভালভাবেই জানেন যে তারা মিথ্যাবাদী। রুকু-৭ ৪৩. হে নবী আল্লাহ তোমাকে মাফ করেদেন, তুমি কেন এই লোকদের অবসর দিলে? (তোমার নিজের পক্ষ হতে অবসর না-দেওয়াই উচিৎ ছিল) তা হলে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যেত যে কোন লোকেরা সত্যবাদী; আর মিথ্যাবাদীদেরকেও তুমি জানতে পারতে। ৪৪. যারা আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমানদার, তারা তো কখনই তোমার নিকট আবেদন করবে না যে, জান-মালসহ জেহাদ করার দায়িত্ব হতে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেয়া হোক। আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের ভাল করেই জানেন।

২২. মোকাবিলা ছিল রোমের মত প্রধান শক্তির সংগে, 'সময় ছিল প্রচন্ড গ্রীষ্মের', দেশ ছিল দূর্ভিক্ষের কবলে, ও নতুন বাৎসরিক ফসল কাটার সময় ছিল আসন্ন- আর এই ফসলের আশা নিয়ে তারা দিন গুণছিল- এই অবস্থায় তাবুক যাত্রা তাদের পক্ষে বড়ই কঠিন বোধ হচ্ছিল।

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
প্রকৃতপক্ষে তোমার কাছে অব্যাহতি চায় (তারাই) যারা না ঈমান আনে আল্লাহর উপর ও দিনে

الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾
আখেরাতের (উপর) এবং সন্দেহে পড়েছে তাদের অন্তর তারা তাই মধ্যে তাদের সন্দেহের তারা দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ
এবং যদি তারা সংকল্প করত বের হওয়ার অবশ্যই প্রস্তুতি নিত তার জন্যে প্রস্তুতি (যথাযথ) কিন্তু অপছন্দ করেছেন

اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٤٦﴾
আল্লাহ তাদের অভিযাত্রা তাদেরকে অতঃপর বিরত রাখলেন এবং বলাহল তোমরা বসে থাক সাথে বসে থাকা লোকদের

لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا
যদি তারা বেরহত তোমাদের মধ্যে না তোমাদের মধ্যে বাড়াত(আরকিছু) এছাড়া বিভ্রান্তি ও অনিষ্ট এবং তারা ঘোড়া দৌড়াত (ছুটাছুটি করত)

خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ
তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্যে তারা চাইত ফেতনা (সৃষ্টি করতে) এবং তোমাদের মধ্যে (আছে) সমর্থক (কোন দেওয়ার লোক) তাদের জন্যে

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾
এবং আল্লাহ খুব জানেন জালেমদেরকে

৪৫. এরূপে কোন আবেদন কেবল তারাই করে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমানদার নয়, যাদের মনে সন্দেহ রয়েছে, আর তারা নিজেদের সন্দেহের মধ্যে পড়ে ইতস্ততঃ করছে। ৪৬.তাদের বের হবার ইচ্ছা যদি সত্যই থাকত, তবে তারা সেজন্য কিছু প্রস্তুতি অবশ্যই গ্রহণ করত। কিন্তু তাদের সংকল্পবদ্ধ হওয়াই আল্লাহর পছন্দ ছিলনা। এজন্য আল্লাহ তাদেরকে বিরত রাখলেন। এবং বলা হল যে, বসে থাক বসে-থাকা অন্যান্য লোকদের সাথে। ৪৭. তারা যদি তোমাদের সঙ্গে বের হত, তাহলে তোমাদের মধ্যে দোষ-ত্রুটি ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দিত না; তারা তোমাদের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টির জন্য পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা করত। আর তোমাদের লোকদের অবস্থা এই যে, তাদের কথা বিশেষ লক্ষ্য সহকারে শুনার মত অনেক লোকই তোমাদের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ এই যালেমদের খুব ভাল করে জানেন।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى

যতক্ষণ না | কাজ-কর্ম | তোমার জন্যে উল্টাপাল্টা করেছে | এবং | পূর্বেও | ফেতনা (সৃষ্টিকরতে) | তার চেয়েছিল | নিশ্চয়ই

جَآءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَ هُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٤٨﴾

অসন্তুষ্ট হয়েছে | তারা | এবং | আল্লাহর | নির্দেশ | বিজয়ী হয়েছে | ও | হক | এসেছে

وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَ لَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي

মধ্যে | সাবধান (শুনে রাখ) | আমাকে ফেতনায় ফেলবেন না | এবং | আমাকে অব্যাহতি দিন | বলে | যারা | তাদের মধ্যে (এমনও আছে) | এবং

الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٩﴾

কাফেরদেরকে | ঘিরে রেখেছে | অবশ্যই | জাহান্নাম | নিশ্চয়ই | এবং | তারা পড়েছে | ফেতনার

اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَ اِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ

কোন মুসিবত | তোমরা পৌছে | যদি | এবং | তাদের খারাপ লাগে | কোন কল্যাণ | তোমার পৌছে | যদি

يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَاۤ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَ يَتَوَلَّوْا

তারা ফিরে যায় | ও | পূর্বেই | আমাদের কাজ | আমরা (সামলে) নিয়েছি | তারা বলে

وَّ هُمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٠﴾

খুশী হয়ে যায় | তারা | এ অবস্থায়

৪৮. এর পূর্বেও এরা ফেতনা সৃষ্টির জন্য বহু চেষ্টা করেছে। এবং তোমাকে ব্যর্থ করার জন্য এরা সকল রকমের চেষ্টা-যত্ন বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করেছে। এ সত্ত্বেও তাদের মর্যীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে সত্য আসলো আর আল্লাহর কাজ সম্পন্ন হল। ৪৯. তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা বলেঃ "আমাকে অবসর দিন এবং আমাকে ফেতনায় ফেলবেন না।" শুনে রাখ, এরা তো ফেতনার মধ্যেই পড়ে রয়েছে। আর জাহান্নাম এই কাফেরদেরকে ঘিরে রেখেছে। ৫০. তোমাদের ভালো হলে তাদের দুঃখ হয়, আর তোমাদের উপর কোন বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসলে এরা মুখ ফিরিয়ে খুশীর সাথে প্রত্যাবর্তন করে। আর বলতে থাকে ভালোই হল, আমরা আগেই আমাদের ব্যাপারটি ঠিকঠাক করে নিয়েছিলাম।

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ

তিনিই আমাদের জন্যে আল্লাহ নির্ধারিত করেছেন যা এছাড়া আমাদের পৌছুবে কক্ষণ না বল

مَوْلٰنَا ۚ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾ قُلْ

বল মু'মিনদের ভরষা করা উচিৎ আল্লাহরই উপর এবং আমাদের মনীব

هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَ نَحْنُ

আমরা এবং দুই কল্যাণের (অর্থাৎ শাহাদত বা বিজয়) একটি এছাড়া আমাদের জন্যে তোমরা অপেক্ষা করছ কি

نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ

তার নিজের নিকট হতে আযাব আল্লাহ তোমাদের পৌছাবেন যে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি

اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾

অপেক্ষাকারী তোমাদের সাথে নিশ্চয়ইআমরা তোমরা তাই অপেক্ষা কর আমাদের হাতদিয়ে (শাস্তি দিবেন) অথবা

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ۖ اِنَّكُمْ

নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের হতে কবুল করা হবে (তা) কক্ষণ না অনিচ্ছায় অথবা ইচ্ছায় তোমরা খরচ কর বল

كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٣﴾

ফাসেক সম্প্রদায় হলে

৫১. তাদেরকে বলঃ "(ভালো কিংবা মন্দ) কিছুই আমাদের হয় না, হয় শুধু তাই যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন। আল্লাহই আমাদের মনীব ও মুরব্বী এবং আশ্রয়। আর ঈমানদার লোকদের তাঁরই উপর ভরসা করা উচিৎ"। ৫২. তাদেরকে বলঃ "তোমরা আমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের অপেক্ষা করছ, তা দুইটি ভালোর মধ্যে একটি ছাড়া আর কি[২৩]! আর আমরা তোমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের অপেক্ষায় রয়েছি, তা এই যে, আল্লাহ নিজেই তোমাদের শাস্তি দেবেন নাকি আমাদেরই হাতে শাস্তি দিবেন? যাই হোক, এখন তোমারাও অপেক্ষা কর, আর আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান রইলাম।" ৫৩. তাদের বলঃ তোমরা নিজেদের ধন-মাল মনের ইচ্ছা ও আগ্রহের সাথে খরচ কর, কিংবা অসন্তুষ্টির সাথে, যাই হোক- তা কবুল করা হবে না। কেননা তোমরা হচ্ছ ফাসেক লোক।

২৩. অর্থাৎ আল্লাহর পথে শাহাদত অথবা ইসলামের বিজয়।

৫৪. তাদের দেওয়া ধন-মাল কবুল না হওয়ার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি কুফীর করেছে। তারা নামাযের জন্য আসে বটে কিন্তু আসে অবসাদগ্রস্থ অবস্থায়; আর আল্লাহর পথে তারা ধন-মাল ব্যয় করে বটে কিন্তু করে অসন্তোষ ও অনিচ্ছায়। ৫৫. তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সংখ্যার বিপুলতা দেখে তোমরা ধোঁকায় পড়োনা, আল্লাহ তো এসব জিনিসের সাহায্যে তাদেরকে এই দুনিয়ার জীবনের আযাবে নিমজ্জিত করতে চান।এরা যদি জানও কোরবান করে, তবে তা করবে সত্যকে অস্বীকার করা অবস্থায়। ৫৬. তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যেঃ আমরা তো তোমাদেরই মধ্যের লোক। অথচ তারা কক্ষণই তোমাদের মধ্যের লোক নয়। আসলে তারা তোমাদের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত লোক।

لَوۡ يَجِدُوۡنَ مَلۡجَاً اَوۡ مَغٰرٰتٍ اَوۡ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوۡا اِلَيۡهِ

সেদিকে ফিরে যেত অবশ্যই ঢুকে বসার জায়গা অথবা গুহা অথবা আশ্রয়স্থল তারা পেত যদি

وَ هُمۡ يَجۡمَحُوۡنَ ﴿۵۷﴾ وَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ يَّلۡمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ

সদকা (বন্টনের) ব্যাপারে তোমাকে দোষারোপ করে কেউ কেউ তাদের মধ্যে এবং দ্রুত ছুটে যেত তারা এ অবস্থায়

فَاِنۡ اُعۡطُوۡا مِنۡهَا رَضُوۡا وَ اِنۡ لَّمۡ يُعۡطَوۡا مِنۡهَاۤ اِذَا

তখন তা হতে (কিছুই) তাদের দেয়াহয় না যদি আর তারা খুশী হয় তা থেকে (কিছু) তাদের দেয়া হয় কিন্তু যদি

هُمۡ يَسۡخَطُوۡنَ ﴿۵۸﴾ وَ لَوۡ اَنَّهُمۡ رَضُوۡا مَاۤ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَ

এবং আল্লাহ তাদের দিয়েছেন যা খুশীহত তারা যদি এবং অসন্তোষ হয়েযায় তারা

رَسُوۡلُهٗ ۙ وَ قَالُوۡا حَسۡبُنَا اللّٰهُ سَيُؤۡتِيۡنَا اللّٰهُ مِنۡ

হতে আল্লাহ আমাদের দেবেন শীঘ্রই আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট (উত্তম হতো যদি) তারা বলত এবং তাঁর রসূল

فَضۡلِهٖ وَ رَسُوۡلُهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوۡنَ ﴿۵۹﴾ اِنَّمَا

প্রকৃত পক্ষে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি আল্লাহরই প্রতি নিশ্চয়ই আমরা তাঁর রসূল ও তাঁর অনুগ্রহ

الصَّدَقٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَ الۡمَسٰكِيۡنِ وَ الۡعٰمِلِيۡنَ عَلَيۡهَا وَ الۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوۡبُهُمۡ

আকৃষ্ট করতে (দ্বিনের প্রতি) ও তার উপর কর্মচারীদের (জন্যে) ও মিসকীনদের ও ফকীরদের জন্য সদকা তাদের অন্তর

৫৭. তারা আশ্রয় নেবার মত কোন স্থান যদি পায়, কিংবা কোন গুহা অথবা ঢুকে বসার মত কোন জায়গা, তাহলে তারা সেখানে দ্রুদ ছুটে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। ৫৮. হে নবী, এদের কোন কোন লোক সদকা [২৪] বন্টনের ব্যাপারে তোমার প্রতি নানা প্রশ্ন করে, আপত্তি জানায়। এ মাল-সম্পদ হতে তাদেরকে কিছু দেয়া হলে তারা খুবই খুশী হয়ে যায়, আর দেয়া না হলে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। ৫৯. কতই না ভাল হত, যদি আল্লাহ ও রসূল তাদেরকে যা কিছু দিয়েছিলেন তা পেয়েই তারা খুশী থাকত এবং বলতঃ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে আরো অনেক কিছু দিবেন এবং তাঁর রসূলও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন; আমরা আল্লাহর দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রয়েছি। **রুকু-৮** ৬০. এই সদকা সমূহ মূলতঃ ফকীর ও মিসকীনদের[২৫] জন্য আর তাদের জন্য যারা সদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং তাদের জন্য যাদের মন জয় করা হল উদ্দেশ্য[২৬]।

২৪. অর্থাৎ যাকাতের মাল। ২৫. 'ফকীর' অর্থ যে ব্যক্তি নিজের জীবিকার জন্য অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী; মিসকীন অর্থ সেই সব লোক যারা সাধারণ অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিদের তুলনায় অধিকতর দূরবস্থা সম্পন্ন। ২৬. 'তালিফে কুলুব'-এর অর্থ অন্তর আকর্ষণ করা। এ হুকুমের উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ যারা ইসলামের বিরোধিতায় তৎপর যদি অর্থ দিয়ে তাদের শত্রুতাপূর্ণ উদ্দীপনা স্তিমিত করা যায়, কিংবা যদি কাফেরদের দলে এরূপ লোক থাকে যাদের অর্থ দান করলে তারা কাফেরদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলমানদের সাহায্যকারী হতে পরে কিম্বা যারা নতুন নতুন মুসলমান হয়েছে ও তাদের দূর্বলতা দেখে আশংকা হয়,

অপর পাতায় দেখুন

وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ

ও আল্লাহর (অর্থাৎ জিহাদে) পথে ও ঋণগ্রস্থদের (সাহায্যে) ও গলদেশের মুক্তিদানের (অর্থাৎ দাস মুক্তির) ক্ষেত্রে এবং

ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٦٠

মহাবিজ্ঞ সবকিছুই জানেন আল্লাহ এবং আল্লাহর হতে নির্ধারিত পথিকের (পথে বিপদগ্রস্থ হলে) (জন্যে)

وَ مِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ قُلْ

বল কান (কথা শুনে) সে তারা বলে এবং নবীকে কষ্টদেয় যারা তাদের মধ্যে এবং

اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

মু'মিনদেরকে বিশ্বাস করে ও আল্লাহর উপর সে ঈমান রাখে তোমাদের জন্যে উত্তম কান (কথা শুনা)

وَ رَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ؕ وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ

কষ্টদেয় যারা এবং তোমাদের মধ্যে ঈমান এনেছে (তাদের) জন্যে যারা রহমত ও

رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٦١

যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাদের জন্যে (রয়েছে) আল্লাহর রসূলকে

সেই সংগে গলদেশের মুক্তিদানে[২৭] ও ঋণ ভারাক্রান্তদের সাহায্যে, আল্লাহর পথে[২৮] ও পথিক-মুসাফিদের কল্যাণে[২৯] ব্যায় করার জন্য; এ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয। আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুবিজ্ঞ। ৬১. এদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা নিজেদের কথা বার্তা দিয়ে নবীকে কষ্টদেয় এবং বলে যে এই ব্যক্তি বড় কান-কথা শুনে। বলঃ তিনি তো তোমাদেরই ভালোর জন্য এরূপ করেন। আল্লাহর প্রতি তিনি ঈমান রাখেন এবং ঈমানদার লোকদের প্রতি বিশ্বাস রাখেন। তিনি তাদের জন্য রহমতের পূর্ণ প্রতীক যারা তোমাদের মধ্যে ঈমানদার। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য অতি পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।

যদি অর্থ দিয়ে তাদের সাহায্য করা না হয় তবে আবার তারা কুফরীতে ফিরে যাবে- এরূপ লোকদের স্থায়ী বৃত্তি বা সাময়িক দান ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে ইসলামের সমর্থক ও সহায়ক বা অনুগত বা কমপক্ষে তাদের থেকে অনিষ্টের আশঙ্কা না থাকে এরূপ নিষ্ক্রিয় শত্রুতে পরিণত করা। ২৭. গরদান মুক্ত করা অর্থাৎ দাসকে মুক্ত করা। ২৮. 'আল্লাহর পথেঃ কথাটি ব্যাপক। এর দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় এরূপ সকল প্রকার কাজকেই বুঝায়। আলেমদের একটি দল এই মত প্রকাশ করেছেন যে এই নির্দেশ অনুযায়ী যাকাতের মাল প্রত্যেক প্রকার সৎকাজে ব্যয় করা যেতে পারে। কিন্তু বিপুল সংখ্যাধিক্যের অভিমত হচ্ছে- এখানে 'আল্লাহর পথ'-এর অর্থ আল্লাহর জন্য জেহাদের পথে- অর্থাৎ সেই সাধ্য-সাধনা ও চেষ্টা সংগ্রামের পথে যার উদ্দেশ্য কুফরী সমাজ-ব্যবস্থকে ধ্বংস করে তার স্থলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। এই চেষ্টা-সংগ্রামে যারা রত তাদের সফর খরচ, যানবাহন ও অস্ত্র-শস্ত্র, আসবাবপত্র সংগ্রহরে জন্য যাকাত থেকে সাহায্য করা যেতে পারে। তারা নিজেরা সচ্ছল অবস্থাপন্ন ও নিজেদের প্রয়োজনের জন্য তাদের সাহায্যের আবশ্যক না হলেও। ২৯. মোসাফির নিজ গৃহে ধনী হলেও সফরের অবস্থায় যদি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে তবে যাকাতের অংশ থেকে তাকে সাহায্য করা যাবে।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗٓ اَحَقُّ

কসমখায় তারা আল্লাহর (নামে) তোমাদের জন্য তোমাদেরকে খুশী করতে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশী হকদার

اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝ اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ

যে তাকে সন্তুষ্ট করবে তারা যদি তারা হয় মু'মিন না কি তারা জানে যে

مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ

যে ব্যক্তি মোকাবিলা করে আল্লাহর ও তাঁর রসূলের (সাথে) অতঃপর নিশ্চয়ই তার জন্যে (রয়েছে) আগুন জাহান্নামের

خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ۝ يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ

সে চিরস্থায়ী হবে তার মধ্যে এটা লাঞ্চনা চরম ভয় করে মুনাফিকরা

اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ

যে নাযিল হবে তাদের সম্পর্কে কোন সূরা তাদেরকে ব্যক্ত করে দেবে ঐ বিষয় যা মধ্যে আছে তাদের অন্তরে বল

اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ۝ وَ لَئِنْ

তোমরা হাসি তামাশা করছ নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রকাশকারী যা তোমরা ভয় করছ এবং অবশ্য যদি

سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَ نَلْعَبُ ؕ قُلْ

তাদের প্রশ্ন কর তারা বলবেই প্রকৃত পক্ষে আমরা বিতর্ক করতেছিলাম ও আমরা কৌতুক করতেছিলাম বল

اَبِاللّٰهِ وَ اٰيٰتِهٖ وَ رَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

আল্লাহর সাথে কি ও তাঁর আয়াতের (সাথে) ও তাঁর রসূলের (সাথে) তোমরা হাসি তামশা করতেছিলে

৬২. তারা তোমাদের সামনে শপথ করে, যেন তোমাদেরকে খুশী করতে পারে। অথচ তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সঃ) এ জন্যে বেশী অধিকারী যে, তারা তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করার চিন্তা-ভাবনা করবে। ৬৩. তারা কি জানেনা যে, যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে মুকাবিলা করে তার জন্য দোযখের আগুন রয়েছে। যাতে তারা চিরদিন থাকবে? আর এ বড়ই লাঞ্ছনার ব্যাপার। ৬৪. এই মুনাফিকরা ভয় পায় যে তাদের সম্পর্কে এমন কোন সূরা যেন নাযিল না হয়, - যা তাহাদের মনের গোপন কথা প্রকাশ করে দেবে। হে নবী! তাদেরকে বলঃ "আচ্ছা খুব করে ঠাট্টা-বিদ্রুপ কর। আল্লাহ অবশ্যই তা প্রকাশ করে দেবেন যার প্রকাশ হওয়াকে তোমরা ভয়কর। ৬৫. তাদের যদি জিজ্ঞাসা কর যে, "তোমরা কি ধরণের কথা বার্তা বলতেছিলে" তবে তারা সংগে সংগে বলে দেবে যেঃ আমরা তো হাসি-তামাসা ও মন মাতানোর কাজ করতেছিলাম মাত্র[৩০]। তাদেরকে বলঃ তোমাদের হাসি-তামাসা ও মন-মাতানো কথা-বার্তা কি আল্লাহ তাঁর আয়াত এবং তার রসূলের ব্যাপারেই ছিল?

৩০. তাবুক যুদ্ধের সময় মোনাফেকরা প্রায়ই নিজেদের মজলিসসমূহে বসে নবী করীম (সঃ) ও মুসলমানদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতো, এবং যাদেরকে সরল মনে জেহাদের উদ্যোগী দেখতে পেতো নিজেদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ দিয়ে তাদের সাহসকে নিরুৎসাহ ও দমিত করতে চাইতো। বর্ণনাসমূহে ঐ সব

(অপর পাতায় দেখুন)

৬৬. এখন টাল-বাহানা করো না। তোমরা ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করেছ। আমরা যদি তোমাদের মধ্যে হতে একশ্রেণীর লোকদের ক্ষমা করে দিই তাহলে অন্যান্যদের তো আমরা অবশ্যই শাস্তি দান করব, কেননা তারা তো অপরাধী। **রুকু-৯** ৬৭. মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলা সকলেই পরস্পরের অনুরূপ ভাবাপন্ন, তারা অন্যায় কাজের প্ররোচনা দেয় এবং ভাল ও ন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজ হতে নিজেদের হাত ফিরিয়ে রাখে। এরা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদের ভুলে গিয়েছেন। এই মুনাফিকরাই নিঃসন্দেহে ফাসেক। ৬৮. এই মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফেরদের জন্য আল্লাহতা'আলা দোযখের আগুনের ওয়াদা করেছেন, যাতে তারা চিরদিন থাকবে; তাই তাদের উপযুক্ত। তাদের উপর আল্লাহর অভিশম্পাত এবং তাদের জন্য স্থিতিশীল আযাব রয়েছে।

মোনাফেকদের বহু উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। উদারহরণ সরূপ- কয়েকজন মোনাফিক এক জায়গায় জোট বেঁধে বসে গালগল্পে আড্ডা দিচ্ছিল। একজন বললো, রোমকদের কি তোমরা আরবদের মত ভেবে রেখেছ? এই যে সব বীরপুরুষ যারা লড়তে হাযির হয়েছেন কালই দেখে নিও এরা সব রজ্জু দিয়ে বদ্ধ হয়ে আছে! দ্বিতীয়জন বললো, মজা হয় যদি উপর থেকে একশ করে বেত্রাঘাতের হুকুম হয়। অন্য এক মোনাফিক নবী করীমকে (সঃ) যুদ্ধ প্রস্তুতিতে বড় তৎপর দেখে নিজের বন্ধু বান্ধাবদের কাছে মন্তব্য করলো, "দেখ হে, তিনি রোম ও সিরিয়া জয় করতে চলেছেন।"

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّ اَكْثَرَ

অধিক ও শক্তিতে তোমাদের চেয়ে প্রবলতর তারা ছিল তোমাদের পূর্বে (ছিল) (তাদের) যারা মত

اَمْوَالًا وَّ اَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ

তোমাদের অংশের তোমরা এখন ফায়দা লুটছ তাদের অংশের তারা অতঃপর ফায়দা লুটেছে সন্তান-সন্ততিতে ও ধনমালে

كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ

যেমনটি তোমরা বিতর্ক করেছ ও তাদের অংশের তোমাদের পূর্বে (ছিল) যারা ফায়দা লুটেছে যেমন

خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ

এবং দুনিয়ার মধ্যে তাদের আমল নষ্ট হয়েছে ঐসব লোকের তারা বিতর্ক করেছে

الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٩﴾ اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ

খবর তাদেরকাছে আসে নাই কি ক্ষতিগ্রস্ত তারাই ঐসব লোক এবং আখেরাতেও

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ۙ۬ وَ

ও সামুদের ও আদের ও নূহের (যেমন) জাতি তাদের পূর্বে (ছিল) (তাদের) যারা

قَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَ اَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ

তাদেরকাছে এসেছিল উল্টা করে দেয়া জন-বসতির ও মাদয়ানের অধিবাসী ও ইব্রাহীমের জাতি

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ

কিন্তু তাদের উপর যুলুম করবেন আল্লাহ (এমন যে) অতঃপর নন সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রসূলরা

كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٧٠﴾

যুলুম করত তাদের নিজেদের উপর তারা ছিল

৬৯. তোমাদের হাব-ভাব তাই যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ছিল। তারা বরং তোমাদের অপেক্ষাও পরাক্রমশালী ও অধিক মাল-সন্তানের অধিকারী ছিল। এই কারণে তারা দুনিয়ায় নিজেদের অংশের মজা লুটে নিয়েছে, তোমরাও নিজেদের ভাগের স্বাদ এমনিভাবেই লুটে নিয়েছ- যেমন তারা লুটেছিল। আর সেই ধরণের তর্ক-বিতর্কে তোমরাও লিপ্ত হয়েছ যে ধরনের বিতর্কে তারা লিপ্ত হয়েছিল। অতএব তাদের পরিণাম এই হল যে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেল এবং তারাই এখন ক্ষতিগ্রস্ত। ৭০. তাদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস কি এদের নিকট পৌছেনি? নূহের লোকজন, 'আদ, সামুদ', ইব্রাহীমের সময়কার লোক, মাদইয়ানবাসী আর সেই সব বস্তি-জনপদ যা উল্টে ফেলা হয়েছে[৩১], তাদের রসূল তাদের নিকট স্পষ্ট-প্রকট নিদর্শন-সমূহ নিয়ে এসেছে, এ তো আল্লাহরই কাজ ছিলনা যে, তিনি তাদের উপর যুলম করবেন; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুমকারী হয়েছিল।

৩১. অর্থাৎ লূতের কওমের বস্তিগুলি যা উল্টে দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল।

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ م

অপরের বন্ধু তারা একে ঈমানদার ও ঈমানদার এবং
নারী পুরুষ

يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ

প্রতিষ্ঠিত ও অন্যায় হতে তারা নিষেধ ও ন্যায় কাজের তারা নির্দেশ
করে কাজ করে দেয়

الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ط

তাঁর রসূলের ও আল্লাহর তারা আনুগত্য ও জাকাত তারা ও নামাজ
করে দেয়

اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

মহাবিজ্ঞ মহাপরাক্রম আল্লাহ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের উপর শীঘ্রই ঐসবলোক
শালী অনুগ্রহ করবেন

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ

হতে প্রবাহিত বাগ-বাগিচা ঈমানদার ও ঈমানদার আল্লাহ ওয়াদা
হয় নারীদের (জন্যে) পুরুষদের জন্যে করেছেন

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً

পবিত্র (ওয়াদা) ও তার মধ্যে তারা চিরস্থায়ী ঝর্ণা-ধারা তার
বসবাসস্থানের হবে নীম্নদেশ

فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط ذٰلِكَ

এটাই সবচেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও চিরস্থায়ী জান্নাতের মধ্যে
বড়

هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾ ع

বিরাট সাফল্য সেই

ع ৭ ১৫

৭১. মুমিন পুরুষ ও মুমিন মেয়েলোক এরা পরস্পরের বন্ধু ও সাথী। যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায় ও পাপকাজ হতে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী। ৭২. এই মু'মিন পুরুষ ও নারীদের সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা এই যে, তাদেরকে এমন বাগ-বাগীচা দান করবেন যারা নিম্ন-দেশে ঝর্ণা-ধারা প্রবহমান এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। এই চিরস্থায়ী জান্নাতে তাদের জন্য পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বসবাসের স্থান থাকবে। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তারা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করবে- এই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য।

রুকু-১০ ৭৩. হে নবী, [৩২] কাফের ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জেহাদ কর এবং তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন কর। শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম; আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। ৭৪. এই লোকেরা আল্লার নামে শপথ করে বলে যে তারা সেই কথা বলে নি, অথচ তারা নিশ্চয়ই সে কাফেরী কথা বলেছে[৩৩]। তারা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী অবলম্বন করেছে, আর তারা সে সব কাজ করার ইচ্ছা করেছিল যা তারা করতে পারেনি[৩৪]। তাদের এই সকল ক্রোধ কেবল এই কারণেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে স্বচ্ছল ও ধনশালী করে দিয়েছেন। এখন যদি তারা নিজেদের এই আচারণ হতে ফিরে আসে, তবে তাদের পক্ষেই ভাল; অন্যথায় আল্লাহ তাদেরকে অত্যন্ত পীড়াদায়ক শাস্তি দান করবেন - দুনিয়া এবং আখেরাতেও, আর পৃথিবীতে এরা নিজেদের কোন সমর্থক ও সাহায্যকারী পাবেনা।

৩৩. এখানে যে কথার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে সে বিষয়টি যে কি সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবার মত কোন তথ্য আমাদের কাছে পৌছেনি। অবশ্য বর্ণনায় এরূপ কতকগুলি কুফরীমূলক কথার উল্লেখ আছে যা মোনাফেকরা যে সময়ে বলেছিল। যথা একজন মোনাফেক এক মুসলিম তরুনের সাথে কথাবার্তা প্রসঙ্গে বলেছিল, এক ব্যক্তি (অর্থাৎ নবী করীম (সঃ) যা কিছু পেশ করছে তা যদি সত্য হয় তবে আমরা গাধার থেকেও অধম। আর একটি বর্ণনায় আছেঃ তাবুকের সফরে এক জায়গায় নবী করী(সঃ) এর উটনী হারিয়ে গিয়েছিল। সে সময়ে মুনাফেকদের একটি দল নিজেদের মজলিসে বসে খুব ব্যঙ্গ বিদ্রুপসহ নিজেদের মধ্যে বলা বলি করছিল যে হযরত আসমানের খবর তো খুব শোনান, কিন্তু নিজের উটনীরই খবর জানেন না সে এখন কোথায় ৩৪. তাবুক যুদ্ধের সময় মোনাফেকরা যে ষড়যন্ত্র করেছিল এখানে তারই প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এক সময় তারা পরিকল্পনা করেছিল যে, রাত্রে সফরের সময় তারা নবীকে একটি খাদের মধ্যে ফেলে দেবে।

وَ مِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ

তাঁর অনুগ্রহ হতে আমাদের দেন (আল্লাহ) অবশ্যই যদি আল্লাহর কাছে অংগীকার করেছিল কেউ কেউ তাদের মধ্যে এবং

لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ

তাদেরকে তিনি দান করলেন অতঃপর যখন নেকলোকদের অন্তর্ভূক্ত আমরা অবশ্যই হবো এবং আমরা অবশ্যই সদকা করব

مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَ تَوَلَّوْا وَّ هُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾

বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়েগেল তারা এবং তারা বিমুখ হল ও তার সাথে তারা কৃপণতা করল তাঁর অনুগ্রহ

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِیْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ

এ কারণে যে তাঁর সাথে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তাদের অন্তরে মধ্যে মুনাফেকী (দিয়ে) তাদেরকে তাই তিনি সাজা দিলেন

اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾

তারা মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত ছিল এ কারণেও (সাজা পেল যে) এবং তাকে তারা ওয়াদা দিয়েছিল যা আল্লাহর (সাথে) তারা ভঙ্গ করেছিল

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوٰىهُمْ وَ

এবং তাদের কান পরামর্শ ও তাদের গোপন (কথা) জানেন আল্লাহ যে তারা জানে নাই কি

اَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾

গোপন বিষয়গুলো খুব জানেন আল্লাহ (তারা জানে না) যে

৭৫. এদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর নিকট ওয়াদা করেছিল যে, "তিনি যদি তাঁর অনুগ্রহদানে আমাদেরকে ধন্য করেন তবে আমরা দান-খয়রাত করব ও নেক লোক হয়ে থাকব।" ৭৬. কিন্তু আল্লাহ যখন নিজের অনুগ্রহে তাদেরকে ধনশালী বানিয়ে দিলেন, তখন তারা কার্পণ্য করতে শুরু করল এবং নিজেদের ওয়াদা পালন হতে এমন ভাবে বিমুখ হল যে, তাদের এজন্য একটু ভয়ও হল না। ৭৭. ফল এই হল যে, তাদের এই ওয়াদা-ভংগের কারণে- যা তারা আল্লাহর সাথে করেছিল- এবং এই মিথ্যার কারণে, যা তারা বলতে অভ্যস্ত ছিল- আল্লাহ তাদের দিলে মুনাফিকী বদ্ধমূল করে দিলেন। এটা তাঁর দরবারে উপস্থিত হবার দিন পর্যন্ত কখনও তাদের ছেড়ে যাবে না। ৭৮. এরা কি জানেনা যে, আল্লাহ তাদের গোপন তথ্য এবং তাদের কান-পরামর্শ পর্যন্ত সবকিছু জানেন এবং তিনি সকল অদৃশ্য বিষয়গুলি সম্পর্কেও পূর্ণ অবহিত।

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ

(স্বল্প) দানের ব্যাপারে ঈমানদারদের মধ্যহতে স্বতঃস্ফূর্ত দানকারীদেরকে বিদ্রূপ করে যারা

وَ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ

তারা ঠাট্টা করে তাই তাদের শ্রম এছাড়া পায় (কোন কিছু দান করতে) না (তাদেরকেও) যারা এবং

مِنْهُمْ ؕ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ز وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۷۹﴾

অতি যন্ত্রনাদায়ক আযাব তাদের জন্যে রয়েছে এবং তাদেরকে (বিদ্রূপকারীদেকে) আল্লাহ ঠাট্টা করেন তাদেরকে

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ تَسْتَغْفِرْ

ক্ষমাপ্রার্থনা কর তুমি (এমনকি) যদি তাদের জন্যে (একই কথা) ক্ষমা প্রার্থনা কর না অথবা তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর তুমি

لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ

এজন্যে যে তারা এটা তাদেরকে আল্লাহ মাফ করবেন কক্ষণ না বারও সত্তর তাদের জন্যে

كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ

(এমন) লোকদের সঠিক পথ দেখান না আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে ও আল্লাহকে অস্বীকার করেছে

الْفٰسِقِيْنَ ﴿۸۰﴾ فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

আল্লাহর রসূলের পিছনে তাদের বসে থাকায় পিছনে থাকা লোকেরা খুশী হয়েছে (যারা) সত্যত্যাগী

৭৯. (তিনি সেই কৃপণ ধনশালী লোকদের খুব ভাল করেই জানেন) যারা আন্তরিক সন্তোষ ও আগ্রহের সাথে দানকারী ঈমানদার লোকদের আর্থিক ত্যাগ স্বীকার সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক কথা বলে এবং তাদের ঠাট্টা করে, যাদের নিকট (আল্লাহর পথে দান করার জন্য) কেবল তা আছে- যা তারা নিজেদের অপরিসীম কষ্ট সহ্য করেই দান করে। তাদের প্রতি বিদ্রূপকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বিদ্রূপ করেন এবং তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে। ৮০. হে নবী, তুমি এই লোকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর নাই কর- তুমি যদি সত্তর বারও তাদেরকে ক্ষমাকরে দেয়ার জন্য আবেদন কর, তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনো মাফ করবেন না। কেননা, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে আর আল্লাহ ফাসেক লোকদের কখনো নাযাতের পথ দেখান না। **রুকু-১১** ৮১. যাদেরকে পিছনে থেকে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছিল, তারা আল্লাহর রসূলের সংগে না যাওয়ার ও ঘরে বসে থাকতে পারার দরুন খুব খুশী হয়।

এবং আল্লাহর পথে জীবন ও সম্পদ নিয়োগ করে জেহাদ করা তাদের কাছে অপছন্দ হল। তারা লোকদেরকে বলল, "এই কঠিন গরমে বাইরে যেও না।" তাদেরকে বল যে, জাহান্নামের আগুন তো এ অপেক্ষাও অধিক গরম। হায়, এদের যদি এতটুকুও চেতনা হত। ৮২. এখন তাদের উচিত কম হাসা ও বেশী বেশী কাঁদা, কেননা তারা যে পাপ উপার্জন করছিল তার প্রতিফল স্বরূপ (তারা বেশী কাঁদবে)। ৮৩. আল্লাহ্ যদি এদের মধ্যে তোমাকে ফিরিয়ে আনেন এবং ভবিষ্যতে এদের কোন লোক-সমষ্টি যদি জেহাদের জন্য বের হবার তোমরা নিকট অনুমতি চায়, তবে পরিষ্কার বলে দেবেঃ "এখন তোমরা আমার সাথে কিছুতেই যেতে পারবে না, না আমার সাথে মিলে শত্রুর বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করতে পারবে। পূর্বে তোমরা বসে থাকাকেই পছন্দ করে নিয়েছিলে, এখন ঘরে উপবেশনকারীদের সাথেই বসে থাক।"

وَ لَا تُصَلِّ عَلٰۤی اَحَدٍ مِّنۡهُمۡ مَّاتَ اَبَدًا وَّ لَا تَقُمۡ

দাঁড়াবে তুমি না এবং কখনও মরে গেলে তাদের মধ্যকার কারও জন্যে তুমি জানাজা পড়বে না এবং

عَلٰی قَبۡرِهٖ ؕ اِنَّهُمۡ کَفَرُوۡا بِاللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖ وَ مَاتُوۡا

তারা মরে গেছে এবং তাঁর রসূলকে ও আল্লাহকে অস্বীকার করেছে নিশ্চয়ই তারা তার কবরের পার্শ্বে

وَ هُمۡ فٰسِقُوۡنَ ﴿۸۴﴾ وَ لَا تُعۡجِبۡکَ اَمۡوَالُهُمۡ وَ اَوۡلَادُهُمۡ ؕ

তাদের সন্তান-সন্তুতি ও তাদের ধন মাল তোমাকে বিস্মিতকরে (যেন) না এবং ফাসেক (ছিল) তারা এ অবস্থায় যে

اِنَّمَا یُرِیۡدُ اللّٰهُ اَنۡ یُّعَذِّبَهُمۡ بِهَا فِی الدُّنۡیَا وَ تَزۡهَقَ

চলে যাবে ও দুনিয়ার মধ্যে তা দিয়ে তাদের আযাব দিবেন যে আল্লাহ চান প্রকৃত পক্ষে

اَنۡفُسُهُمۡ وَ هُمۡ کٰفِرُوۡنَ ﴿۸۵﴾ وَ اِذَاۤ اُنۡزِلَتۡ سُوۡرَۃٌ اَنۡ

যে কোন সূরা নাযিল হয় যখন এবং কাফের (থাকবে) তারা এ অবস্থায় যে তাদের জান

اٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَ جَاهِدُوۡا مَعَ رَسُوۡلِهِ اسۡتَاۡذَنَکَ اُولُوا الطَّوۡلِ

শক্তি-সামর্থবান (লোকেরা) তোমার কাছে অব্যহতি চায় তাঁর রসূলের সাথে জিহাদ কর ও আল্লাহর উপর তোমরা ঈমান আন

مِنۡهُمۡ وَ قَالُوۡا ذَرۡنَا نَکُنۡ مَّعَ الۡقٰعِدِیۡنَ ﴿۸۶﴾

বসে থাকা লোকদের সাথে আমরা থাকব আমাদের ছেড়ে দিন তারা বলে ও তাদের মধ্যকার

---

৮৪. আর ভবিষ্যতে তাদের কোন লোক মরে গেলে তার জানাযাও তুমি কখনো পড়বেনা, তার কবরের পাশে কখনো দাড়াবে না। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর তারা মরেছে এমন অবস্থায় যে, তারা ফাসেক ছিল। ৮৫. তাদের ধন-মালের প্রাচুর্য ও সন্তান-সংখ্যার আধিক্য যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। আল্লাহ তো ইচ্ছাই করেছেন যে এই মাল ও সন্তান দিয়ে তাদেরকে এই দুনিয়াতেই শাস্তি দান করবেন। আর তাদের প্রাণ এমনভাবে বের হবে যে, তারা হবে কাফের। ৮৬. আল্লাহকে মেনে চল এবং তাঁর রসূলের সাথে মিলে যুদ্ধ কর- যখনই এই কথা নিয়ে কোন আয়াত নাযিল হয়েছে, তোমরা দেখেছ যে তাদের মধ্যে যারা সামর্থবান তারাই তোমাদের নিকট দরখাস্ত পেশ করতে শুরু করেছে যে, "জেহাদে শরীক হওয়ার দায়িত্ব হতে তাদেরকে নিষ্কৃতি দান করা হোক।" আর তারা বলেছে যে, আমাদের ছেড়ে দিন, আমরা উপবেশনকারীদের সাথেই থাকব।

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَ طُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

তাদের অন্তরসমূহের | উপর | মোহর করা হয়েছে | ও | পিছনে পড়ে থাকা লোকদের | সাথে | তারা থাকবে | যে | তারা পছন্দ করেছে

فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨٧﴾ لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

তার সাথে | ঈমান এনেছে | যারা | ও | রসূল | কিন্তু | চিন্তা ভাবনা করে | না | অতএব তারা

جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ؗ

কল্যাণ | তাদের জন্যে রয়েছে | ঐসব লোক | ও | তাদের জান-প্রাণ (দিয়ে) | ও | তাদের মাল সম্পদ দিয়ে | চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করেছে

وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨٨﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ

প্রবাহিত হয় | উদ্যান | তাদের জন্যে | আল্লাহ | প্রস্তুত করে রেখেছেন | সফলকাম | তারাই | ঐসব লোক | ও

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ

সাফল্য | এটা | তার মধ্যে | তারা চিরস্থায়ী হবে | ঝর্ণা-ধারা | তার নীম্ন দেশে

الْعَظِيْمُ ﴿٨٩﴾ وَ جَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ

অব্যহতি নিতে | বেদুঈনদের | মধ্যে হতে | ওজর পেশকারীরা | আসলো | এবং | বিরাট

لَهُمْ وَ قَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ

তাঁর রসূলকে | ও | আল্লাহকে | মিথ্যা বলেছিল (ঈমানের ওয়াদায়) | (এসব লোক) যারা | বসে থাকল | এবং (এভাবে) | তাদের জন্যে

سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٠﴾

অতি কষ্টদায়ক | আযাব | তাদের মধ্যহতে | অস্বীকার করেছিল | (তাদের) যারা | পৌঁছবে শীঘ্রই

৮৭. তারা ঘরে বসে থাকা লোকদের মধ্যে শামিল হওয়াকেই পছন্দ করেছে; তাদের দিলের উপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, এই জন্য এখন তাদের বুদ্ধিতে কিছু আসে না। ৮৮. পক্ষান্তরে রসূল এবং তার প্রতি ঈমানদার লোকেরা নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করেছে। এখন তো সমস্ত রকমের কল্যাণই কেবল তাদেরই জন্য। আর তারাই কল্যাণ লাভে সফল হবে। ৮৯. আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যান রচনা করে রেখেছেন যার নিন্মদেশ হতে নদ-নদী সতত প্রবহমান। এখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর এ বস্তুতঃই বিরাট সাফল্য। রুকু-১২ ৯০. বেদুঈন আরবদের মধ্যেও অনেক লোকই এসে ওযর প্রকাশ করল, যেন তাদেরকেও পিছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। এভাবে বসে থাকলো সে সব লোক, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নিকট ঈমানের মিথ্যা ওয়াদা করেছিল। এই বেদুঈনদের মধ্যে যে যে লোক কুফরের নীতি গ্রহণ করেছে, অতি শীঘ্রই তারা মর্মান্তিক আযাবে নিমজ্জিত হবে।

৯১. দুর্বল ও রোগাক্রান্ত লোক, যারা জেহাদে শরীক হওয়ার সম্বল পায়না তারা যদি পিছনে থেকে যায়, তবে তাতে কোন দোষ নেই- যদি তারা খালিস দিলে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অনুগত ও বিশ্বাসী হয়[৩৫]। এই ধরনের লোকদের সম্পর্কে কোন রূপ অভিযোগ করার অবকাশ নেই । আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। ৯২. অনুরূপভাবে তাদের সম্পর্কেও আপত্তি করার কিছু নেই- যারা নিজেরা এসে তোমার নিকট যান-বাহনের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য আবেদন করেছিল, আর তুমি বলেছিল যে আমি তোমাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারিনা, তার ফলে তারা বাধ্য হয়ে ফিরে গেল। আর অবস্থা এই ছিল যে, তাদের চোখ হতে অশ্রু প্রবাহিত হতেছিল, তাদের বড় মনোকষ্ট ছিল এই কারণে যে, নিজেরদের যান-বাহনে জেহাদে শরীক হওয়ার সামর্থ তাদের নেই।

৩৫. এর থেকে জানা গেল- যারা স্পষ্টতঃ নিরূপায় তাদের পক্ষেও শুধু মাত্র অক্ষমতা ও রোগ বা নিছক উপায়হীনতা মাফ পাওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ নয়। বরং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি আন্তরিক আনুগত্যশীল হলে তবেই মাত্র (নিরূপায় অবস্থায়) ক্ষমা পাওয়ার যথেষ্ট কারণ বলে গণ্য হবে। অন্যথায় যদি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা না থাকে তবে কোন ব্যক্তি এই জন্যে ক্ষমা পেতে পারে না যে, সে ফরয পালনের সময়ে রোগগ্রস্থ অথবা নিরূপায় ছিল।

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ط قُلْ لَّا

না | তুমি বলবে | তাদের নিকট | তোমরা ফিরে যাবে | যখন | তোমাদের কাছে | তারা ওজর পেশ করবে

تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ

হতে | আল্লাহ | আমাদের অবহিত করেছেন | নিশ্চয় | তোমাদের | বিশ্বাস করব আমরা | কক্ষণ না | তোমরা ওজর পেশ করো

اَخْبَارِكُمْ ط وَ سَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ

প্রত্যাবর্তিত হবে তোমরা | এরপর | তাঁর রসূল | ও | তোমাদের কাজ-কর্ম | আল্লাহ | শীঘ্রই দেখবেন | এবং | তোমাদের খবরাখবর

اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

তোমরা | ঐ বিষয়ে যা | তোমাদের তখন অবহিত করবেন | প্রকাশ্য বিষয়ের | ও | গোপন বিষয়ের | (যিনি) খুব অবহিত | (তাঁর) দিকে

تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٤﴾

কাজ করতেছিলে

৯৩. অবশ্য অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে, যারা ধন-সম্পদের অধিকারী- তা সত্ত্বেও তোমার নিকট জেহাদের শরীক হওয়ার কর্তব্য হতে অব্যহতি চায়, তারা ঘরে উপবেশনকারীদের মধ্যে শামিল হওয়াকে পছন্দ করে নিল। আর আল্লাহ তাদের দিলের উপর মোহর অংকিত করে দিয়েছেন, এই জন্যে এখন তারা কিছু জানেনা। ৯৪. তোমরা যখন ফিরে এসে তাদের নিকট পৌছবে তখন এরা নানা ওযর পেশ করবে। কিন্তু তোমরা যেন স্পষ্ট বলে দাও যে, 'ওযরের বাহানা করোনা, আমরা তোমাদের কোন কথাই বিশ্বাস করিনা। আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের অবস্থা বলে দিয়েছেন। এখন আল্লাহ এবং তাঁর রসূল তোমাদের কর্মনীতি দেখবেন। পরে তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন তোমরা কি কি করছিলে।'

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا

তোমরা যেন উপেক্ষা কর | তাদের দিকে | তোমরা ফিরে যাবে | যখন | তোমাদেরকে | আল্লাহর (নামে) | তারা শীঘ্রই হলফ করে বলবে

عَنْهُمْ ؕ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ز وَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ

জাহান্নাম | তাদের আবাসস্থল | এবং | অপবিত্র | নিশ্চয়ই তারা | তাদেরকে | তোমরা তাই উপেক্ষাকর | তাদেরকে

جَزَآءً ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۹۵﴾ يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ

তাদের থেকে | তোমরা যেন সন্তুষ্ট হও | তোমাদেরকে | হলফ করে তারা বলবে | তারা উপার্জন করে আসছে | ঐ বিষয়ের যা | প্রতিফল (স্বরূপ)

فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۹۶﴾

(যারা) ফাসেক | (এমন) লোকদের | হতে | সন্তুষ্ট হন | না | আল্লাহ | তবে নিশ্চয়ই | তাদের থেকে | তোমরা সন্তুষ্ট হও | অতঃপর যদি

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّ نِفَاقًا وَّ اَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا

তারা জানবে | যে না | বেশী উপযুক্ত | এবং | মুনাফেকীতে | ও | কুফরীতে | কঠোরতর | বেদুঈনরা

حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۹۷﴾

মহাবিজ্ঞ | মহাজ্ঞানী | আল্লাহ | এবং | তাঁর রসূলের | উপর | আল্লাহ | নাযিল করেছেন | যা | সীমারেখা

৯৫. তোমরা ফিরে আসলে এরা তোমাদের নিকট এসে কসম করবে, যেন তোমরা তাদের দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে লও। তাহলে তোমরা অবশ্যই তাদের দিক হতে দৃষ্টি ফিরে নিবে। কেননা এ একটি কদর্য জিনিস, আর তাদের আসল স্থান হচ্ছে জাহান্নাম, যা তাদের উপার্জনের বদলে তাদের ভাগ্যে জুটবে। ৯৬. এরা তোমাদের সামনে কসম খাবে, যেন তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক। অথচ তোমরা তাদের প্রতি রাজী ও সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ তো কিছুতেই ফাসেকদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। ৯৭. এই বেদুঈন আরবরা কুফর ও মুনাফেকীতে অত্যন্ত শক্ত। তারা এরই বেশী উপযুক্ত যে, তারা সেই দ্বীনের সীমাসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাবে যা আল্লাহতা'আলা তাঁর রসূলের প্রতি নাযিল করেছেন[৩৬]। আল্লাহ তো সবকিছুই জানেন, তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক।

৩৬. 'বেদুইন আরব' বলতে গ্রাম্য ও মরুস্থলবাসী আরবদের বুঝানো হয়েছে। যারা মদীনার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকাতে বাস করতো। মদীনায় মযবুত ও সুসংগঠিত শক্তির অভ্যুথান দেখে এরা প্রথমতঃ ভীত হয়ে পড়েছিল। পরে তারা ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্বের সময় দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সুযোগ সন্ধানী ও সুবিধাবাদীর ভূমিকা অবলম্বন করে চলতে থাকে। পরে যখন ইসলামী রাষ্ট্রের আধিপত্য হেজায ও নজদের এক বৃহৎ অংশের উপর বিস্তৃত হলো এবং বিরোধী গোত্রসমূহের শক্তি তার মোকাবেলায় ভেঙ্গে পড়তে শুরু করলো, তখন তারা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হওয়াকেই তাদের স্বার্থ সুবিধার অনুকূল ও সময়োপযোগী বিজ্ঞতা বলে মনে করলো। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম লোকই এরূপ ছিল যারা এ দ্বীনের সত্যতা যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করে আন্তরিকতাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ও অকপট নিষ্ঠার সাথে এ দ্বীনের দাবী ও দায়িত্বগুলি পালনে প্রস্তুত ছিল। তাদের এই অবস্থাকে এখানে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যেঃ শহরবাসীদের তুলনায় এ গ্রাম্য ও মরুবাসী লোকরা অধিকতর কপটভাবাপন্ন হয়ে থাকে। সত্যকে অস্বীকার করার প্রবণতা তাদের মধ্য অধিকতর ভাবে দেখা যায়। এর কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে শহরের অধিবাসীরা বিদ্বান ও সত্যপন্থীদের সঙ্গলাভের কারণে দ্বীন ও তার সীমাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ তো করতে পারে, কিন্তু এ বেদুঈনরা সারাটি জীবন নিছক এক খাদ্যান্বেষী পশুর ন্যায় দিনরাত জীবিকার অন্বেষণেই কাল কাটায় এবং পশুসুলভ জৈবিকজীবনের প্রয়োজনসমূহ থেকে উর্দ্ধতর কোন জিনিসের প্রতি মনোযোগ দেবার কোন অবকাশই তাদের মেলে না। এজন্যে দ্বীন ও তার সীমাসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার সম্ভাবনা তাদের পক্ষে অনেক বেশী। পরবর্তী ১২২ নং আয়াতে তাদের এই রোগের আরোগ্যের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে।

وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّ يَتَرَبَّصُ

অপেক্ষা করে ও জরিমানা স্বরূপ খরচ করে (আল্লাহর পথে) যা ধরে নেয় কেউ বেদুঈনদের মধ্যে এবং কেউ

بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ

সবকিছু শুনেন আল্লাহ এবং খারাপ কালের আবর্তন তাদের উপর (আসছে) কালের আবর্তনের (অর্থাৎ অমঙ্গলের) তোমাদের জন্যে

عَلِيْمٌ ﴿۹۸﴾ وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ

আখেরাতের দিনে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে কেউ বেদুঈনদের মধ্য হতে এবং সবকিছু জানেন

وَ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَ صَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ

রসূলের দোয়ার (মাধ্যম হিসেবে) ও আল্লাহর কাছে নৈকট্যের মাধ্যম স্বরূপ খরচ করে (আল্লাহর পথে) যা ধরে নেয় ও

اَلَاۤ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ

তাঁর রহমতে মধ্যে আল্লাহ তাদের শীঘ্রই প্রবেশ করাবেন তাদের জন্যে নৈকট্যের মাধ্যম নিশ্চয়ই তা জেনেরাখ

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۹۹﴾ وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ

মুহাজেরদের মধ্যে হতে প্রথম দিকে অগ্রগামী ও মেহেরবান ক্ষমাশীল আল্লাহ নিশ্চয়ই

وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

তাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন সততার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে যারা ও আনসারদের ও

وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ

ঝর্ণাধারা তার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয় জান্নাত তাদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন ও তাঁর উপর তারা খুশী হয়েছে ও

خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۰۰﴾

বিরাট সফলতা এটাই চিরকাল তার মধ্যে তারা বসবাস করবে

---

৯৮. এই বেদুঈনদের মধ্যে এমন এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহর পথে কিছু খরচ করলে তাকে নিজেদের উপর জোরপূর্বক চাপানো জরিমানার মত মনে করে। আর তোমাদের ব্যাপারে কালের আবর্তণ অপেক্ষা করছে (যে তোমরা কোন বিপদে পড়লে তারা এই শাসন-শৃংখলার রশি তাদের গলদেশ হতে খুলে ফেলবে, যা দিয়ে তাদেরকে এখন বেঁধে রাখা হচ্ছে) অথচ কালের আবর্তন তাদের নিজেদেরই উপর চেপে রয়েছে। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন। ৯৯. এই মরুচারী বেদুঈনদের মধ্যে এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহ এবং পরকালের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, আর যা কিছু খরচ করে তাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের এবং রসূলের দিক হতে রহমতের দোয়া লাভের মাধ্যম বানায়। জেনেরাখ তা অবশ্যই তাদের জন্য নৈকট্য লাভের মাধ্যম এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে নিজের রহমতে দাখিল করাবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাদানকারী ও করুণাময়। **রুকু-১৩** ১০০. সেই সব মুহাজির ও আনসার যারা সর্বপ্রথম ঈমানের দাওয়াত কবুল করার জন্য অগ্রসর হয়েছিল তারা ও যারা পরে নিতান্ত সততার সাথে তাদের পিছনে পিছনে এসেছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি রাযী ও সন্তুষ্ট হলেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি রাযী ও খুশী হল। আল্লাহ তাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণা-ধারা সতত প্রবহমান; আর তারা চিরদিন সেখানে থাকবে। বস্তুতঃ এটাই বিরাট সাফল্য।

وَ مِمَّنۡ حَوۡلَكُمۡ مِّنَ الۡاَعۡرَابِ مُنٰفِقُوۡنَ ؕۛ وَ مِنۡ اَهۡلِ الۡمَدِيۡنَةِ ۛؔ

মদিনা বাসীদের মধ্যেও এবং (অনেকেই) মুনাফেক বেদুঈনদের মধ্যহতে তোমাদের চারপার্শ্বে(আছে) তাদের মধ্যে যারা এবং

مَرَدُوۡا عَلَى النِّفَاقِ ۟ لَا تَعۡلَمُهُمۡ ؕ نَحۡنُ نَعۡلَمُهُمۡ ؕ سَنُعَذِّبُهُمۡ

তাদের শীঘ্রই আমরা সাজাদেব তাদের জানি আমরা তাদের জান তুমি না মুনাফেকীর ক্ষেত্রে তারা সিদ্ধহস্ত

مَّرَّتَيۡنِ ثُمَّ يُرَدُّوۡنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيۡمٍ ﴿۱۰۱﴾ وَ اٰخَرُوۡنَ اعۡتَرَفُوۡا

তারা স্বীকার করেছে আরো কিছু লোক (আছে) এবং কঠোর আযাবের দিকে তাদের ফিরিয়ে নেয়াহবে এরপর দুবার

بِذُنُوۡبِهِمۡ خَلَطُوۡا عَمَلًا صَالِحًا وَّ اٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ

আল্লাহ সম্ভবতঃ (কাজ) মন্দ অন্যকিছু ও ভাল (কিছু) কাজ তারা মিশ্রণ করেছে তাদের গোনাহ

اَنۡ يَّتُوۡبَ عَلَيۡهِمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۱۰۲﴾ خُذۡ مِنۡ

হতে গ্রহণ কর মেহেরবান ক্ষমাশীল আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের প্রতি ক্ষমা পরায়ন হবেন

اَمۡوَالِهِمۡ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمۡ وَ تُزَكِّيۡهِمۡ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيۡهِمۡ ؕ

তাদের জন্যে দোয়া কর তুমি ও তাদিয়ে তাদের পরিশুদ্ধি কর ও তাদের তুমি পবিত্র কর সদকা তাদের মাল

اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمۡ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۱۰۳﴾

সব জানেন সব শুনেন আল্লাহ এবং তাদের জন্যে প্রশান্তি তোমার দোয়া নিশ্চয়ই

اَلَمۡ يَعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقۡبَلُ التَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهٖ

তাঁর বান্দাদের হতে তওবা কবুল করেন তিনিই (যিনি) আল্লাহ যে তারা জানে নাই কি

১০১. তোমাদের চতুর্দিকে যেসব মরুচারী থাকত তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক রয়েছে মুনাফিক। এভাবে মদীনার বাসিন্দাদের মধ্যেও যে মুনাফেকি রয়েছে তারা মুনাফীতে পাকা পোখ্‌ত হয়েছে। তুমি তাদেরকে জান না, আমরা জানি। সেদিন দূরে নয়, যখন আমরা তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিব। পরে তাদেরকে অধিক বড় শাস্তির জন্য ফিরিয়ে আনা হবে। ১০২. আরো কিছু লোক আছে যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের আমল মিশ্রিত ধরনের- কিছু ভাল, আর কিছু মন্দ। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাদের প্রতি আবার ক্ষমা-পরায়ণ হবেন। কেননা তিনি ক্ষমাদানকারী ও করুনাময়। ১০৩. হে নবী, তুমি তাদের ধন-মাল হতে সাদকা নিয়ে তাদের পাক ও পবিত্র কর এবং (নেকীর পথে) তাদেরকে অগ্রসর কর, আর তাদের জন্য রহমতের দোয়া কর। কেননা তোমার দোয়া তাদের জন্য বড়ই সান্ত্বনার কারণ হবে। আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন। ১০৪. তারা কি জানে না যে, তিনি আল্লাহই যিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন।

وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝١٠٤ وَ

এবং মেহেরবান ক্ষমাশীল তিনিই আল্লাহ (এও) এবং সদকা গ্রহণ ও
যে করেন

قُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُوْلُهٗ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ط

মু'মিনরাও এবং তাঁর রসূল এবং তোমাদের আল্লাহ শিগ্রীই তোমরা বল
(দেখবে) কাজ দেখবেন. কাজ কর

وَ سَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ

অতঃপর তোমাকে প্রকাশ্য এবং গোপন (যিনি) (তাঁর) তোমাদের ফিরিয়ে এবং
জানাবেন (সম্পর্কেও) (সম্পর্কে) অবহিত দিকে নেয়া হবে

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝١٠٥ وَ اٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ

নির্দেশের স্থগিত (যাদের অন্যকিছু . এবং কাজ করতেছিলে তোমরা ঐবিষয়ে
জন্যে ব্যাপার) (লোক) যা

اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ اِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ط وَ اللّٰهُ

আল্লাহ এবং তাদের ক্ষমা পরায়ণ না হয় আর তাদের তিনি হয় আল্লাহর
প্রতি হবেন শাস্তি দিবেন

عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝١٠٦ وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّ

ও ক্ষতি মসজিদকে নির্মাণ যারা এবং প্রজ্ঞাময় সবকিছু
করার করেছে জানেন

كُفْرًا وَّ تَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اِرْصَادًا لِّمَنْ

(তার জন্যে) ঘাটি হিসেবে ও ঈমানদারদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির ও কুফরীর
যে (ব্যবহারের জন্যে) উদ্দেশ্যে

حَارَبَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ط

ইতিপূর্বে তাঁর রসুলের ও আল্লাহর যুদ্ধ
(বিরুদ্ধে) করেছে

এবং তাদের দান-খয়রাতকে গ্রহণ করেন; আরও এই যে আল্লাহ বড় ক্ষমাদানকারী ও দায়াবান? ১০৫. হে নবী, এই লোকদের বল যে, তোমরা কাজ কর; আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মুমিনগণ সকলেই লক্ষ্য করবে যে, তাঁর পর তোমাদের কাজ কিরূপ হয়। অতঃপর তোমাদেরকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই জানেন। এবং তিনি তোমাদের জানিয়ে দিবেন তোমরা. কি সব কাজ করতেছিলে। ১০৬. কিছু লোক আরো আছে যাদের ব্যাপারটি এখনো আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষায় রয়েছে; তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিবেন, আর চাইলে তাদের প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি বড় বিজ্ঞ ও জ্ঞানী। ১০৭. কিছু লোক আরো আছে যারা একটি মসজিদ বানিয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, (দ্বীনের মূল দাওয়াতকেই তারা) ক্ষতিগ্রস্থ করবে। এবং (আল্লাহর বন্দেগী করার পরিবর্তে) কুফরী করবে ও ঈমানদার লোকদের মধ্যে বিরোধ ও ঐক্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করবে। আর (এই বাহ্যিক ইবাদত খানাকে) সেই ব্যক্তির জন্য ঘাটি বানাবে যে লোক ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে।

وَ لَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ

সাক্ষ্য দিচ্ছেন | আল্লাহ | এবং | উত্তম | এছাড়া | আমরা ইচ্ছে করেছিলাম | না | তারা অবশ্যই হলফ করবে | এবং

اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱۰۷﴾ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ

বুনিয়াদ রাখা হয়েছে | অবশ্য যে মসজিদের | কক্ষণও | তার মধ্যে | তুমি দাড়াবে | না | অবশ্যই মিথ্যাবাদী | তারা নিশ্চয়ই

عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ

সেখানে আছে | তার মধ্যে (নামাজের জন্য) | তুমি দাড়াবে | যে | বেশী হকদার | দিন | প্রথম | হতে | তাকওয়ার | উপর

رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

পবিত্রতা অর্জন-কারীদেরকে | পছন্দ করেন | আল্লাহ | এবং | তারা পবিত্রতা অর্জন করবে | যে | (যারা) পছন্দ করে | (এমন) লোক

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٍ خَيْرٌ

উত্তম | তার সন্তুষ্টির (জন্যে) | ও | আল্লাহর | তাকওয়ার | উপর | তার ইমারতের | ভিত্তি রেখেছে | তবে কি যে

اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ

অতঃপর নিয়ে পড়ল | ধ্বংসোন্মুখ | অন্তঃসার শুন্য | কিনারার তীরের | উপর | তার ঈমারতের | ভিত্তি রেখেছে | যে | (না) কি

بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۰۹﴾

(যারা) যালেম | (এমন) লোকদের | পথ দেখান | না | আল্লাহ | এবং | জাহান্নামের | আগুনের | মধ্যে | তাকে সহ

তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে যে, ভাল করা ছাড়া আমাদের তো আর কোন ইচ্ছাই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। ১০৮. তুমি কশ্মিনকালেও সেই ঘরে দাড়াবেনা। যে মসজিদ প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার ভিত্তিতে কায়েম করা হয়েছে, তাই এই জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত যে, তুমি তথায় (ইবাদতের জন্য) দাড়াবে। এতে এমন সব লোক রয়েছে যারা পাক ও পবিত্র থাকা পছন্দ করে। আর আল্লাহরও পছন্দ হচ্ছে এসব পবিত্রতা অবলম্বনকারী লোকদেরকে[৩৭]। ১০৯. তুমি কি মনে কর, উত্তম মানুষ কি সে, যে নিজের ইমারতের ভিত্তি আল্লাহর ভয় ও তার সন্তোষ কামনার উপর স্থাপন করেছে; না সে, যে তার ইমারত স্থাপন করেছে একটি প্রান্তরের অন্তঃসার শূণ্য স্থিতিহীন বেলাভূমির উপর এবং সে তাসহ সোজা জাহান্নামের আগ্নি গহ্বরে পতিত হল? এরূপ যালেম লোকদেরকে তো আল্লাহ কখনো সঠিক পথ দেখান না।

৩৭. মদীনায় এ সময় দু'টি মসজিদ ছিল। একটি হচ্ছে 'মসজিদে কোবা'- এ মসজিদটি শহরতলীতে অবস্থিত ছিল এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'মসজিদে নববী' যা শহরের মধ্যেই অবস্থিত ছিল। এ দুটি মসজিদ থাকা সত্বেও তৃতীয় একটি মসজিদ নির্মান করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কপটচারীরা (মোনাফেকরা) এই বাহানা অবলম্বন করলো যে, বৃষ্টিতে ও শীতের রাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে বিশেষ করে দুর্বল ও অসমর্থ লোকদের পক্ষে যারা এই দুই মসজিদ থেকে দূরে অবস্থান করে, দৈনিক পাঁচবার নামাযের জন্য উপস্থিত হওয়া কঠিন; সুতরাং আমরা মাত্র নামাযীদের সুবিধার জন্যই একটি নতুন সমজিদ নির্মাণ করতে চাই। এভাবে তারা এই মসজিদ নির্মানের অনুমহি গ্রহন করে এটাকে নিজেদের ষড়যন্ত্র-আড্ডাতে পরিণত করেছিল। তারা চেয়েছিল নবী করীম (সঃ) কে ধোকা দিয়ে তারা এই মসজিদের উদঘাটন করবে। কিন্তু তাদের সংকল্পের পূর্বেই আল্লাহতাআলা রসূল (সঃ) কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং রসূল (সঃ) তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করেই এই মসজিদে যেরারকে ধ্বংস করে দেন।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّآ اَنْ تَقَطَّعَ

টুকরা টুকরা যে পর্যন্ত তাদের মধ্যে সন্দেহের তারা যা তাদের হয়ে
হবে না অন্তরের (বীজ) বানিয়েছে ইমারত থাকবে

قُلُوْبُهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١١٠﴾ ع اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ

হতে ক্রয় করে আল্লাহ নিশ্চয়ই মহাবিজ্ঞ সবকিছু আল্লাহ আর তাদের
নিয়েছেন জানেন অন্তর

الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ

তারা লড়াই জান্নাত তাদের বিনিময়ে তাদের ও তাদের ঈমানদারদের
করে (রয়েছে) জন্যে মালকে জানকে

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ ۫ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا

সত্য এ ওয়াদা তারা নিহত ও তারা অতঃপর আল্লাহর পথে
সম্পর্কে (রয়েছে) হয় নিহত করে

فِى التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ؕ وَ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ

তার অধিকারপূর্ণকারী (আর) এবং কুরআনেও এবং ইঞ্জীলের ও তাওরাতের মধ্যে
ওয়াদার (হতেপারে) কে

مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَ

এবং তাঁর তোমরা যা তোমাদের অতএব আল্লাহর চেয়েও
সাথে কেনাবেচা করছ কেনা বেচায় তোমরা খুশী হও

ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١١﴾

বিরাট সফলতা সেই এটা

১১০. এই ইমারতটি যা তারা নির্মান করেছে, সব সময়ই তাদের দিলে অবিশ্বাসের বীজ হয়ে থাকবে, যতক্ষন না তাদের দিল টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আল্লাহ সব বিষয়ের খবর রাখেন; তিনি সুবিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। **রুকু-১৪** ১১১. প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহতা'আলা মুমিনদের নিকট হতে তাদের হৃদয়-মন এবং তাদের মাল-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে খরীদ করে নিয়েছেন[৩৮]। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি (জান্নাত দানের ওয়াদা) আল্লাহর যিম্মায় একটি পাকা পোখ্ত ওয়াদা তওরাত, ইনজীল ও কুরআনে আর আল্লাহ অপেক্ষা নিজের ওয়াদা বেশী পূরণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা সন্তুষ্ট হও তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের দরুন, যা তোমরা আল্লাহর সাথে সম্পন্ন করেছ। এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য।

৩৮. আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে ঈমানের ব্যাপারটিকে এখানে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপার রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছেঃ ঈমান প্রকৃতপক্ষে একটি অংগীকার ও চুক্তি যা দিয়ে বান্দা নিজের স্বকীয় সত্তা ও নিজেদের অর্থ-সম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেয়, এবং এর বিনিময়ে বান্দাহ আল্লাহর পক্ষ হতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে যে, মৃত্যুর পর পারলৌকিক জীবনে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন।

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ

রুকুকারী (আল্লাহর পথে) পরিভ্রমণকারী (আল্লাহর) প্রশংসাকারী ইবাদতকারী (তারা) তওবাকারী

السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّاهُوْنَ عَنِ

হতে নিষেধকারী ও ভালকাজের নির্দেশদানকারী সিজদাকারী

الْمُنْكَرِ وَ الْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۲﴾

(ঐসব) তুমি আর আল্লাহর সীমা রেখার সংরক্ষণকারী এবং মন্দকাজ
ঈমানদারদেরকে সুসংবাদ দাও ক্ষেত্র

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ

মুশরিকদের তারা ক্ষমাচাইবে যে ঈমান এনেছে যারা এবং নবীর নয়
জন্যে (আল্লাহর কাছে) (তাদের জন্যে।) জন্যে শোভনীয়

وَ لَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ

যে তাদের স্পষ্ট যা এরপরেও আত্মীয় স্বজন তারাহয় যদিও এবং
তারা কাছে হয়েছে

اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿۱۱۳﴾ وَ مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ

তার পিতার জন্যে ইবরাহীমের ক্ষমা চাওয়া ছিল না এবং দোজখের অধিবাসী

اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ

যে তার প্রকাশ অতঃপর তার যা সে প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতির এছাড়া
সে কাছে হল যখন কাছে দিয়েছিল যে

عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۱۴﴾

সহনশীল অবশ্যই ইবরাহীম নিশ্চয়ই তার সে সম্পর্ক আল্লাহর শত্রু
(মানুষ) কোমল হৃদয়ের (ছিল) থেকে ছিন্ন করল

১১২. আল্লাহর দিকে বারবার প্রত্যাবর্তনকারী[৩৯], তাঁর ইবাদত পালনকারী, তাঁর প্রশংসার বানী উচ্চারণকারী, তাঁর জন্য যমীনে পরিভ্রমণকারী[৪০], তাঁর সামনে রুকু ও সিজদায় বিনীত, ভাল কাজের আদেশদানকারী, খারাব কাজের বাধাদানকারী এবং আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা রক্ষাকারী (প্রভৃতি গুণধারী হয় সেইসব ঈমানদার লোক যারা আল্লাহর সাথে এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করে। এবং হে নবী, এই মুমিন লোকদের সুসংবাদ দাও। ১১৩. নবী এবং ঈমানদার লোকদের পক্ষে শোভা পায়না যে, তারা মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন; যখন তাদের নিকট একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে তারা জাহান্নামে যাওয়ারই উপযুক্ত । ১১৪. ইবরাহীম তার পিতার জন্য যে মাগফিরাতের দোয়া করেছিল তা ছিল সেই ওয়াদার কারণে যা সে তার পিতার নিকট করেছিল। কিন্তু যখন তার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, তার পিতা আল্লাহর দুশমন, তখন সে তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিল। সত্য কথা এই যে, ইবরাহীম বড়ই কোমল হৃদয়, আল্লাহ- ভীরু ও পরম ধৈর্যশীল লোক ছিল।

৩৯. মূলে 'তায়েবুনা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছেঃ তওবাকারীগণ। কিন্তু যেরূপ ভাষাগত ভংগীতে এ শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে এ অর্থ সুস্পষ্ট রূপে পরিস্ফুট হচ্ছে যে তওবা করা মুমিনের স্থায়ী গুনাবলীর মধ্যে একটি গুন । সুতারাং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে- তারা মাত্র একবার তওবা করেনা, বরং সর্বদা তারা তওবা করতে থাকে। আর তওবার আসল অর্থ হচ্ছে- রুজু করা বা প্রত্যাবর্তন করা। সুতরাং এই শব্দটার যথার্থ মর্ম প্রকাশ করার জন্য আমি এর ব্যাখ্যা মুলক অনুবাদ করেছিঃ তারা আল্লাহর দিকে বার বার প্রত্যাবর্তন করে। ৪০. দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ হতে পাবেঃ রোযা পালনকারীগণ।

اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يُحْيٖ وَ

এবং তিনি জীবিত করেন যমীনের ও আসমান সমূহের রাজত্ব তাঁরই জন্যে আল্লাহ (এমনসত্তা)যে নিশ্চয়ই

يُمِيْتُ ؕ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴿١١٦﴾

সাহায্যকারী না আর কোন অভিভাবক আল্লাহ ছাড়া তোমাদের জন্যে নাই এবং তিনি মৃত্যুদেন

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ

যারা আনসারদের (প্রতি) ও মুহাজিরদের এবং নবীর প্রতি আল্লাহ ক্ষমাপরায়ন হলেন নিশ্চয়ই

اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ

অন্তর সমূহ বক্র হওয়ার উপক্রম হয়েছিল এরপরে কঠিন সময়ে তাকে অনুসরণ করেছে

فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٧﴾

মেহেরবান দয়াশীল তাদের উপর নিশ্চয়ই তিনি তাদেরকে ক্ষমা করলেন এরপর তাদের মধ্যকার এক দলের

১১৫. আল্লাহর এমন নন যে, লোকদেরকে হেদায়াত দানের পর তাদেরকে আযাব গোমরাহীতে নিমজ্জিত করবেন, যতক্ষণ তাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে না দিবেন যে, কোন্ জিনিস হতে তাদেরকে দূরে থাকতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ সব বিষয়েরই জ্ঞান রাখেন। ১১৬. আর এও সত্য যে, আল্লাহরই মুঠোর মধ্যে রয়েছে আসমান ও যমীনের রাজত্ব। তাঁরই ইখতিয়ারে রয়েছে জীবন ও মৃত্যু। তাদের কোন সাহায্যকারী বা পৃষ্ঠপোষক এমন নেই যে তাদেরকে আল্লাহর (আযাব) হতে রক্ষা করতে পারে। ১১৭. আল্লাহ ক্ষমা পরায়ন হয়েছেন নবীর প্রতি এবং সেই মুহাজির ও আনসারদের প্রতিও, যারা বড় কঠিন সময়ে নবীর সংগে ছিল যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোকের দিল বাঁকা পথের দিকে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম[৪১] করেছিল। (কিন্তু তারা যখন সে পথে চলল না; বরং নবীর সংগেই থাকল, তখন) আল্লাহই তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। তাদের সাথে আল্লাহর আচরণ নিঃসন্দেহে দয়া ও অনুগ্রহশীল।

৪১. অর্থাৎ কয়েকজন অকপট সাহাবাও সেই কঠিন সময়ে যুদ্ধ যাত্রা করতে কিছু পরিমাণ পলায়ন পর মনোবৃত্তি অবলম্বন করতেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল এবং তারা দ্বীনে-হক আন্তরিক ভাবে ভালবাসতেন সে জন্যে শেষ পর্যন্ত তারা তাদের এই দূর্বলতাকে কাটিয়ে উঠেছিলেন।

وَّ عَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ

তাদের উপর সংকুচিত হয়েগেল যতক্ষণ না পিছনে রয়ে গিয়েছিল যারা (ঐ) তিনজনের উপর (ক্ষমা করলেন) এবং

الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْۤا

তারা ভাবল এবং তাদের জান প্রাণ তাদের উপর সংকীর্ণ হল এবং (তার)প্রশস্ত হওয়ার সত্ত্বেও এ যমীন

اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ

তাদেরকে তিনি মাফ করলেন এরপর তাঁর দিকে (প্রত্যাবর্তণ) এছাড়া আল্লাহ (শাস্তি) হতে কোন আশ্রয় (বাচার) নাই যে

لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۱۸﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ

যারা ওহে মেহেরবান বড় ক্ষমাশীল তিনিই আল্লাহ নিশ্চযই তারা যেন ফিরে আসে

اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۹﴾ مَا كَانَ

শোভা পায় না সত্যবাদীদের অন্তর্ভূক্ত হও তোমরা ও আল্লাহকে ভয়কর ঈমান এনেছ

لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا

তারা পিছনে রয়ে যাবে যে বেদুঈনদের মধ্যহতে তাদের চার পাশে (থাকে) যারা ও মদীনার অধিবাসীদের জন্যে

عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ

তার জান-প্রাণের চেয়ে তাদের জান প্রাণকে তারা অধিক গুরুত্বদেবে না এবং আল্লাহর রসূলের (সহগামীহওয়া) থেকে

---

১১৮. সেই তিন জনকেও তিনি ক্ষমা করে দিলেন, যাদের ব্যাপারটি মুলতবী করে রাখা হয়েছিল। যমীন যখন তার বিস্তৃতি ও বিশলতা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং তাদরে জান-প্রাণও তাদের উপর বোঝা হয়ে পড়ল, তারা জেনে নিল যে, আল্লাহর (আযাব) হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বয়ং আল্লাহর রহমতের আশ্রয় ছাড়া পানাহ নিবার আর কোন স্থান নেই, তখন আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের দিকে ফেরেন, যেন তারা তার দিকে ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে তিনি বড় ক্ষমাদানকারী ও দয়াবান[৪২]। রুকু-১৫ ১১৯. হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যাদর্শ লোকদের সংগী হও। ১২০. মদীনার অধিবাসী এবং চারপাশের বেদুঈনদের জন্য কখনই শোভনীয় ছিলনা যে, আল্লাহর রসূলকে ছেড়ে ঘরে বসে থাকবে এবং তার দিক হতে বে-পরোয়া হয়ে নিজ নিজ নফসের চিন্তায় মশগুল হবে।

---

৪২. এই তিন ব্যক্তি হচ্ছেন- কাব বিন মালিক (রাঃ), হেলাল বিন উমাইয়া (রাঃ) এবং মোরারা বিন রবী (রাঃ); তিনজনই খাটি মু'মিন ছিলেন। এর পূর্বে এরা কয়েকবার নিজেদের অকপট নিষ্ঠার প্রমাণ দান করেছিলেন, স্বার্থত্যাগ ও দুঃখ বরণ করেছিলেন। কিন্তু নিজেদের এই সমস্ত পূর্ব খোদমত সত্ত্বেও তাবুক যুদ্ধের সংগীন সময়ে সকল যুদ্ধক্ষম বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তারা যে শিথিলতা প্রদর্শন করেছিলেন তার জন্যে তাদের কঠিন পাকড়াও করা হয়েছিল। নবী করীম (সঃ) তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করে মুসলমানদের হুকুম দান করেন যে, কেউ যেন তাদের সাথে সালাম-কালাম (অভিবাদন) ও বাক্যালাপ) না করে। ৪০ দিন পরে তাদের স্ত্রীদেরকেও তাদের থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দান করা হয়। এই আয়াতে যে চিত্র অংকন করা হয়েছে- মদীনার জনপদে তাদের অবস্থা প্রকৃতপক্ষে সেরূপই হয়েছিল। অবশেষে যখন তাদের বয়কটের ৫০ দিন অতিবাহিত হলো তখন ক্ষমার এই হুকুম নাযিল হয়।

কেননা এমন কখনো হবেনা যে আল্লাহর পথে ক্ষুধা-পিপাসা ও দৈহিক পরিশ্রমের কোন কষ্ট তারা ভোগ করবে, আর সত্যের অবিশ্বাসীদের পক্ষে যে পথ অসহ্য তাতে তারা কোনরূপ পদক্ষেপ করবে এবং কোন দুশমনের উপর (সত্য দুশমনীর) কোন প্রতিশোধ তারা গ্রহণ করবে, আর এর বদলে তাদের জন্য কোন নেক আমল লেখা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লহর নিকট নিষ্ঠাবান আমলকারীদের কাজের প্রতিফল মারা যায় না। ১২১. অনুরূপভাবে এও কখনো হবে না যে, (আল্লাহর পথে) অল্প বা বেশী কোন ব্যয় তারা বহন করবে এবং (জেহাদ-প্রচেষ্টায়) কোন উপত্যকা তারা অতিক্রম করবে, আর তাদের নামে তা লিখে নেয়া হবে না- যেন আল্লাহ তাদের এই ভাল কাজের প্রতিফল তাদেরকে দান করেন। ১২২. ঈমানদার লোকদের সকলেরই বের হয়ে পড়া জরুরী ছিল না। কিন্তু এরূপ কেন হল না যে, তাদের অধিবাসীদের প্রত্যক অংশ হতে কিছু লোক বের হয়ে আসত ও দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অনুশীলন করত।

وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿۱۲۲﴾

(ইসলাম বিরোধী কাজ থেকে) সতর্ক থাকে | তারা যাতে (এভাবে) | তাদের দিকে | তারা ফিরে যায় | যখন | তাদের সম্প্রদায়কে | তারা যেন সতর্ক করে | এবং

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ

কাফেরদের মধ্যে হতে | তোমাদের নিকটবর্তী আছে | (তাদের বিরুদ্ধে) যারা | তোমরা যুদ্ধকর | ঈমান এনেছ | যারা | ওহে

وَ لْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ؕ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ

সাথে (আছেন) | আল্লাহ | যে | তোমরা জেনে রাখ | এবং | কঠোরতা | তোমাদের মধ্যে | তারা যেন পায় | ও

الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۲۳﴾ وَ اِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ

বলে | কেউ কেউ | তখন তাদেরমধ্যে | কোন সূরা | নাযিল করাহয় | যখন | এবং | মুত্তাকীদের

اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

ঈমান এনেছে | যারা | আর (বাস্তবিকই) | ঈমান | এটা (দিয়ে) | বৃদ্ধি করেছে তার | তোমাদের মধ্য কে

فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿۱۲۴﴾

খুশী হয়ে যায় | তারা | এবং | ঈমান | তাদের বৃদ্ধি করেছে

এবং ফিরে গিয়ে নিজ নিজ এলাকার বাসিন্দাদেরকে সাবধান করত, যেন তারা (ইসলাম বিরোধী কাজ হতে) বিরত থাকতে পারে[৪৩]। রুকু-১৬ ১২৩ হে ঈমানদার লোকেরা, যুদ্ধ কর সেই সত্য অমান্যকারী লোকদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের নিকটবর্তী রয়েছে [৪৪]। তারা যেন তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও কঠোরতা দেখতে পায়[৪৫]। আর জেনে নাও আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের সংগেই রয়েছেন। ১২৪. যখন কোন নতুন সূরা নাযিল হয় তখন তাদের মধ্যে কিছুলোক (বিদ্রুপ-ছলে মুসলমানদের নিকট) জিজ্ঞাসা করে যেঃ বল, "তোমাদের মধ্যে কার ঈমান এতে বৃদ্ধি পেল?" যারা ঈমান এনেছে (প্রত্যেক অবতীর্ণ সূরাই) তাদের ঈমান সত্যিই বৃদ্ধি করে দেয়, আর তারা এর দরুন খুবই সন্তুষ্টচিত্ত হয়।

---

৪৩. অর্থাৎ সকল গ্রামবাসীদের মদীনা আসা জরুরী ছিলনা। প্রত্যেক ব্যক্তি ও এলাকার বাসিন্দাদের মধ্য থেকে যদি কিছু কিছু লোক মদীনা এসে দ্বীনের ইলম হাসিল করতো ও নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন করে সেখানকার লোকদের দ্বীন শিক্ষা দিত তবে গ্রাম্য লোকদের মধ্যে সেই সব মূর্খতা বাকী থাকতো না যার জন্য তারা কপটতার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে আছে। এবং ইসলাম গ্রহণ করার পরও মুসলমান হওয়ার যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে না। ৪৪. পরবর্তী বাক্য পরম্পরা অনুধাবন করলে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়, এখানে কাফেররা বলতে সেইসব মোনাফেকদেরকে বোঝানো হয়েছে যাদের সত্য অস্বীকার করার ব্যাপারটি পূর্নরূপে পরিস্ফুট হয়ে গিয়েছিল এবং ইসলামী সমাজের মধ্য তাদের মিলেমিশে থাকার জন্য দারুন ক্ষতি সাধিত হচ্ছিল। ৪৫. অর্থাৎ এ পর্যন্ত তাদের সাথে যে নরম ব্যবহার করা হচ্ছিল এখন তার সমাপ্তি হওয়া উচিৎ।

১২৫. অবশ্য যেসব লোকের মনে (মুনাফেকীর) রোগ লেগে ছিল তাদের পূর্ব মলিনতার উপর (প্রত্যেকটি নতুন সূরা) আর একটি মলিনতা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফরীতেই নিমজ্জিত থাকবে। ১২৬. এরা কি লক্ষ্য করেনা যে, তারা প্রতি বছরই এক-দুইটি পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়[৪৬]? কিন্তু তা সত্ত্বেও না তওবা করে, না কোন শিক্ষা গ্রহণ করে। ১২৭. যখন কোন সূরা নাযিল হয়, তখন এরা চোখে চোখে একে অপরের সাথে কথা বলে যে, কেউ দেখতে পায়না তো! পরে চুপি চুপি বের হয়ে চলে যায়। আল্লাহ তাদের দিলকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, কেননা এরা অবুঝ লোক।

৪৬. অর্থাৎ এরূপ কোন বছর অতিক্রান্ত হচ্ছিল না যার মধ্যে এক-দুবার এরূপ অবস্থা সংঘটিত না হচ্ছিল যা দিয়ে তাদের ঈমানের দাবী যাচাই এর কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত না হচ্ছিল ও তাদের ঈমানের কৃত্রিমতার গোপন তত্ব প্রকাশ না পাচ্ছিল।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হও | যা | তার উপর | কষ্টদায়ক | তোমাদের নিজেদের | মধ্যহতে | একজন রসূল | তোমাদের কাছে এসেছে | নিশ্চয়ই

حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا

তারা ফিরে যায় | অতঃপর যদি | মেহেরবান | সহানুভূতিশীল | ঈমানদারদের সাথে | তোমাদের জন্যে | সে কল্যাণকামী

فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

আমি ভরসা করেছি | তাঁরই উপর | তিনি | ছাড়া | কোন ইলাহ | নাই | আল্লাহই | আমরা জন্যে যথেষ্ট | বল তবে

وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿١٢٩﴾

মহান | আরশের | মালিক | তিনিই | এবং

১২৮. (লক্ষ্যকর) তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছে, যে তোমাদের মধ্যের একজন। তোমাদের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া তার পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক, তোমাদের সার্বিক কল্যাণই সে কামনাকারী। ঈমানদার লোকদের জন্য সে সহানুভূতি সম্পন্ন ও করুণাসিক্ত। ১২৯. এতদ্ব সত্তেও এই লোকেরা যদি তোমার দিক হতে মুখ ফিরায়, তবে হে নবী, তাদেরকে বলঃ "আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কেউ মাবুদ নেই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করেছি এবং মহান আরশের তিনিই মালিক।"

সূরা ইউনুস

নামকরণ

এই সূরার নাম সূরার ৯৮নং আয়াতে উল্লেখিত হযরত ইউনুস (আঃ) এর বর্ণনা হতে গৃহীত হয়েছে। হযরত ইউনুসের ঘটনার বর্ণনা করা এর একমাত্র বিষয়বস্তু নয়।

নাযিল হওয়ার স্থান

হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায় এবং মূল আলোচ্য বিষয় হতেও এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, এই সম্পূর্ণ সূরাটি মক্কা শরীফেই নাযিল হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, যে এর কিছু আয়াত রসূল (সঃ) এর মাদানী জিন্দেগীতে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এটা স্থূল ধারণার ফল। এর বর্ণনার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, এ বিভিন্ন ভাষণ ও নানা সময়ে অবতীর্ণ আয়াত সমূহের কোন সমষ্টি নয়, বরং শুরু হতে শেষ পর্যন্ত একই সুসংঙ্ঘবদ্ধ ও পরস্পর সংযোজিত ধারাবাহিক ভাষণ। এটা একই সময় নাযিল হয়েছে। আর বিষয়বস্তু হতে প্রমাণিত হয় যে এর কথা গুলি মক্কী পর্যায়ে অবর্তীণ কথা।

নাযিল হওয়ার সময় কাল।

এ সূরা কবে কোন সময় নাযিল হয়েছে তা কোনো হাদীসের বর্ণনা হতে আমরা জানতে পারি না। কিন্তু মূল বক্তব্য হতে স্পষ্ট হয় যে, এই সূরা রসূলে করীমের মক্কায় অবস্থানের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়ে থাকবে। কেননা এর বাচন ভংগি হতে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, এই সময় ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধতা এবং তার প্রতিরোধ প্রবল আকার ধারণা করেছে। তারা নবী ও নবীর অনুসারীদের অস্তিত্ব পর্যন্তও নিজেদের মধ্যে বরদাস্তত্ করতে প্রস্তুত নয়। তারা কোনরূপ উপদেশ-নসীহতের ফলে সত্যের পথে ফিরে আসবে তাদের সম্পর্কে এমন কোন আশাই পোষণ করা যায়না। কাজেই নবীকে চূড়ান্ত ও শেষ বারের মত প্রত্যাখ্যান করার অনিবার্য পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করে দেওয়ার সময় এখন উপস্থিত। আলোচ্য বিষয়ের এই বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্বই এমন, যা হতে মক্কার শেষ পর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সূরা কোন গুলো, তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে ও জানতে পারি। কিন্তু সূরায় হিজরত সম্পর্কেও কোন ইংগিত পাওয়া যায়না। কাজেই হিজরত সম্পর্কে স্পষ্ট অস্পষ্ট কোনরূপ ইশারা পাওয়া যায় যে সব সূরায় এই সূরা তার পূর্বে নাযিল হয়েছে বলে মনে করতে হবে। নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্ধারণের পর এর ঐতিহাসিক পটভুমি বর্ণনার কোন প্রয়োজন অনুভুত হয়না। কেননা এই পর্যায়ের ঐতিহাসিক পটভুমি সূরা আন'আম ও সূরা আ'রাফ এর ভূমিকায় বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

এই ভাষণটির বিষয়বস্তু হচ্ছে দাওয়াত, বুঝানো, অনুভুতিদান ও সতর্কীকরণ। ভাষণটির সুচনা হয়েছে এই ভাবেঃ একজন মানুষ নবুয়্যতের পয়গাম পেশ করেছে দেখে লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়েছে, আর শুধু শুধুই তাকে যাদুকর হওয়ার অভিযোগ দিচ্ছে, অথচ সে যে কথা বলছে তাতে না আছে আশ্চর্যের কোন কথা, না যাদু ও গণকদারিরই কোন বিষয়। তিনি তো তোমাদেরকে দুটো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবহিত করছেন। একটি এই যে, যে আল্লাহ এই বিশ্ব-নিখিলের সৃষ্টিকর্তা এবং কার্যতঃ তিনিই এর ব্যবস্থাপনা করছেন, কেবল তিনিই তোমাদের মালিক এবং একমাত্র

তাঁরই অধিকার যে, ইবাদত কেবল তাঁরই করতে হবে। আর দ্বিতীয় এই যে, বর্তমান বৈষয়িক জীবনের পর জীবনের আর একটি পর্যায় অনিবার্যরূপে আসবে, যখন তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে। তোমাদের বর্তমান জীবনের সমগ্র কার্যাবলীর হিসাব নিকাশ নেয়া হবে এবং তোমরা আল্লাহকেই নিজেদের মুনিব রূপে মেনে নিয়ে তাঁরই মর্জী অনুসারে নেক আমল করেছ কিংবা বিপরীত কাজ করেছ এই দৃষ্টিতেই তোমাকে পুরস্কার বা শাস্তি দান করা হবে। নবী এই দুটি মহাসত্য তোমাদের সম্মুখে পেশ করছেন, তোমরা মান আর নাই মান, এ স্বতঃই অকাট্য সত্য ও অনস্বীকার্য। তিনি মেনে নেবার জন্যে তোমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন এবং এই আলোকে নিজেদের জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তুলবার জন্যে বলেছেন। তার এই দাওয়াত তোমারা কবুল করে নিলে তোমাদের পরিণাম উত্তম ও কল্যাণকর হবে; অন্যথায় নিজেরাই অত্যন্ত মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হবে।

এই প্রাথমিক আলোচনার পর নিম্নলিখিত দিক ও বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা পর্যায়ক্রমে আমাদের সামনে আসেঃ

১. এমন সব দলীল প্রমাণ, যা মূর্খতামূলক অন্ধ বিদ্বেষে নিমজ্জিত নয় এমন সব লোকের মন ও বিবেককে আল্লাহর একমাত্র রব হওয়ার ও পরকালীন জীবনের অনিবার্যতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী বানাতে পারে; যারা বিতর্কে জয় পরাজয়ের দিকে খেয়াল না করে নিজে ভুল দৃষ্টিভংগী ও খারাব পরিণাম হতে আত্মরক্ষা করতে চাইবে তাদের মনেও গভীর প্রীতি জন্মাতে পারে।

২. যেসব ভুল ধারনা ও গাফিলতি তওহীদ ও পরকাল বিশ্বাসের আকিদাহ গ্রহণের প্রতিবন্ধক হচ্ছিল এবং সব সময় যা প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে এই আলোচনায় তা দূরীভূত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সে বিষয়ে সতর্ক করে তোলা হয়েছে।

৩. হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নবী ও রসূল হওয়া এবং তার উপস্থাপতি পয়গাম সম্পর্কে যেসব সন্দেহ পেশ করা হত, এবং যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হত, এই আলোচনায় তার জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

৪. জীবনের পরববর্তী পর্যায়ে যাকিছু ঘটবে তার অগ্রিম খবর এই সূরায় বর্নিত হয়েছে; যেন মানুষ হুশিয়ার ও সতর্ক হয়ে নিজেদের র্বতমান কার্যকলাপ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারে এবং শেষে যেন সেজন্য অনুতাপ করতে না হয়।

৫. এই বিষয়ে সতর্ককরণ করা হয়েছে যে, বর্তমান জীবন আসলে পরীক্ষার জীবন, এবং এই দুনিয়ার আয়ূ থাকা পর্যন্তই এই পরীক্ষার জন্য দেওয়া সময় ও অবকাশ। এই সময়কে বিনষ্ট করলে ও নবীর হেদয়াত গ্রহণ করে পরীক্ষায় সাফল্য লাভের ব্যবস্থা এখনই করে না নিলে তা করার আর কোন সময় কখনই পাওয়া যাবে না এই নবী এবং এই কুরআনের সাহায্যে প্রকৃত জ্ঞান তোমাদের নিকট পৌছানো এমন একটি সর্বোত্তম ব্যবস্থা ও সুযোগ যা তোমরা এখন লাভ করছ। এখনই যদি এই সুযোগ গ্রহণ কর, যদি এই ব্যবস্থা দ্বারা পূর্ণ ফায়দা লাভ না কর, তাহলে পরবর্তী চিরন্তন জীবনে চিরদিনের জন্যে তোমাদেরকে অনুতাপ করতে হবে।

৬. আল্লাহর দেওয়া হেদায়াতের বিধান গ্রহন না করে জীবন যাপন করার কারণেই যেসব প্রকাশ্য মূর্খতা ও গোমরাহী লোকদের জীবনে প্রবল হয়ে উঠেছিল, এই সূরায় সেই দিকে ইংগিত ও ইশারা করা হয়েছে।

এই পর্যায়ে হযরত নূহ (আঃ) এর ঘটনা সংক্ষেপে এবং হযরত মূসা (আঃ) ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে; এ হতে চারটি কথা মন মগজে বদ্ধমূল করে দেয়াই উদ্দেশ্য। প্রথম এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সংগে তোমরা যেরূপ ব্যবহার করছ, তা ঠিক হযরত নূহ ও মূসা (আঃ) এর

সংগে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের করা আচরণ ও ব্যবহারের অনুরূপ। নিশ্চিত জেনো, এরূপ আচরণের যে পরিণাম তারা ভোগকরেছে তোমরাও অনুরূপ পরিণাম অবশ্যই দেখতে পাবে। দ্বিতীয় এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর সংগী সাথীগণকে এখন তোমরা যেরূপ দূর্বল ও দুরবস্থায় লিপ্ত দেখতে পাও, তাতে মনে করোনা যে, চিরদিনই তাদের অবস্থা এরূপ থাকেব। তোমরা তো জানো তাদের পশ্চাতে সেই আল্লাহই তাদের পৃষ্টপোষক রয়েছেন, যিনি ছিলেন মূসা ও হারুনের পশ্চাতে। এবং তিনি এমনভাবে অবস্থার অনিবার্য ধারাবাহিকতাকে উল্টে দেন যা কারো দৃষ্টিতেই পড়বার নয়। তৃতীয় এই যে, সতর্ক ও সংযত হওয়ার জন্যে আল্লাহতা'আলা তোমাদের যে, অবকাশ দিচ্ছেন তোমরা যদি তা বিনষ্ট ও নিষ্ফল করে দাও, আর ফিরাউনের ন্যায় আল্লাহর পাকড়াওতে পড়ে শেষ মূহূর্তে তওবা কর, তবে নিশ্চই মাফ করা হবে না। আর চতুর্থ এই যে, যারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি ঈমান এনেছিল, তারা যেন বিপরীত অবস্থা ও পরিবেশের কঠোরতা ও তার মুকাবিলায় নিজেদের অসহায়তা দেখে নিরাশাগ্রস্ত হয়ে না পড়ে এবং এই অবস্থায়ও কিভাবে দ্বীনের কাজ করতে হবে, তা যেন তারা ভালোভাবে বুঝে নেয়। এ বিষয়েও তাদের সাবধান হতে হবে যে, আল্লাহতা'আলা যখন তার নিজ অনুগ্রহে এ অবস্থা হতে তাদেরকে মুক্তি দান করবেন। তখন যেন তারা বনী ইসরাঈলের লোকরা মিশর হতে মুক্তি পেয়ে যেমন করেছিল, তারা সেরূপ আচরণ অবলম্বন না করে। শেষ ভাগে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহতা'আলা যে আকীদা ও আদর্শ অনুসারে চলবার জন্যে তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করার প্রশ্নও উঠতে পারে না। এই আকীদা ও আদর্শ যে লোকই গ্রহন করবে সে নিজেরই কল্যাণ করবে, আর যে তা পরিত্যাগ করে ভ্রান্ত পথে চলবে সে নিজেরই খারাব পরিণাম ডেকে আনবে।

آيَاتُهَا ١٠٩ (١٠) سُوْرَةُ يُوْنُسَ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ١١

এগার তার রুকু (সংখ্যা) মক্কী ইউনুস সূরা (১০) একশত নয় তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ① اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا

আলিফ-লাম-রা এই আয়াতগুলো (এমন) কিতাবের (যা) জ্ঞান গর্ভ হয়েছে কি লোকদের জন্যে আশ্চর্য-জনক

اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَ

যে আমরা অহী পাঠিয়েছি প্রতি একজনের তাদেরই মধ্যহতে যে সতর্ক কর লোকদেরকে ও

بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ

সুসংবাদ দাও (তাদেরকে) যারা ঈমান আনে যে তাদের জন্যে রয়েছে পদ (মর্যাদা) সত্যিকার কাছে তাদের রবের

قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ②

(এ কথায়) বলেছে কাফেররা নিশ্চয়ই এই (ব্যক্তি) অবশ্যই যাদুকর সুস্পষ্ট

১. আলিফ লা-ম-রা; এ সেই কিতাবের আয়াত , যা জ্ঞান-গর্ভও হেকমতপূর্ণ। ২. লোকদের জন্য কি এ এক আশ্চর্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমরা তাদের মধ্য হতেই এক ব্যক্তিকে অহী পাঠালাম যে, (গাফলতে পড়ে থাকা) লোকদেরকে সজাগ করে দাও। আর যারা মেনে নিবে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের আল্লাহর নিকট সত্যকার ইয্যৎ ও মর্যাদা রয়েছে? (এই কথার উপরই) কাফেররা বলেছে যে, এই ব্যক্তিতো প্রকাশ্য যাদুকর১।

১. নবী করীম (সঃ)কে তারা এই অর্থে যাদুকর বলতো যে, যে ব্যক্তিই কুরআন শ্রবণ করে ও তার প্রচারে প্রভাবিত হয়ে ঈমান আনতো সে জীবন পণ করতে, সমস্ত দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে ও সব রকমের মুসিবৎ সহ্য করতে প্রস্তুত হয়ে যেতো।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ

মধ্যে যমীনকে ও আসমান- সৃষ্টি যিনি (সেই) তোমাদের নিশ্চয়ই
সমূহকে করেছেন আল্লাহ রব

سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ۖ مَا

নাই সকল সম্পন্ন আরশের উপর সমাসীন এরপর দিনে ছয়টি
(বিষয়) করেছেন হয়েছেন

مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ۖ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ

তোমাদের আল্লাহ তিনিই তাঁর অনুমতির পরে তবে সুপারিশকারী কোন
রব (সেটা অন্য কথা) (কেউ সুপারিশ করলে)

فَاعْبُدُوْهُ ۖ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝٣ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ۖ

সকলেরই তোমাদের তাঁরই তোমরা শিক্ষা তবুকি তারই অতএব
প্রত্যাবর্তনহবে দিকে গ্রহণকরবে না তোমরা ইবাদত কর

وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۖ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِىَ

প্রতিফল তার পুনরাবর্তন অতঃপর সৃষ্টিকে প্রথম নিশ্চয়ই যথাযথ আল্লাহর (এটা)
দেওয়ার জন্যে করবেন অস্তিত্বে আনেন তিনি ওয়াদা

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ۖ وَ الَّذِيْنَ

যারা এবং ইনসাফের নেকীর কাজ ও ঈমান (তাদেরকে)
সাথে করেছে এনেছে যারা

كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّ عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا

একারণে মর্মন্তুদ শাস্তি ও ফুটন্ত হতে পানীয় তাদের অস্বীকার
যা পানি জন্যে (হবে) করেছে

كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝٤

তারা অস্বীকার করতেছিল

৩. বস্তুতঃ সেই আল্লাহই তোমাদের রব, যিনি আসমান ও যমীন কে ছয়টি দিনে সৃষ্টি করেছেন, পরে সিংহাসনে আসীন হয়েছেন এবং বিশ্বলোকের পরিচালনা করছেন। সুপারিশ ও শাফায়াতকারী কেউ নেই, তবে যদি আল্লাহর অনুমতির পর শাফায়াত করে (তবে অন্য কথা)। এই আল্লাহই তোমাদের রব। অতএব তাঁরাই ইবাদত করো। তবুও কি তোমরা শিক্ষা নেবে না? ৪. তাঁর নিকটই তোমাদের সকলকেই ফিরে যেতে হবে। এটা আল্লাহর পাক্কা ওয়াদা। নিঃসন্দেহে সৃষ্টির সূচনা তিনিই করেন, পরে তিনিই আবার সৃষ্টি করবেন। যেন যারা ঈমান আনল ও নেক আমল করল তাদেরকে পূর্ণ ইনসাফের সাথে পুরস্কার দিতে পারেন। আর যারা কুফরীর নীতি গ্রহণ করল, তারা উত্তপ্ত পানি পান করবে ও কঠিন পীড়াদায়ক আযাব ভোগ করবে- তাদের সত্য অমান্য করার প্রতিফল হিসেবে।

هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَّرَهٗ

তার নির্দিষ্ট ও আলোক চাঁদকে ও আলোক সূর্যকে বানিয়েছেন যিনি তিনিই
করেছেন ময় বিশিষ্ট (আল্লাহ)

مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِیْنَ وَ الْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ

সৃষ্টি নাই (তারিখের) ও বছরগুলোর গণনা যেন (হ্রাস-বৃদ্ধির)
করেছেন হিসাব তোমরা জান মনযিলসমূহ

اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ یُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ﴿۵﴾

(যারা) লোকদের নিদর্শন বিশদ বিবৃত যথাযথ ব্যতীত এসব আল্লাহ
জ্ঞান রাখে জন্যে গুলোকে করেন তিনি (উদ্দেশ্য)

اِنَّ فِیْ اخْتِلَافِ الَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِی

মধ্যে আল্লাহ সৃষ্টি যা ও দিনের ও রাতের পরিবর্তনে মধ্যে নিশ্চয়ই
করেছেন কিছু (রয়েছে)

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَّقُوْنَ ﴿۶﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ

যারা নিশ্চয়ই (যারা ভুল দৃষ্টি- লোকদের অবশ্যই পৃথিবীর ও আসমান
ভঙ্গি হতে)বেঁচেচলে জন্যে নিদর্শনসমূহ সমূহের

لَا یَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَ رَضُوْا بِالْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَ اطْمَاَنُّوْا

নিশ্চিত এবং দুনিয়ার জীবন পরিতৃপ্ত ও আমাদের আশারাখে না
হয়েছে নিয়ে হয়েছে সাক্ষাতের

بِهَا وَ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ اٰیٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ﴿۷﴾

গাফেল আমাদের হতে তারাই (এমন) এবং তাতে
নিদর্শনগুলো যারা

৫. তিনিই সূর্যকে উজ্জ্বল ভাস্বর বানিয়েছেন, চন্দ্রকে দিয়েছেন দীপ্তি। এবং চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি লাভের এমন সব মনযিল ঠিক ঠিক ভাবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যার ফলে তোমরা তারই সাহায্যে বৎসর ও তারিখ সমূহের হিসাবে জেনে নাও। আল্লাহতা'আলা এই সব কিছু (খেলার ছলে নয়, বরং) স্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহ একটি একটি করে সুস্পষ্টরূপে পেশ করছেন- তাদের জন্য, যারা জ্ঞানবান। ৬. নিশ্চিতই রাত ও দিনের আবর্তনে, আর আসমান ও যমীনে আল্লাহতাআলা যত জিনিসই সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকটি জিনিসে নিদর্শন সমূহ রয়েছে সেই লোকদের জন্য, যারা (ভুল দৃষ্টিভঙ্গী ও ভুল আচরণ হতে) আত্মরক্ষা করতে চায়[২]। ৭. সত্যকথা এই যে যারা আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা পোষণ করেনা, আর দুনিয়ার জীবন পেয়েই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হয়েছে, তারা আমাদের আয়াত সম্পর্কে একেবারে গাফিল,

২. অর্থাৎ এই সমস্ত নিদর্শন থেকে মাত্র সেই সব লোক প্রকৃত সত্যে পৌছাতে পারে যাদের মধ্যে এসব গুণাবলী বর্তমানঃ (১) সে মূর্খতামূলক সংস্কার হতে মুক্ত থেকে জ্ঞান অর্জনের যেসব উপায়-উপকরণ আল্লাহতা'আলা মানুষকে দান করেছেন সেগুলি ব্যবহার করবে। (২) ভ্রান্তি হতে মুক্ত হয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করার বাসনা তাদের মধ্যে বর্তমান থাকবে।

أُولَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ⑧ إِنَّ ٱلَّذِينَ

যারা নিশ্চয়ই তারা অর্জন করতেছিলএকারণে জাহান্নাম তাদের ঐসব
যা বাসস্থান হবে লোক

ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَٰنِهِمْ ۖ تَجْرِى

প্রবাহিত তাদের ঈমানের তাদের তাদেরকে সৎপথে নেকীর কাজ ও ঈমান
হয় কারণে রব পরিচালিত করবেন করেছে এনেছে

مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَٰرُ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ⑨ دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا

তার তাদের ধ্বনি নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের মধ্যে ঝর্ণধারা তাদের পাদদেশে
মধ্যে (হবে) সমূহ

سُبْحَٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَٰمٌ ۚ وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ

তাদের শেষ এবং সালাম বর্ষিত তার তাদের ও হে আল্লাহ তুমি পবিত্র
(হবে) (হোক) মধ্যে অভিবাদন (হবে)

ع

أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ⑩ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ

আল্লাহ ত্বরিত যদি এবং 'বিশ্ব জগতের রব আল্লাহরই সব (এই)
করতেন জন্যে প্রশংসা' যে

لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِىَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ

তাদের তাদের অবশ্যই (দুনিয়ার) (যেমন) অকল্যাণ লোকদের
মেয়াদ প্রতি পুরা হয়েযেত কল্যাণের তারা ত্বরিত চায় জন্যে

فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑪

উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে তাদের মধ্যে আমাদের আশার না (তাদেরকে) আমরা অতএব
ফিরতে বিদ্রোহীতার সাক্ষাতের রাখে যারা ছেড়ে দিয়েছি

---

৮. তাদের শেষ পরিণাম হবে জাহান্নাম- সেই সব খারাব কাজের প্রতিফল হিসেবে যা তারা (নিজেদের ভুল আকীদা ও ভ্রান্ত কর্ম-নীতির কারণে) করতেছিল। ৯. আর এও অনস্বীকার্য যে, যারা ঈমান এনেছে (অর্থাৎ এই কিতাবে পেশ করা যাবতীয় সত্য গ্রহণ করেছে) এবং নেক আমল করতে মশগুল রয়েছে, তাদেরকে তাদের আল্লাহ তাদের ঈমানের কারণে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন, নি'আমতে পরিপূর্ণ জান্নাতে, তাদের তলদেশে নদ-নদী প্রবহমান হবে। ১০. সেখানে তাদের ধ্বনি হবেঃ "পবিত্র তুমি হে আল্লাহ"। তাদের দোয়া হবে "শান্তি বর্ষিত হোক"। আর তাদের সকল কথার সমাপ্তি হবে এ কথাঃ "সমস্ত তা'রীফ প্রশংসা রব্বুলআ'লামীন আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। রুকু-২ ১১. আল্লাহ যদি লোকদের সাথে খারাব ব্যবহার ও তাড়াহুড়া করতেন, যতটা তারা দুনিয়ার কল্যাণ লাভের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে থাকে, তা হলে তাদের কাজ করার অবকাশ কবেই না খতম করে দেওয়া হত, (কিন্তু এ আমাদের রীতি নয়), এই জন্যে আমরা তাদের - যারা আমাদের সাথে সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখেনা তাদের বিদ্রোহ ও সীমা-লংঘনমূলক কার্য-তৎপরতায় বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হওয়ার জন্য ছেড়ে দেই।

وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا

বসে বা তারা পার্শ্বের উপর (অর্থাৎ শুয়ে) আমাদেরকে ডাকে দুঃখ-দৈন্য (দিয়ে) মানুষকে স্পর্শ করে যখন এবং

اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ

আমাদেরকে ডাকেই নাই যেন সে চলে (এমনভাবে) তার দুঃখ-দৈন্য তার থেকে আমরা দূরকরি অতঃপর যখন দাঁড়িয়ে বা

اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑫

তারা কাজ করতেছিল যা সীমালংঘন-কারীদের জন্যে সুশোভিত করা হয়েছে এভাবে তা যখন লেগেছিল দুখের (সময়ে)

وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَ

ও তারা যুলম করেছিল যখন তোমাদের পূর্বেও জাতিগুলিকে আমরা ধ্বংস করেছি নিশ্চয়ই এবং

جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ؕ كَذٰلِكَ

এভাবে ঈমান আনার তারা ছিল না এবং সুস্পষ্ট নিদর্শন গুলোসহ তাদের রসূলরা তাদের কাছে এসেছিল

نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ⑬ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ

স্থলাভিষিক্ত তোমাদেরকে আমরা বানালাম এরপর যারা অপরাধী লোকদের প্রতিফল দেই আমরা

فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ⑭

তোমরা কাজকর কেমন দেখি যেন আমরা তাদের পরে পৃথিবীর মধ্যে

১২. মানুষের অবস্থা এই যে, যখন তার উপর কোন কঠিন সময় এসে উপস্থিত হয়, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আমাদের ডাকে। কিন্তু আমরা যখন তার বিপদ দূর করে দেই, তখন সে এমন ভাবে চলে যায় যে, মনে হয় সে তার কোন দুঃসময়ে আমাদের ডাকেই নি। এই ধরনের সীমা-লংঘনকারী লোকদের জন্য তাদের কার্যকলাপ চাকচিক্যময় বানিয়ে দেয়া হয়েছে। ১৩. হে লোকেরা, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলিকে[৩] আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা যুলুমের আচরণ অবলম্বন করেছে এবং তাদের প্রতি প্রেরিত নবী -রসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে আসল; কিন্তু তারা আদৌ ঈমান আনল না। এভাবেই আমরা পাপী ও অপরাধীদেরকে তাদের পাপ-অপরাধের প্রতিফল দিয়ে থাকি। ১৪. এখন তাদের পরে আমরা তোমাদেরকে যমীনে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি, যেন দেখতে পারি যে, তোমরা কি রকম আমল কর।

৩. মূলে ' قرن ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় সাধারণত এর অর্থঃ 'এক যুগের লোক' কিন্তু পবিত্র কুরআনে যেরূপ বাকভংগীতে বিভিন্ন স্থানে এই শব্দের ব্যবহার হয়েছে তাতে মনে হয় এদিয়ে নিজ নিজ যুগে সমুন্নত জাতিকে বুঝানো হয়েছে। এরূপ জাতির ধ্বংসের অর্থ অবশ্যম্ভাবী রূপে তাদের বংশ ধরকে ধ্বংস করে দেয়া বুঝায় না; বরং তাদের উন্নত অবস্থান থেকে তাদের পতন ঘটানো, তাদের সভ্যতা - সংস্কৃতির ধ্বংস হয়ে যাওয়া তাদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র লুপ্ত হওয়া, তাদের বিভিন্ন অংশে খন্ড খন্ড হয়ে অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যাওয়া; - এ সমস্তই ধ্বংস-প্রাপ্তির প্রাকরভেদ।

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا

না যারা বলে সুস্পষ্ট আমাদের তাদের পাঠকরা যখন এবং
আয়াতগুলোকে নিকট হয়

يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ

বল তা অথবা এটা ছাড়া কুরআন নিয়ে আমাদের আশা
পরিবর্তন কর (অন্য একটি) আস সাক্ষাতের রাখে

مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ

আমি না আমার তরফ হতে তা বদলাব যে আমার নয়
অনুসরণকরি নিজের আমি কাজ

اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ

"আমার আমি যদি" ভয়করি আমি আমার ওহী করা যা এছাড়া
রবের অবাধ্যতাকরি নিশ্চয়ই প্রতি হয়

عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۵﴾ قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ

তা আমি না আল্লাহ চাইতেন যদি বল কঠিন দিনের শাস্তির
পাঠ করতাম

عَلَيْكُمْ وَ لَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ

তোমাদের আমি অবস্থান অতঃপর তা তোমাদের তিনি না এবং তোমাদের
মাঝে করেছি নিশ্চয়ই সম্বন্ধে অবহিত করতেন কাছে

عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۶﴾

তোমারা বিবেক-বুদ্ধি তবুও কি এর পূর্বে একবয়স
কাজে লাগাও না

১৫. আমাদের স্পষ্ট কথাগুলি যখন তাদের শুনানো হয়, তখন সেই লোকেরা- যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করেনা- বলে যে, "এর পরিবর্তে অপর কোন কুরআন নিয়ে আস, কিংবা এতেই কোনরূপ পরিবর্তন সূচিত কর"। হে মুহাম্মদ, তাদের বল, "আমার এই কাজই নয় যে, আমার নিজের তরফ হতে তা রদবদল করে নেব। আমি তো শুধু সেই অহীরই অনুসারী, যা আমার নিকট পাঠানো হয়। আমি যদি আমার আল্লাহর নাফরমানী করি, তা হলে আমার এক অতি বড় বিভীষিকাময় দিনের ভয় আছে"। ১৬. আর বল, আল্লাহর ইচ্ছা যদি এরূপ হত তাহলে আমি এই কুরআন তোমাদেরকে কখনো শুনাতাম না। এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এর খবরটুকুও দিতেন না। আমি তো এর পূর্বে একটা জীবন-কাল তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছি। তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে প্রয়োগ করোনা[৪] ?।"

৪. অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে কোন অপরিচিত ব্যক্তি নই; আমি তোমাদের শহরেই জন্মলাভ করেছি, তোমাদের মধ্যেই শৈশব থেকে এই বয়স পর্যন্ত পৌঁছেছি। তোমরা আমার সমগ্র জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশ্বস্ততার সাথে কি এ কথা বলতে পারো যে, এই কুরআন আমার নিজের রচিত কিতাব হওয়া সম্ভব? এবং তোমরা কি আমার থেকে এই আশা করতে পারো যে- আমি এত বড় একটা মিথ্যা কথা বলবো! আমি নিজের মন থেকে কোন কথা গড়ে লোকদের কাছে বলবো যে, এটা আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে!

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ

মিথ্যা বা মিথ্যা আল্লাহ উপর রচনা (তার) অধিক যালেম অতএব
বলে করে চেয়ে যে (হতেপারে) কে

بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٧﴾ وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ

ছাড়া তারা ইবাদত এবং অপরাধীরা সফলকাম না নিশ্চয়ই তাঁর নিদর্শন
করে হয় তা গুলোকে

اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ

তারা বলে এবং তাদের উপকার না আর তাদের ক্ষতি না যা আল্লাহকে
করতে পারে করতে পারে

هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا

তা সম্বন্ধে আল্লাহকে তোমরা খবর বল আল্লাহর কাছে আমাদের এসব
যা দিচ্ছ কি সুপারিশকারী

لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِي الْاَرْضِ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى

বহু ও তিনি যমীনের মধ্যে না এবং আসমান মধ্যে তিনি না
উর্দ্ধে পূতঃপবিত্র সমূহের জানেন

عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٨﴾ وَ مَا كَانَ النَّاسُ اِلَّاۤ اُمَّةً وَّاحِدَةً

একই উম্মত এছাড়া মানুষ ছিল না এবং তারা শিরক তা হতে
করছে যা

فَاخْتَلَفُوْا ؕ وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ

ফয়সালা অবশ্যই তোমার পক্ষ পূর্ব ঘোষিত একটি না যদি এবং তারা এরপর
করে দেওয়া হত রবের হতে হত কথা মতভেদ করে

بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٩﴾

তারা মতভেদ যা সে তাদের
করছে সম্পর্কে বিষয়ে মাঝে

১৭. অতঃপর তার অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হবে, যে একটি মিথ্যা কথা রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয় কিংবা আল্লাহর কোন সত্যিকার আয়াতকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করে? নিশ্চিত জেনো, পাপী-অপরাধী লোক কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারেনা। ১৮. এই লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব জিনিসের পূজা-উপাসনা দাসত্ব করে, যা না তাদের ক্ষতি করতে'পারে, না কোন উপকার। তারা বলে যে, "এরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী।" হে মুহাম্মদ, তাদের বল, "তোমরা কি আল্লাহকে এমন সব খবর দিচ্ছ, যা তিনি না আসমানে জানেন, না যমীনে[৫]? মহান পবিত্র তিনি! তিনি এই শেরক্ হতে বহু উর্দ্ধে যা এই লোকেরা করে। ১৯. প্রথম সূচনায় সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল। পরে তারা বিভিন্ন ধরনের আকীদা এবং মত ও পথ রচনা করে নিল; তোমাদের আল্লাহর দিক হতে পূর্বেই যদি একটি কথা সিদ্ধান্ত করে দেয়া না হত, তাহলে যে বিষয়ে তারা পরস্পরে মতবিরোধ করে তার ফয়সালা অবশ্যই করে দেয়া হত[৬]।

৫. কোন জিনিস আল্লাহতা'আলার জ্ঞানে না থাকার অর্থ সে জিনিসের আদৌ অস্তিত্বই না থাকা। কারণ যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তা আল্লাহর জ্ঞানে আছে। সুপারিশকারীদের অস্তিত্বহীনতা সম্পর্কে এখানে অতি সুন্দর সুক্ষভাবে একটি যুক্তি পেশ করা হয়েছে- যমীন ও আসমানের মধ্যে কেউ তোমাদের জন্য আল্লাহতাআলার কাছে সুপারিশকারী আছে বলে আল্লাহতা'আলা তো জানেন না!। তোমরা আল্লাহকে কোন্ সুপারিশকারীদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছ! ৬. অর্থাৎ আল্লাহতাআলা যদি প্রথমেই এ ফয়সালা না করে অপর পাতায় দেখুন

وَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ

তাহলে বল | তার রবের | পক্ষহতে | কোন নিদর্শন | তার উপর | নাযিল করা হল | না | কেন | তারা বলে | এবং

اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٢٠﴾

অপেক্ষাকারীদের | অন্তর্ভূক্ত | তোমাদের সাথে | আমি নিশ্চয়ই | তোমরা অপেক্ষ কর | অতএব | আল্লাহরই (আছে) | অদৃশ্যের (জ্ঞান) | মূলতঃ

وَ اِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ

তাদের স্পর্শ করেছিল (যা) | বিপদের | পরে | অনুগ্রহ | লোকদেরকে | আমরা আস্বাদন করাই | যখন | এবং

اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيْٓ اٰيَاتِنَا ۚ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ۚ

চাল কৌশলে | অধিক দ্রুত | আল্লাহই | বল | আমাদের নিদর্শনগুলোর | ব্যাপারে | চালবাজিতে | তারা (লেগে যায়) | তখন

اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ﴿٢١﴾ هُوَ الَّذِيْ

যিনি | তিনিই (আল্লাহ) | তোমরা ষড়যন্ত্র করছ | যা | লিখছে | আমাদের ফেরেশতারা | নিশ্চয়ই

يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۚ

নৌযানের | মধ্যে | তোমরা হও | যখন | এমনকি | জলভাগে | ও | স্থল ভাগে | তোমাদের ভ্রমণ করান

---

২০ আর তারা এই বলে যে, এই নবীর প্রতি তার আল্লাহর তরফ হতে কোন নিদর্শন কেন নাযিল করা হয়নি? তার জওয়াবে তুমি বলঃ অদৃশ্য জগতের একচ্ছত্র মালিক ও মুখতার এক মাত্র আল্লাহই। ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম। রুকু-৩ ২১. লোকদের অবস্থা এই যে, বিপদের পরে আমরা যখন তাদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ দান করি, তখন তারা সহসাই আমাদের আয়াত ও নির্দশনের ব্যাপারে চালবাজি শুরু করে দেয়[৭]। তাদেরকে বলঃ "আল্লাহ তাঁর চাল ও কৌশলে তোমাদের অপেক্ষা অধিক দ্রুত।" নিশ্চয়ই আমাদের ফেরেশতাগণ তোমাদের সকল কুটিল ষড়যন্ত্রকে লিখে রাখছে। ২২. তিনি আল্লাহই, যিনি তোমাদেরকে শুষ্কতা ও আদ্রতার মধ্যে পরিচালনা করেন। এমন কি, তোমরা যখন নৌকায় আরাহণ কর,

---

নিতেন যে ফায়সালা কেয়ামতের দিন হবে, তবে এখানেই এ বিষয়ের ফায়সালা করে দেওয়া হতো।
৭. অর্থাৎ মুসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নিদর্শন। মুসিবত এসে মানুষকে এই চেতনা ও অনুভূতি দান করে, যে বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহতা'আলা ছাড়া কেউই মুসিবত দূর করতে পারেন না। কিন্তু যখন মুসিবত দূর হয়ে যায় ও ভাল সময় আসে তখন এরা বলতে আরম্ভ করে- এটা আমাদের উপাস্য দেবতা ও সুপারিশকারীদের অনুগ্রহের ফল।

وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَّ فَرِحُوا بِهَا جَآءَتْهَا

(এরপর যখন) সে তারা ও অনুকূল হাওয়ার তাদের সেগুলো ও
তার উপর আসে কারণে আনন্দিত হয় সাথে নিয়ে চলে

رِيحٌ عَاصِفٌ وَّ جَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ ظَنُّوٓا

তারা ও জায়গা সব থেকে ঢেউ তাদের উপর ও ঝড়ো বাতাস
ভাবে আসে

اَنَّهُمْ اُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ

আনুগত্যকে তারই খালেস করে আল্লাহকে (তখন) তারা সে সব পরিবেষ্টিত যে তারা
জন্যে ডাকে দিয়ে হয়েছে

لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشّٰكِرِينَ ﴿٢٢﴾

শোকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত আমরা এটা হতে আমাদের তুমি (এইবলে)
অবশ্যই হব উদ্ধার কর যদি অবশ্যই

فَلَمَّآ اَنْجٰهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ

অন্যায়ভাবে পৃথিবীর মধ্যে বিদ্রোহ তারা তখন তাদের উদ্ধার অতঃপর
করে করেন তিনি যখন

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫

দুনিয়ার জীবনের (ভোগ করেনাও) তোমাদের (উল্টো তোমাদের প্রকৃতপ লোকেরা হে
আনন্দ- সামগ্রী নিজেদের পড়েছে)উপর বিদ্রোহ ক্ষে

ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

তোমরা কাজ-কর্ম তা সম্বন্ধে তোমাদের তখন তোমাদের আমাদেরই এরপর
করতেছিলে যা জানিয়ে দেব আমরা প্রত্যাবর্তন হবে দিকে

আর অনুকূল হাওয়ায় আনন্দ-স্ফূর্তিতে সফর করতে থাক, আর সহসাই বিপরীতমূখী হওয়া তীব্র হয়ে আসে চারিদিক হতে- তরংগের আঘাত এসে ধাক্কা দেয়, মুসাফির মনে করে যে, তারা ঝঞ্ঝায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা সকলেই নিজেদের আনুগত্যকে আল্লাহরই জন্য খালেস করে তারই নিকট দোয়া করে যে, তুমি যদি আমাদের এই বিপদ হতে রক্ষা কর, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ ও শোকর-গুযার বান্দা হয়ে থাকব। ২৩. কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করেন তখন সেই লোকেরাই সত্য হতে বিমুখ হয়ে যমীনে বিদ্রোহ করতে শুরু করে। হে লোকেরা, তোমাদের এই বিদ্রোহ উল্টো তোমাদেরই বিরুদ্ধে পড়েছে। দুনিয়ার জীবন কয়েক দিনের আনন্দ-সামগ্রী মাত্র, (ভোগ করে লও); শেষ পর্যন্ত আমাদের নিকটই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন আমরা তোমাদের বলব, তোমরা কি সব এবং কি ধরনের কাজ-কর্ম করতেছিলে।

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ

আকাশ থেকে তা আমরা বর্ষণ করি যেমন পানি দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ প্রকৃতপক্ষে

فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَ

ও মানুষ খায় তা হতে যমীনে উদ্ভিদ তা দিয়ে সংমিশ্রিত হয়ে অতঃপর (উদ্‌গত হয়)

الْأَنْعَامُ حَتّٰٓى إِذَآ أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَ ازَّيَّنَتْ

চাকচিক্য-ময় হল ও তার ভূষণ যমীন ধারণ করল যখন এমনকি জীবজন্তু

وَ ظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ أَتٰىهَآ أَمْرُنَا

আমাদের নির্দেশ তার উপর এসেপড়ে তার উপর (ভোগকরতে) সক্ষম হবে যে তারা তার মালিকরা মনে করল এবং

لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ

গতকাল (কোন ফসল) অবস্থিত ছিলই না যেন কর্তিত ফসল (নির্মূল) তা অতঃপর আমরা বানিয়ে দেই দিনে অথবা রাতে

كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْأٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَ اللّٰهُ يَدْعُوْٓا

ডাকেন আল্লাহ আর (যারা) চিন্তা-ভাবনা করে লোকদের জন্যে নিদর্শন গুলোকে বিশদ বর্ণনা করি আমরা এভাবে

إِلٰى دَارِ السَّلٰمِ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ إِلٰى صِرَاطٍ

পথের দিকে তিনিই ইচ্ছা করেন যাকে পথ দেখান ও শান্তির আবাসের দিকে

مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٥﴾

সরল সঠিক

২৪. দুনিয়ার এই জীবন, (যার নেশায় মত্ত হয়ে তোমরা আমাদের দেওয়া নিদর্শনসমূহকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করছ), তার দৃষ্টান্ত এমন যেন আকাশ হতে আমরা পানি বর্ষণ করলাম, ফলে যমীনের উৎপাদন- যা মানুষ ও জন্তু সকলেই খায়- খুব পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। পরে ঠিক সেই সময় যখন যমীন ফসল ভারাক্রান্ত ছিল এবং ক্ষেত-খামারগুলি ছিল শস্য-শ্যামল চাকচিক্যময়, তার মালিকগণ মনে করছিল যে, আমরা এখন তা ভোগ করতে সক্ষম- তখন সহসা রাতের বেলা কিংবা দিনের বেলা আমাদের নির্দেশ এসে পৌছিল এবং আমরা তাকে এমনভাবে ধ্বংস করে ফেললাম, যেন কাল সেখানে কিছুই ছিলনা। এইভাবেই আমরা নির্দশন সমূহ বিস্তারিতভাবে পেশ করি তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে ও বুঝতে পারে! ২৫. (তোমরা এই অস্থায়ী ভংগুর জীবনের ধোঁকায় নিমজ্জিত হয়ে রয়েছ), অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তির কেন্দ্রভূমির দিকে আহবান জানাচ্ছেন৮। (হেদায়াত দান একান্তভাবে আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত), যাকে তিনি চান সঠিক পথ দেখান।

৮. অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমাদের সেই জীবন-যাপন-পদ্ধতির প্রতি আহবান জানাচ্ছেন যা পারলৌকিক জীবনে তোমাদেরকে 'দারুস সালামে'র যোগ্য করবে। 'দারুস সালাম' বলতে জান্নাতকে বোঝানো হচ্ছে, আর এর অর্থ হচ্ছে, শান্তির আগার- সেই স্থান যেখানে কোন বিপদ-আপদ, কোন ক্ষতি, কোন দুঃখ ও কোন কষ্ট থাকবে না।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةٌ ؕ وَ لَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ

তাদের মুখমন্ডল আচ্ছন্ন না এবং আরোও বেশী এবং উত্তম ফল (যারা)ভাল তাদের জন্যে
সমূহকে করবে (অনুগ্রহ) কাজ করে (আছে)

قَتَرٌ وَّ لَا ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا

তার মধ্যে তারা জান্নাতের অধিবাসী ঐসব লাঞ্ছনা না এবং কালিমা
হবে লোক

خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَ الَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا ۙ

তার মন্দ (তারাপাবে) মন্দকাজ অর্জন যারা এবং স্থায়ী
সমান কাজের প্রতিফল করেছে হবে

وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ

এমন রক্ষাকারী কোন আল্লাহ হতে তাদের নাই লাঞ্ছনা তাদের আচ্ছন্ন ও
যেন জন্যে করবে

اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ

ঐসবলোক অন্ধকার রাতের টুকরা তাদের ঢেকে
মুখমন্ডলগুলো ফেলেছে

اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ

তাদের একত্রিত যেদিন এবং স্থায়ী হবে তার তারা দোযখের অধিবাসী
করব আমরা মধ্যে (আগুনের) হবে

جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَ

ও তোমরা তোমাদের স্থানে শিরক তাদেরকে আমরা এরপর সকলকে (আমার
(অবস্থানকর) করেছিল (যারা) বলব আদালতে)

شُرَكَآؤُكُمْ ۚ

তোমাদের শরীকরা

২৬. যারা ভাল কাজের নীতি গ্রহণ করেছে, তারা ভাল ফল পাবে, অধিক অনুগ্রহও পাবে। কলংক, কালিমা ও লাঞ্ছনা তাদের মুখমন্ডলকে মলিন করবে না। তারাই জান্নাত লাভের অধিকারী। সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। ২৭. আর যারা মন্দকাজ করেছে তারা তাদের পাপ অনুপাতেই প্রতিফল পাবে। লাঞ্ছনা তাদের ললাট-লিখন হয়ে থাকবে। আল্লাহর এই আযাব হতে তাদের রক্ষক কেউ নেই। তাদের মুখমন্ডলে এমন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে যেমন রাতের কালো পর্দা তাদের উপর পড়ে রয়েছে। তারাই দোযখের অধিবাসী হবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। ২৮. যেদিন আমরা এই সকলকে একত্রে (আমার বিচারালয়ে) উপস্থিত করব এরপর যারা দুনিয়ায় শেরক করেছে তাদের আমরা বলবঃ থাক, তোমরা ও তোমাদের বানানো শরীক মাবুদেরা সকলেই।

فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَ قَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا

আমাদেরকে তোমরা না তাদের বলবে এবং তাদের মাঝে আমরা অতঃপর
ছিলে শরীকরা (অপরিচিতির আবরণ) সরিয়ে দেব

تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٨﴾ فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًاۢ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اِنْ

নিশ্চয়ই তোমাদের ও আমাদের স্বাক্ষী আল্লাহই বস্তুতঃ ইবাদত করতে
মাঝে মাঝে হিসেবে যথেষ্ঠ

كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ

ব্যক্তি প্রত্যেক যাচাই করে সেখানে অবশ্যই তোমাদের হতে আমরা
নিতে পারবে অনবহিত ইবাদত ছিলাম

مَّآ اَسْلَفَتْ وَ رُدُّوْآ اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ

বিলুপ্ত এবং প্রকৃত তাদের আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে এবং অতীতে যা
হবে অভিভাবক নেয়া হবে করেছে

عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٣٠﴾ قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ

আসমান থেকে তোমাদের কে বল তারা রচনা যা তাদের
রিযিক দেন করতেছিল থেকে

وَ الْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ مَنْ يُّخْرِجُ

বের কে এবং দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ এখতিয়ার অথবা যমীন ও
করেন সমূহের শক্তির রাখেন কে (থেকে)

الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ

কে এবং জীবন্ত হতে নিষ্প্রাণকে বের এবং নিষ্প্রাণ হতে জীবন্তকে
করেন (কে)

يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣١﴾

(সত্য বিরোধীতায়) তবুও কি তাহলে আল্লাহই তখন (বিশ্ব ব্যবস্থার সম্পাদন
তোমরা বিরতথাকবে না বল তারা বলবে সকল) কাজ করেন

অতঃপর আমরা তাদের পারস্পারিক অপরিচিতির আবরণ তুলে ফেলব৯। তখন তাদের শরীক মাবুদেরা বলবেঃ তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না। ২৯. আমাদের ও তোমাদের মাঝে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট, (তোমরা আমাদের ইবাদত করতে থাকলেও) আমরা তোমাদের এই ইবাদত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম। ৩০. তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই যাচাই করে নিতে পারবে যা সে অতীতে করেছে। সকলেই তাদের প্রকৃত মালিকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তাদের রচিত সমস্ত মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। রুকু-৪ ৩১. তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর, আসমান ও যমীন হতে তোমাদেরকে কে রিযক দান করে? এই শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি কার ইখতিয়াধীন? এবং কে নিষ্প্রাণ নির্জীব হতে সজীব জীবন্তকে ও সজীব জীবন্ত হতে নিষ্প্রাণ নির্জীবকে বের করে? এই বিশ্ব ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনাকে সম্পন্ন করছে? তারা জওয়াবে অবশ্যই বলবেঃ আল্লাহ। বল তাহলে (এই মহাসত্যের বিপরীত আচরণ হতে) তোমরা কেন বিরত থাকনা।

৯. অর্থাৎ মুশরিকদেরকে তাদের উপাস্য চিনতে পারবে যে, এরাই তারা যারা আমার এবাদত করতো; এবং মুশরিকরাও তাদের উপাস্যদের চিনে নেবে যে, এরাই হচ্ছে তারা যাদের আমরা ইবাদত করতাম।

৩২.অতএব এই আল্লাহই তো তোমাদের প্রকৃত রব। তাহলে মহান সত্যের পর সুস্পষ্ট গোমরাহী ছাড়া আর কি-ই বা অবশিষ্ট থাকে? তোমরা কোথায় চালিত হচ্ছো[১০]? ৩৩. (হে নবী! দেখ) এরূপ না-ফরমানীর নীতি অবলম্বনকারীদের সম্পর্কে তোমাদের রবের কথা সত্য প্রমাণিত হল যে, তারা মোটেই মেনে নেবে না ঈমান আনবে না। ৩৪. তাদের জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে, যে সৃষ্টির সূচনাও করে, তার পুনরাবর্তনও করে? বল, তিনি কেবল আল্লাহই, যিনি সৃষ্টির সূচনাও করেন, তার পুনরাবর্তনও। তা সত্বেও তোমাদের কোথায় ফেরানো হচ্ছে?

১০. লক্ষ্য করা দরকার এখানে সম্বোধন করা হয়েছে সাধারণ মানুষদের এবং তাদের প্রতি এ প্রশ্ন করা হয়নি যে তোমরা কোনদিকে চলেছো? বরং প্রশ্ন করা হচ্ছে তোমরা কোন দিকে চালিত হচ্ছো? এর দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হচ্ছে যে- এরূপ কোন বিভ্রান্তকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বিদ্যমান আছে যারা লোকেদেরকে সঠিক দিন থেকে বিচ্যুত করে ভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করছে। এই কারণে লোকদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা অন্ধের ন্যায় বিভ্রান্তকারী পথ-প্রদর্শকদের পিছনে কেন চলেছ? নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে তোমরা চিন্তা করছো না কেন যে, সত্য অবস্থা যখন এই, তখন শেষ পর্যন্ত তোমরা এ কোন দিকে পরিচালিত হয়ে চলেছ।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ

বল সত্যের দিকে পথ (এমনকেউ) তোমাদের মধ্য (আছে) বল
দেখায় যে শরীকদের হতে কি

اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ

যে অধিক সত্যের দিকে সঠিকপথ তবে কি সত্যের পথ আল্লাহই
হকদার দেখায় যে দিকে দেখান

يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۣ

তোমাদের অতএব কি পথ প্রদর্শিত যে এছাড়া সঠিকপথ না অথবা অনুসরণ করা
হয়েছে হয় পায় যে হবে(তাঁর)

كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿۳۵﴾ وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ

নিশ্চয়ই ধারণা এছাড়া তাদের অনুসরণ না এবং তোমরা কেমন
অনুমানের অধিকাংশ করে রায় দাও

الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا

ঐ বিষয়ে খুব আল্লাহ নিশ্চয়ই কিছু সত্য ক্ষেত্রে কাজে না ধারণা
যা অবহিত মাত্র (পথ লাভের) আসে অনুমান

يَفْعَلُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى

রচনা করা (এমন) কোরআন এই সম্ভব নয় এবং তারা
যেতে পারে যে করছে

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ

তার আগে (তার) সত্যায়ন বরং আল্লাহ ব্যতীত
(এসেছে) যা কারী (এটা)

৩৫. তাদের জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে এমনও কি কেউ আছে, যে মহা সত্যের দিকে পথ দেখায়? বল, কেবল আল্লাহই এমন, যিনি মহান সত্যের দিকে পথ দেখান? তাহলে এখন বলঃ মহান সত্যের দিকে যিনি পথ দেখান তিনিই কি বেশী অধিকারী নন যে, তাঁর অনুসরণ করা হবে? না সে, যে নিজে কোন পথ দেখতে পায় না; যদি তাকে পথ দেখান হয় তাহলে তা আলাদা কথা। তোমাদের হল কি? কেমন করে উল্টো রায় দিচ্ছ? ৩৬. প্রকৃত কথা এই যে, তাদের অধিকাংশ শুধুমাত্র ধারণা-অনুমানের পিছনে ছুটে চলেছে[১১]। অথচ ধারনা-অনুমান প্রকৃত সত্য জ্ঞান লাভের প্রয়োজনকে কিছুমাত্র পুরো করতে পারে না। এরা যা কিছু করছে, আল্লাহ তা খুব ভালো ভালভাবেই জানেন। ৩৭. আর এই কুরআন এমন কোন জিনিস নয় যা আল্লাহ ব্যতীত রচনা করে নেয়া সম্ভব হতে পারে। বরং এতে পূর্বে যা এসেছে তার সত্যায়ন কারী।

১১. অর্থাৎ যা মযহাব- বিভিন্ন ধর্ম পদ্ধতি তৈরী করেছে, যা দর্শন গড়েছে এবং যারা জীবনের জন্য আইন-কানুন রচনা করেছে তারা এ সব কিছু জ্ঞানের ভিত্তিতে করেন নি; বরং নিছক ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে করেছে। এবং যারা এই সমস্ত মযহাবী-ধর্মীয় ও পার্থিব নেতাদের অনুসরণ করেছে, তারাও জেনে বুঝে তা করেনি, বরং মাত্র এই ধারণার ভিত্তিতে তাদের আনুগত্য করেছে যে, যখন এত সব বড় বড় লোক এই কথা বলছে এবং আমাদের পিতা-পিতামহরাও যখন বরাবর তাদের মেনে এসেছেন, এবং দুনিয়াভর লোক যখন তাদের অনুসরণ করেছে, তখন অবশ্যই তারা সঠিক কথা বলছেন।

وَ تَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٧﴾

ও বিস্তারিত বর্ণনা | বিধান সমূহের | নাই | কোন সন্দেহ | তার মধ্যে (যে এটা) | (এসেছে) পক্ষহতে | রবের | বিশ্বজাহানের

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَ ادْعُوْا

অথবা কি | তারা বলে | তা সে রচনা করেছে | (হেনবী) বল | তা হলে তোমরা আন | একটি সূরা (রচনাকরে) | তারমত | এবং | তোমরা ডাক

مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٨﴾ بَلْ

যাকে | তোমরা পার | ছাড়া | আল্লাহ | যদি | তোমরা হও | সত্যবাদী | আসল কথা

كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَ لَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ

তারা মিথ্যা মনে করেছে | ঐবিষয়ে যা | তারা আয়ত্ত করতে পারে নাই | তা জ্ঞানদিয়ে | এবং | তাদেরকাছে আসে নাই | তার পরিণামও

كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

এভাবে | মিথ্যারোপ করেছিল | যারা | তাদের পূর্বে (ছিল) | অতএব লক্ষ্যকর | কেমন | ছিল | পরিণাম

الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَ مِنْهُمْ مَّنْ لَّا

জালিমদের | এবং | তাদের মধ্যহতে | কেউ | ঈমান আনবে | তার উপর | আবার | তাদের মধ্যহতে | কেউ কেউ | না

يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤٠﴾

ঈমান আনবে | তার উপর | এবং | তোমার রব | খুব জানেন | ফাসাদকারীদের সম্পর্কে

ও আল-কিতাবের বিস্তারিত রূপ। এ যে বিশ্বনিয়ন্তার তরফ হতে আসা কিতাব, তাতে কোনরূপ সন্দেহ নেই। ৩৮. এরা কি বলে যে, নবী নিজে তা রচনা করেছেন? বলঃ তোমরা যদি তোমাদের এই অভিযোগে সত্যবাদী হও তাহলে এরই মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস, আর এক রবকে বাদ দিয়ে যাকে সাহায্যের জন্য ডাকতে পার সাহায্যের জন্য ডেকে নাও। ৩৯. আসল কথা এই যে, যে জিনিস তাদের জ্ঞানের আওতার মধ্যে আসেনি, আর যার পরিণতিও তাদের সামনে আসেনি তাকে তারা (শুধু শুধু আন্দাজ-অনুমানে) মিথ্যা বলে অমান্য করছে। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করে অমান্য করেছে। এখন দেখ, এই যালেম লোকদের পরিণাম কি হয়েছে। ৪০. এদের কিছুলোক ঈমান আনবে, আর কিছু লোক আনবে না। আর তোমার রব এই ফাসাদকারী লোকদের খুব ভাল করেই জানেন।

وَ اِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ اَنْتُمْ

তোমরা তোমাদের কাজের তোমাদের আর আমারকাজের আমার তবে বল তোমাকে যদি এবং
(পরিণতি) জন্যে (পরিণতি) জন্যে মিথ্যারোপ করে

بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَ اَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٤١﴾ وَ مِنْهُمْ

তাদের এবং তোমরা তা হতে দায়িত্ব আমি এবং আমি কাজ তাহতে দায়িত্ব
মধ্যে কাজ কর যা মুক্ত করি যা মুক্ত

مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَ لَوْ كَانُوْا لَا

না তারা হল যদিও এবং বধিরদেরকে শুনাবে তবে কি তোমার কান পেতে কেউ
(এমনযে) তুমি দিকে রাখে কেউ

يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ

অন্ধকে পথ তবে কি তোমার তাকিয়ে কেউ তাদের এবং তারা জ্ঞানরাখে
দেখাবে তুমি দিকে থাকে কেউ মধ্যে

وَ لَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا

কিছুমাত্রও লোকদের জুলুম না আল্লাহ নিশ্চয়ই দেখতে পায় না তারা হল যদিও এবং
(উপর) করেন (এমন যে)

وَّ لٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ

(তারাভাববে) তাদেরকে একত্রিত করবেন যেদিন এবং তারা জুলুম তাদের নিজেদের লোকেরা কিন্তু
যেন (আল্লাহ) করে (উপর)

لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ؕ قَدْ

নিশ্চয়ই তাদের মাঝের তারা পরস্পরে দিনের (মাত্র) এছাড়া তারা অবস্থান
(লোকদেরকে) চিনবে একদন্ড করে নাই

خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿٤٥﴾

সৎপথ প্রাপ্ত তারা না এবং আল্লাহর সাক্ষাতের অস্বীকার যারা ক্ষতিগ্রস্ত
ছিল করেছে হয়েছে

রুকু-৫ ৪১. এরা যদি তোমাকে মিথ্যা বলে অমান্যকরে তাহলে বলে দাও যে, আমার আমল আমার জন্য, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে। আমি যা কিছু করি তার দায়িত্ব হতে তোমরা মুক্ত। আর যা কিছু তোমরা করছ তার দায়িত্ব হতে আমি মুক্ত[১২]। ৪২. এদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার কথা শুনে। কিন্তু তুমি কি বধিরদের শুনাবে, তারা কিছু না বুঝলেও[১৩]? ৪৩. তাদের কেউ কেউ তোমাকে দেখে, কিন্তু তুমি কি অন্ধ লোকের পথ দেখাবে, তারা অনুধাবন না করলেও ৪৪. প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ লোকদের উপর যুলুম করেন না, লোকেরা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করে। ৪৫. (আজ এই লোকেরা দুনিয়ার জীবন নিয়ে খুব মেতে আছে,) আর যেদিন আল্লাহ এদের একত্রিত করবেন, তখন (এই দুনিয়ার জীবনই তাদের এমন মনে হবে) যেন ক্ষণিকের জন্য তারা পারস্পরিক পরিচয় লাভের জন্য অবস্থান করেছিল। (তখন প্রমাণিত হবে যে,) প্রকৃতপক্ষে বড়ই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেই লোকেরা যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে। আর তারা কখনই সত্য ও সঠিক পথে ছিল না।

১২. অর্থাৎ অনর্থক ঝগড়া ও কর্তৃত্ব করার কোন প্রয়োজন নেই। যদি আমি মিথ্যা রচনা ও করে থাকি তবে আমি নিজেই আমার কাজের জন্য দায়ী হবো, তোমাদের উপর তার কোন দায়িত্ব নেই। আর যদি তোমরা সত্য কথাকে মিথ্যা বলে অস্বীকার কর তবে তা দিয়ে আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, বরং তা দিয়ে তোমরা তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি করবে। ১৩. এক প্রকার 'শোনা' তো সেই রকম- যেমন পশুরাও শব্দ শুনে থাকে। দ্বিতীয় প্রকার শোনা হচ্ছে- অর্থ ও মর্মের দিকে মনোযোগ দিয়ে শোনা, এবং সে শোনার সংগে এই উদ্যোগ-আগ্রহও বর্তমান থাকে যে, কথা যদি যুক্তি- সংগত হয়, তবে তা মান্য করা হবে।

وَ اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا

তবুও তোমাকে উঠিয়ে অথবা তাদের ভয় যার কিছু তোমাকে দেখাই যদি এবং
আমাদেরই দিকে নেই আমরা দেখাচ্ছি অংশ আমরা

مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ۝ وَ لِكُلِّ

জন্যে এবং তারা করছে (ঐবিষয়ের) উপর সাক্ষী আল্লাহ এরপর তাদের প্রত্যাবর্তন
প্রত্যেক যা (আছেন) হবে

اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

ইনসাফের তাদের ফয়সালা তাদের রসূল এসেছে অতঃপর একজন রসূল উম্মতের
সাথে মাঝে করাহয়েছে যখন (রয়েছে)

وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ

তোমরা যদি ধমকী এই কখন (বাস্তবায়িত তারা এবং জুলুম করা না তাদের এবং
হও হবে) বলে হয়েছে (উপর)

صٰدِقِيْنَ ۝ قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا اِلَّا

এছাড়া কোন না আর কোন (এমনকি) এখতিয়ার না বল সত্যবাদী
উপকারের ক্ষতির নিজের জন্যেও রাখি আমি

مَا شَآءَ اللّٰهُ ۗ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا

অতঃপর তাদের নির্দিষ্ট আসবে যখন নির্দিষ্ট উম্মতের জন্যে আল্লাহ ইচ্ছে যা
না সময় সময়(রয়েছে) প্রত্যেক করেন

يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

এগিয়ে নিতে পারবে না আর একদন্ডও পিছাতে পারবে

৪৬. যে সব খারাব পরিণতি হতে আমরা এদের ভয় দেখাচ্ছি, তার কোন অংশ আমরা তোমার জীবদ্দশায় দেখাই কিংবা তার পূর্বেই তোমাকে উঠিয়ে নেই। সকল অবস্থায় তোমাদেরকে শেষ পর্যন্ত আমার নিকটই আসতে হবে। আর এই লোকেরা যা কিছু করছে, সে বিষয়ে আল্লাহই সাক্ষী রয়েছেন। ৪৭. প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রসূল রয়েছে, [১৪] ফলে যখন কোন উম্মতের নিকট তার রসূল এসে পৌছে, তখন পূর্ণ ইনসাফের সাথে তার ফায়সালা চুকিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের উপর বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হয় না। ৪৮. বলে, তোমাদের এই ধমক যদি সত্যিই হয়, তবে তা কবে পূর্ণ হবে? ৪৯. বলঃ উপকার ও ক্ষতি-কিছুই আমার ইখতিয়ারভুক্ত নয়; সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক উম্মতের জন্য অবকাশের একটা মীয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে। এই মেয়াদ যখন পূর্ণ হয়ে যায় তখন ক্ষণিকেরও অগ্র-পশ্চাত হয় না।

১৪. 'উম্মত' শব্দটি এখানে শুধু 'জাতি' অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং একজন রসূলের আগমনের পর তাঁর দাওয়াত (আহ্বান) যে যে লোকদের কাছে পৌছায় তারা সকলেই তাঁর উম্মত। তার জন্য তাদের মধ্যে রসূলের জীবিত বিদ্যমান থাকাও জরুরী নয়, বরং রসূলের পর যতদিন পর্যন্ত তার শিক্ষা বর্তমান থাকে এবং প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে রসূল যে জিনিসের শিক্ষা দিতেন তা সত্যিকার ভাবে জানা সম্ভব হয়, ততদিন পর্যন্ত দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তাঁর উম্মত রূপে গণ্য হবে এবং তাদের উপর সেই হুকুম প্রযুক্ত হবে যা পরে বর্নিত হয়েছে। এই হিসাবে মুহাম্মদ (সঃ) এর আগমনের পর সারা দুনিয়ার মানুষ হচ্ছে তাঁর উম্মতঃ এবং ততদিন পর্যন্ত সব মানুষ তাঁর উম্মত বলে গন্য হবে যতদিন কুরআন বিশুদ্ধ ও অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। এই কারণে এ আয়াতে এ কথা বলা হয়নি যে, প্রত্যেক কওমের মধ্যে একজন রসূল আছেন, বরং বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক উম্মতের জন্যে একজন রসূল আছেন।

তাদের বলঃ তোমরা কি কখনো চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছো যে, আল্লাহর আযাব যদি সহসা রাতে বা দিনের বেলা এসে পড়ে (তাহলে তোমরা কি করতে পার?); কি কারণ রয়েছে, যার দরুন অপরাধিরা তাড়াহুড়া করছে? ৫১. তা যখন তোমাদের উপর আপতিত হবে তখনি কি তোমরা তা মেনে নিবে? এখন তোমরা রক্ষা পেতে চাও? অথচ তোমরা নিজেরাই তা শীঘ্রই আগমনের দাবী জানিয়ে আসছিল। ৫২. পরে যালেমদের বলা হবে যে, এখন স্থায়ী ভাবে আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর। তোমরা যাকিছু উপার্জন করতেছিলে তার প্রতিফল ছাড়া তোমাদের আর কি প্রতিদান দেয়া যেতে পারে! ৫৩. তারা আবার জিজ্ঞাসা করে, তুমি যা বলছ তা কি বাস্তবিকই সত্য? বলঃ আমার রবের শপথ, এ নিঃসন্দেহে সত্য। এবং তার আত্ম-প্রকাশ বন্ধ করতে পার এমন সামর্থবান তোমরা নও! রুকু-৬ ৫৪. যুলুম করেছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট যদি দুনিয়াভরা বিত্ত সম্পদও থাকে তবে এই আযাব হতে বাঁচবার জন্য তা সে ফিদইয়া হিসাবে দিতেও প্রস্তুত হবে।

وَ اَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ

তাদের মাঝে | ফয়সালা করা হবে | এবং | আযাব | দেখবে | যখন | অনুতাপ | তারা গোপনে করবে এবং

بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝٥٤ اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي

মধ্যে আছে | যাকিছু | আল্লাহরই জন্যে | নিশ্চয়ই | সাবধান (শুনেরাখ) | জুলুম করা হবে | না | তাদের (উপর) | এবং | ইনসাফের সাথে

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ

তাদের অধিকাংশই | কিন্তু | সত্য | আল্লাহর | ওয়াদা | নিশ্চয়ই | সাবধান (শুনেরাখ) | যমীনের | ও | আসমানসমূহের

لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٥٥ هُوَ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝٥٦

তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে | তাঁরই দিকে | এবং | মৃত্যু দেন | ও | জীবনদান করেন | তিনিই | তারা জানে | না

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ

ও | তোমাদের রবের | পক্ষহতে | উপদেশ | তোমাদের কাছে এসেছে | নিশ্চয়ই | মানব সমাজ | হে

شِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٥٧

ঈমানদারদের জন্যে | রহমত | ও | হেদায়াত | এবং | অন্তর সমূহের | মধ্যে আছে | তার জন্যে যা | আরোগ্য

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ

উত্তম | (এতো) | তাদের অতএব আনন্দকরা উচিত | এজন্যে | তাঁর রহমতে (এটা পাঠিয়েছেন) | ও | আল্লাহর | অনুগ্রহে | বল

مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝٥٨

তারা জমা করছে | (তা হতে) যা

যখন এই আযাব তারা দেখতে পাবে, তখন তারা মনে মনেই আফসোস করবে। তাদের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফের সাথে ফায়সালা করা হবে। তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না। ৫৫. শুনে রাখ, আসমান ও যমীনে যাকিছু আছে, তা সবই আল্লাহর। আরো শুনে রাখ, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। ৫৬. তিনিই জীবন দান করেন, মৃত্যু তিনিই দেন এবং তাঁর দিকেই তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। ৫৭. হে মানব সমাজ! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের নিকট হতে নসীহত এসে পৌঁছেছে,-তা দিলের যাবতীয় রোগের পূর্ণ নিরাময়কারী, আর যে তা কবুল করবে, তার জন্য হেদায়াত ও রহমত নির্দিষ্ট হয়ে আছে। ৫৮. হে নবী! বলঃ "এ আল্লাহর অনুগ্রহ ও অপার করুণা যে, তিনি এটা পাঠিয়েছেন। সে জন্য তো লোকদের আনন্দ-স্ফুর্তি করা উচিৎ। এতো সেসব জিনিস হতে উত্তম যা লোকেরা সংগ্রহ ও আয়ত্ব করছে।"

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ

অতঃপর রিজ্‌ক হতে তোমাদের আল্লাহ অবতীর্ণ যা তোমরা(ভেবে) বল
তোমরা বানিয়েছ জন্যে করেছেন দেখেছ কি

مِّنْهُ حَرَامًا وَّ حَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى

উপর অথবা তোমাদেরকে অনুমতি আল্লাহ বল (কিছুকে) আর (কিছুকে) তার
দিয়েছেন কি হালাল হারাম মধ্যেহতে

اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ﴿۵۹﴾ وَ مَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ

আল্লাহর উপর রচনা করে (তারা) ধারণা কি এবং তোমরা আল্লাহর
যারা' করে মিথ্যারোপ করছ

الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

লোকদের উপর অনুগ্রহশীল অবশ্যই আল্লাহ নিশ্চয়ই কিয়ামতের (সম্বন্ধে) 'মিথ্যা
দিন

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۶۰﴾ وَ مَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ ع

(যেকোন) মধ্যে তুমি থাক না এবং শোকর করে না তাদের কিন্তু
অবস্থার অধিকাংশই

وَّ مَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّ لَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ

কোন কাজ তোমরা না এবং কোরআন হতে তা সম্পর্কে তুমি না এবং
কাজ কর (কিছু) আবৃত্তিকর

اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ

তার মধ্যে তোমরা যখন পরিদর্শক তোমাদের আমরা এছাড়া
প্রবৃত্ত হও উপর থাকি যে

৫৯. হে নবী তাদের বলঃ তোমরা কি কখনো এ কথাও চিন্তা করে দেখেছ যে, যে রেয্‌ক আল্লাহ[১৫] তোমাদের জন্য নাযিল করেছিলেন, তা হতে তোমরা নিজেরাই কোনটিকে হারাম আর কোনটিকে হালাল করে নিয়েছ[১৬]!" তাদের জিজ্ঞাসা কর, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন? কিংবা তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলছ[১৭]? ৬০. যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে, তারা কি ধারণা করে- কিয়ামতের দিন তাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হবে? আল্লাহতো লোকদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখেন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এমন, যারা আল্লাহর শোকর করে না। রুকু- ৭ ৬১. হে নবী! তুমি যে অবস্থায়ই থাকনা কেন এবং কুরআন হতে যা কিছু শুনাও- আর হে লোকেরা, তোমরাও যাকিছু কর- এসব অবস্থায়ই আমরা তোমাদেরকে দেখতে ও লক্ষ্য করতে থাকি।

১৫.আরবী ভাষায় 'রিয্‌ক' এর অর্থ শুধুমাত্র খাদ্যই নয়। দান, অনুগ্রহ ও ভাগ্য অর্থেও রিয্‌ক সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহতা'আলা মানুষকে দুনিয়ায় যা কিছু দিয়েছেন তা সবই মানুষের রিয্‌ক (জীবিকা)। ১৬. অর্থাৎ নিজেরাই নিজেদের জন্য কানুন ও শরীয়ত রচনা করে নেওয়ার অধিকারী বনে বসেছে। কিন্তু যিনি রিয্‌ক (জীবিকা) দান করেন তারই এ হক বা অধিকার যে, তিনি সেই জীবিকার বৈধ ও অবৈধ ব্যবহার-পদ্ধতি সম্পর্কেসীমা ও নীতি নির্ধারণ করে দিবেন। ১৭. মিথ্যা গড়া বা মিথ্যা আরোপ তিন প্রকারের হতে পারে। প্রথমতঃ এই বলা যে, আল্লাহতাআলা এ অধিকার মানুষকে সোপর্দ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এ কথা বলা যে, আমাদের জন্য কানুন বা শরীয়ত নির্দিষ্ট করা আল্লাহর কাজই নয়। তৃতীয়তঃ হালাল ও হারামের নির্দেশাবলী আল্লাহতা'আলার প্রতি আরোপ করা, কিন্তু সনদ স্বরূপ আল্লাহতাআলার কোন কেতাব পেশ করতে না পারা।

وَ مَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ

যমীনের মধ্যে অণু সামান্য পরিমাণও কোন তোমার রবের থেকে গোপন থাকে না এবং

وَ لَا فِي السَّمَآءِ وَ لَآ أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَ لَآ أَكْبَرَ

বৃহত্তর না আর এটার চেয়ে ক্ষুদ্রতর না এবং আসমানের মধ্যে না আর

إِلَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾ أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ

কোনভয় নাই আল্লাহর বন্ধুদের নিশ্চয় সাবধান (জেনেরাখ) সুস্পষ্ট ভাবে কিতাবের (লিখিত আছে) মধ্যে এছাড়া যে

عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

তাকওয়া অবলম্বন করেছে ও ঈমান এনেছে যারা দুঃখিত হবে তারা না আর তাদের উপর

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيلَ

কোন পরিবর্তন নাই আখেরাতের মধ্যে এবং দুনিয়ার জীবনের মধ্যে সুসংবাদ তাদের জন্যে রয়েছে

لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ وَ لَا يَحْزُنْكَ

তোমাকে দুঃখ দেয় না (যেন) এবং বিরাট সাফল্য সেই এটা আল্লাহর কথাগুলোতে

قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا ؕ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾

সবকিছু জানেন সবকিছু শুনেন তিনিই সমস্তই আল্লাহরই জন্য সব সম্মানই নিশ্চয়ই তাদের কথা

আসমান ও যমীনে একবিন্দু পরিমাণ জিনিস এমন নাই– না ছোট, না বড়– যা তোমার আল্লাহর দৃষ্টি হতে লুকিয়ে রয়েছে এবং এক পরিচ্ছন্ন খাতায় লিপিবদ্ধ নয়। ৬২-৬৩. জেনেরাখ! যারা আল্লাহর বন্ধু, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাক্ওয়ার আচারণ অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য কোন ভয় ও কষ্টের কারণ নেই। ৬৪. দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনে তাদের জন্য কেবল সুসংবাদই সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহর কথা সমূহ বদলাতে পারে না। এটা অতি বড় সাফল্য। ৬৫. হে নবী! এই লোকেরা যেসব কথা তোমার প্রতি আরোপ করে, তা যেন তোমাকে চিন্তান্বিত করতে না পারে। ইয্যত সম্মান সবকিছুই আল্লাহর ইখ্তিয়ার ভুক্ত। তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

أَلَآ إِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا

কিসের এবং পৃথীবীর মধ্যে যারা এবং আসমানস মধ্যে যারা আল্লাহরই নিশ্চয়ই সাবধান
আছে মূহের আছে মালিকানাভুক্ত (জেনেরাখ)

يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ۗ إِنْ يَتَّبِعُونَ

তারা না (তাদের কল্পিত) আল্লাহ ছাড়া ডাকে (তারা) অনুসরণ
অনুসরণ করে শরীকদেরকে যারা করে

إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ

বানিয়েছেন যিনি তিনিই মিথ্যা এছাড়া তারা না এবং ধারণার এছাড়া
(আল্লাহ) অনুমান করে

لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّ فِي ذٰلِكَ

এর মধ্যে নিশ্চয়ই উজ্জ্বল দিনকে এবং তার তোমরা যেন রাতকে তোমাদের
রয়েছে (বানিয়েছেন) মধ্যে শান্তি পাও জন্যে

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۗ

(প্রকৃত পক্ষে) সন্তান আল্লাহ গ্রহণ তারা (যারা উন্মুক্ত কানে) লোকদের অবশ্যই
তিনি পবিত্র করেছেন বলে শোনে জন্যে নিদর্শনাবলী

هُوَ الْغَنِيُّ ۗ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ إِنْ

নাই পৃথিবীর মধ্যে যা এবং নভোমন্ডলে মধ্যে যা তারই অভাবমু তিনি
আছে কিছু আছে কিছু জন্যে ক্ত

عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ۗ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا

না যা আল্লাহর উপর তোমারা কি এই (তোমাদের প্রমাণ কোন তোমাদের
বলছ দাবীর) সম্বন্ধে কাছে

تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

তোমরা জান

৬৬. জেনে রাখ! আসমানের বাসিন্দা হোক কি যমীনের সকলে ও সবকিছুই আল্লাহর মালিকানাভুক্ত। যারা আল্লাহকে ছাড়া (নিজেদের মনগড়া) শরীকদেরকে ডাকে, তারা নিছক ধারণা ও অনুমানের অনুসারী, আর শুধু কল্পনাই তারা করে। ৬৭. তিনি আল্লাহই, যিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন এই উদ্দেশ্যে যে, সেই সময় তোমরা শান্তি লাভ করবে এবং দিনকে উজ্জ্বল বানিয়েছেন। তাতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে সেই লোকদের জন্য, যারা (উন্মুক্ত কর্ণে নবীর দাওয়াত) শুনে। ৬৮. লোকেরা বলেছিল যে, আল্লাহ একজনকে পুত্র বানিয়ে নিয়েছেন। মহান পবিত্র আল্লাহ! তিনি তো মুখাপেক্ষীহীন। আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, সবকিছু তাঁরই মালিকানা; তোমাদের নিকট এ কথার কি প্রমাণ আছে? আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা কি এমন সব কথা বল যা তোমাদের জানা নেই।

قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾

তারা সফলকাম হয় না মিথ্যা আল্লাহর উপর রচনা করে যারা নিশ্চয়ই বল

مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ

আযাব তাদের আস্বাদন এরপর তাদের আমাদেরই এরপর দুনিয়ার মধ্যে (তাদের জন্যে) সুখ
করাব আমরা প্রত্যাবর্তন হবে দিকে (অতি নগণ্য) আছে সম্ভোগ

ع

الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ

(সেই সময়ের) নূহের খবর তাদের পাঠকরে এবং তারা কুফরী একারণে কঠোর
যখন কাছে শুনাও করতেছিল যা

قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِىْ وَتَذْكِيْرِىْ

আমার ও আমার তোমাদের দুঃসহ হয় যদি হে তার সে
উপদেশ দান অবস্থান উপর আমার জাতি জাতিকে বলেছিল

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْۤا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ

তোমাদেরশরীকদের ও তোমাদের তোমরা সুতরাং আমি ভরসা আল্লাহরই তবে আল্লাহর নিদর্শনাবলী
কেও (সমবেত কর) (করনীয়) কাজ সমবেত(হয়েসম্পন্ন)কর করছি উপর দ্বারা

ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْۤا اِلَىَّ وَلَا

না এবং আমার তোমরা এরপর সংশয়পূর্ণ তোমাদের তোমাদের হয় না এরপর
প্রতি নিষ্পন্ন কর কাছে কাজ (যেন)

تُنْظِرُوْنِ ﴿٧١﴾ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ اَجْرِىَ

আমার নাই কোন পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে তবে তোমরা মুখ এরপরও আমাকে তোমরা
প্রতিদান আমি চাই না ফিরাও যদি অবকাশ দিও

اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٧٢﴾

আত্ম-সমর্পণকারীদের অন্তর্ভূক্ত আমি হই যে আমি আদিষ্ট এবং আল্লাহর নিকট এছাড়া
(যেন) হয়েছি

৬৯. হে মুহাম্মদ! বলে দাও, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা আরোপ করে, তারা কখনই কল্যাণ পেতে পারে না। ৭০. দুনিয়ার কয়েক দিনের জীবনে মজা ভোগ করুক। পরে আমাদের নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমরা তাদের করা এই কুফরীর বদলায় তাদেরকে কঠিন আযাবের স্বাদ ভোগ করাব। রুকু–৮ ৭১. তাদেরকে নূহের কাহিনী শুনাও। সেই সময়ের কাহিনী, যখন সে তার জনগণকে বলেছিল যে, "হে সমাজের ভাই সব," তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থিতি ও আল্লাহর আয়াত শুনিয়ে তোমাদেরকে সজাগ ও সচেতন করে তোলা যদি তোমাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে আমার ভরসা তো কেবল এক আল্লাহরই উপর রয়েছে। তোমারা নিজেদের বানানো শরীকদের সংগে নিয়ে একটা সম্মিলিত সিদ্ধান্ত করে লও। আর যে পরিকল্পনাই তোমাদের সামনে রয়েছে, তা খুব ভালো করে চিন্তা-ভাবনা করে দেখ। যেন তার কোন একটি দিকও তোমাদের চোখের আড়ালে পড়ে না থাকে। তার পর আমার বিরুদ্ধে তাকে কাজে পরিণত কর। আর আমাকে বিন্দু মাত্র সুযোগের অবকাশও দিওনা। ৭২. তোমরা আমার উপদেশ- নসীহত কবুল না করলে (তো আমার কি ক্ষতি করলে?) আমি তোমাদের নিকট হতে কোনই প্রতিদান চাই নি। আমার প্রতিদান তো আল্লাহর নিকট রয়েছে, আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, (কেউ মেনে নিক, আর নাই নিক) আমি নিজে তো মুসলিম হয়ে থাকব"।

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَٰهُمْ

তাদেরকেআমরা এবং নৌকার মধ্যে তার সাথে যারা এবং তাকে আমরা তখন তাকে অতঃপর
বানালাম (ছিল) উদ্ধার করলাম প্রত্যাখান করল

خَلَٰٓئِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ

হয়েছিল কেমন সুতরাং আমাদের মিথ্যারোপ (তাদেরকে) আমরা এবং স্থলাভিসিক্ত
দেখ নিদর্শনাবলীকে করেছিল যারা ডুবিয়ে দিলাম

عَٰقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ

তাদের প্রতি রসূল- তারপরে আমরা এরপর যাদের সতর্ক পরিণাম
জাতির দেরকে পাঠালাম করা হয়েছিল

فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ بِمَا كَذَّبُوا۟ بِهِۦ مِن قَبْلُ ۚ

ইতিপূর্বে তার তারা মিথ্যারোপ ঐ বিষয়ে ঈমান আনার তারা কিন্তু স্পষ্ট নিদর্শনা- তারা অতঃপর
উপর করেছিল যা জন্যে (প্রস্তুত) ছিল না বলীসহ তাদের কাছে এসেছিল

كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِم

তাদের পরে আমরা এরপর সীমালংঘনকারীদের অন্তরসমূহের উপর মোহর করে এভাবে
পাঠিয়েছি দেই আমরা

مُّوسَىٰ وَهَٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦ بِـَٔايَٰتِنَا فَٱسْتَكْبَرُوا۟

তারা কিন্তু আমাদের তার পরিষদ - এবং ফিরাউনের প্রতি হারুনকে ও মূসাকে
অহংকার করেছিল নিদর্শনাবলীসহ বর্গের (প্রতি)

وَكَانُوا۟ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا

আমাদের হতে প্রকৃত তাদের কাছে অতঃপর অপরাধী জাতি তারাছিল এবং
নিকট সত্য আসল যখন

قَالُوٓا۟ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٦﴾

সুস্পষ্ট অবশ্যই এটা নিশ্চয়ই তারা
যাদু বলল

৭৩. তারা তাকে মিথ্যা বলে অমান্য করল, ফল এই হল যে, আমরা তাকে ও তার সংগে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম; আর তাদেরকেই যমীনে তাদের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করলাম। এবং যারাই আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছিল তাদের সকলকে ডুবিয়ে দিলাম। এখন দেখ, যাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করে দিলাম (আর তা সত্ত্বেও যারা মেনে নিতে রাযী হল না) তাদের কি পরিণাম হয়েছে? ৭৪. নূহের পর আমরা বিভিন্ন নবী-রসূলকে তাদের লোকদের প্রতি পাঠালাম। তারা তাদের প্রতি সুস্পষ্ট-অকাট্য নিদর্শনসমূহ নিয়ে আসল। কিন্তু যে জিনিসকে তারা পূর্বে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছিল, তা আর তারা মেনে নিল না। সীমা-লংঘনকারী লোকদের দিলের উপর আমরা এমনিভাবেই মোহর অংকিত করে দেই। ৭৫. এর পর আমরা মূসা ও হারুনকে আমাদের চিহ্ন ও নিদর্শন সংগে দিয়ে ফিরাউন ও তার পরিষদ বর্গের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ করল; আর তারা তো ছিল অপরাধী লোক। ৭৬. অতএব আমাদের নিকট হতে যখন প্রকৃত সত্য তাদের সামনে আসল তখন তারা বলল যে, এতো সুস্পষ্ট যাদু।

قَالَ مُوسَىٰٓ اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَ لَا

না আর এটা যাদু কি তোমাদের কাছে যখন সত্যের প্রতি তোমরা মূসা বলল
(তা) এসেছে (এরূপকথা) বলছ কি

يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ﴿٧٧﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ

তার আমরা তা হতে আমাদের বিচ্যুত আমাদের কাছে কি তারা যাদুকররা সফলকাম
উপর পেয়েছি যা করার জন্যে তুমি এসেছ বলেছিল হয়

اٰبَآءَنَا وَ تَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَ مَا نَحْنُ

আমরা নই এবং দেশের মধ্যে প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব তোমাদের হয় এবং আমাদের
দুজনের জন্যে (যেন) পূর্ব-পুরুষদেরকে

لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٨﴾ وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿٧٩﴾

সুদক্ষ যাদুকরকে প্রত্যেক আমার কাছে ফিরাউন বলল এবং বিশ্বাসী তোমাদের
আন দুজনের প্রতি

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰىٓ اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ

তোমরা যা তোমরা মূসা তাদেরকে বলল যাদুকররা আসল অতঃপর
নিক্ষেপ কর যখন

مُّلْقُوْنَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ

যাদু তা তোমরা এনেছ (ঐসব) মূসা বলল তারা নিক্ষেপ অতঃপর নিক্ষেপ
যা করল যখন করার

اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾

ফাসাদকারীদের কাজকে পরিশুদ্ধ না আল্লাহ নিশ্চয়ই তা শীঘ্রই আল্লাহ নিশ্চয়ই
করেন ব্যর্থকরে দিবেন

---

৭৭. মূসা বললঃ "প্রকৃত সত্যকে তোমরা এসব কি বলছ, যখন তা তোমাদের সামনে এসে পড়েছে। এ কি যাদু? অথচ যাদুকররা কখনো কল্যাণ পায় না১৮। ৭৮. তারা জবাবে বলল ঃ "তুমি কি এই জন্য এসেছে যে আমাদেরকে সেই পথ ও পন্থা হতে ফিরিয়ে নিবে, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি, আর যমীনে তোমাদের দুজনের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব কায়েম হয়ে যাবে? তোমাদের কথা তো আমরা মেনে নিতে পারি না।" ৭৯. ফিরাউন (নিজের লোকদেরকে) বললঃ "প্রত্যেক পারদর্শী দক্ষ যাদুকরকে আমার নিকট উপস্থিত কর।" ৮০. যাদুকররা যখন এসে পৌঁছিল, তখন মূসা তাদের বললঃ "তোমাদের যা কিছু নিক্ষেপ করার, তা নিক্ষেপ কর।" ৮১. পরে যখন তারা নিজেদের যাদু নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বললঃ তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করেছ, তা যাদু। আল্লাহ এখনই তা ব্যর্থ করে দেবেন। ফাসাদকারী লোকদের কাজকে আল্লাহ শুদ্ধ হতে দেন না।

---

১৮. অর্থাৎ বাহ্য দৃষ্টিতে যাদু ও মুজেযার মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায় তার ভিত্তিতে তোমরা বিনা সংকোচে এটাকে যাদু বলে অভিহিত করছো; কিন্তু অজ্ঞানেরা, তোমরা এটা দেখলে না যে যাদুকর কি প্রকার চরিত্র ও ব্যবহারের লোক হয় এবং তারা কি উদ্দেশ্য সাধানের জন্য যাদুর ক্রিয়াকান্ড দেখায়! কোন যাদুকর কি নিঃস্বার্থভাবে বিনা দ্বিধায় এক পরাক্রমশালী শাসকের দরবারে এসে তার পথভ্রষ্টতার জন্য তিরস্কার করে এবং তাকে আল্লাহ পরস্তি ও আত্ম-শুদ্ধির আহ্বান জানায়?

وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَمَآ

এরপরও না | অপরাধীরা | অপছন্দ করে(তা) | যদিও এবং | তার বানী অনুযায়ী | সত্যকে | আল্লাহ | সত্যে পরিণত করবেন | এবং

اٰمَنَ لِمُوْسٰۤى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ

ফিরাউন | থেকে | ভয়ের | কারণে | 'তার জাতির | মধ্যহতে | বংশধর (কিছু যুবক) | এছাড়া' | মূসার প্রতি (সেদেশের লোক) | ঈমান আনল

وَ مَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَ اِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ

দেশের | মধ্যে | অবশ্যই স্বেচ্ছাচারী | ফিরাউন (ছিল) | নিশ্চয়ই এবং | তাদেরকে সে নির্যাতন করবে | যে | তাদের কর্তা প্রধানদের | ও

وَ اِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَ قَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ

তোমরা | যদি | হে আমার জাতি | মূসা | বলল | এবং | সীমালংঘন-কারীদের | অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত | নিশ্চয়ই সে | এবং

اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ﴿٨٤﴾

আত্ম সমর্পনকারী (অর্থাৎ মুসলমান) | তোমরা হও | যদি | তোমরা ভরসাকর | তবে তাঁরই উপর | আল্লাহর উপর | ঈমান এনেথাক

৮২. আল্লাহ তাঁর ফরমান দ্বারা হক-কে হক্ করে দেখিয়ে থাকেন, অপরাধী লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন। রুকু-১০ ৮৩. (তার পর দেখ) মূসাকে তার লোকজনের মধ্যে কয়েকজন যুবক ছাড়া১৯ কেউ মেনে নিল না, ফিরাউনের ভয়ে এবং নিজ জাতির নেতৃস্থানীয় লোকদের ভয়ে। (তাদের ভয় ছিল এই যে) ফিরাউন তাদেরকে আযাবে নিমজ্জিত করবে। আর ব্যাপার এই যে,ফিরাউন দুনিয়ায় শক্তিমান ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর সে ছিল এমন লোকদের মধ্যে একজন, যারা কোন সীমাই মানত না২০। ৮৪. মূসা তাঁর জাতির লোকজনকে বললঃ "হে লোকেরা, তোমরা যদি সত্যই আল্লাহর প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক তা হলে তাঁরই উপর ভরসা করো যদি মুসলিম হয়ে থাক।"

১৯. মূল পাঠে ذُرِّيَّةٌ (যুররিইয়াত) ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ-- বংশধর, সন্তান- সন্ততি। অনুবাদ করা হয়েছে- 'যুবক', প্রকৃত পক্ষে এই বিশেষ শব্দটির ব্যবহার দিয়ে পবিত্র কুরআন যা বলতে চেয়েছে, তা হচ্ছে- এই বিপদসংকুল সময়ে সত্যের সঙ্গ দিতে ও পতাকাবাহীদেরকে নিজেদের নেতা বলে স্বীকার করে নেয়ার মত সাহস কতিপয় বালক বালিকারা তো প্রদর্শন করেছিল, কিন্তু পিতা-মাতার এবং জাতির বয়স্ক লোকদের এ সৌভাগ্য লাভের সুযোগ ঘটেনি। সুবিধাবাদ, স্বার্থপূজাও নিরাপদ-নির্ঝঞ্ঝাট থাকার বাসনা তাদেরকে এত দূর প্রভাবিত করে রেখেছিল, যে- যে সত্যের পথ বিপদ-সংকুল তার সঙ্গ দেওয়ার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। বরং তারা বিপরীত পক্ষে তরুনদের বাধা দিতে থাকে যে, তোমরা মূসার ধারে কাছেও যেও না। যদি যাও, তাহলে তোমরা নিজেরা তো ফিরাউনের গযবে পড়বে, আর সেই সংগে আমাদেরও বিপদে ফেলবে। ২০. অর্থাৎ নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সে কোন মন্দ থেকে মন্দতর পন্থা অবলম্বন করতেও দ্বিধা করতো না; কোন অত্যাচার, কোন অসততা, কোন পাশবিকতাও বর্বরতার অনুষ্ঠান করতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। নিজেদের কামনা-লালসার পশ্চাতে যে কোন সীমা পর্যন্ত যেতে পিছপা হতো না। এমন কোন সীমাই ছিলনা যে পর্যন্ত গিয়ে তারা ক্ষান্ত হতে পারে।

فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ

জাতির জন্যে ফেতনা আমাদের বানিও না হে আমাদের রব আমরা ভরসা করেছি আল্লাহর উপর তারা অতঃপর বলল

الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَ نَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَ اَوْحَيْنَا

আমরা ওহী করলাম এবং (যারা) কাফের জাতি হতে তোমার রহমত দ্বারা আমাদেরকে মুক্তি দাও এবং (যারা) যালেম

اِلٰى مُوْسٰى وَ اَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّ

এবং (কয়েকখানা) ঘর মিশরে তোমাদের দুজনের জাতির জন্যে দু'জনে স্থাপনকর যে তার ভায়ের (প্রতি) ও মূসার প্রতি

اجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٧﴾

ঈমানদার -দেরকে সুসংবাদ দাও এবং নামাজ তোমরা প্রতিষ্ঠাকর এবং কেন্দ্র রূপে তোমাদের ঘরগুলোকে তোমরা বানাও

وَ قَالَ مُوْسٰى رَبَّنَاۤ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَاَهٗ

তার পরিষদবর্গকে এবং ফিরাউনকে তুমি দিয়েছ নিশ্চয়ই তুমি হে আমাদের রব মূসা বলল এবং

زِيْنَةً وَّ اَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا

গোমরাহ করার জন্যে (লোকদেরকে) হে আমাদের রব পার্থিব জীবনের মধ্যে ধন সম্পদ ও চাকচিক্যতা

عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ

তোমার পথ হতে

৮৫. তারা জবাব দিল২১, "আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করেছি। হে আমাদের রব, আমাদেরকে যালেম লোকদের জন্য ফেত্না বানিও না"। ৮৬. ও তোমরা নিজের রহমত দিয়ে আমাদেরকে কাফের লোকদের হতে মুক্তি দান কর। ৮৭. আর আমরা মূসা ও তার ভাইকে ওহী করলাম যে, মিশরে কয়েক খানা ঘর প্রস্তুত কর এবং নিজেদের এই ঘর কয়খানাকে কেবলা বানিয়ে নাও। নামাজ কায়েম কর২২ এবং ঈমানদার লোকদের সুসংবাদ দাও। ৮৮. মূসা দোয়া করলঃ "হে আমার রব, তুমি ফিরাউন ও তার পরিষদবর্গকে দুনিয়ার জীবনে চাকচিক্য ও ধন-সম্পদ দান করেছ। হে আমাদের রব, তা কি এই জন্য যে তারা লোকদেরকে তোমার পথ হতে গোমরাহ করে অন্য দিকে নিয়ে যাবে?

২১. মূসা (আঃ) এর সঙ্গে দেওয়ার জন্যে যে তরুণেরা প্রস্তুত হয়েছিল এ উত্তর ছিল তাদের। এখানে قَالُوْا (তারা জবাব দিল) এই সর্বনামটি জাতির পরিবর্তে বসেনি, বংশধরদের পরিবর্তে বসেছে। বাক্যের পরবর্তী অংশ থেকে এটা বুঝা যায়। ২২. সরকারের যুলুম ও বনী-ইসরাঈলের নিজেদের ঈমানের দুর্বলতার কারণে মিশরে ইসরাঈলী ও মিশরীয় মুসলমানদের মধ্যে নামাযে জামাআতের ব্যবস্থা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তাদের ঐক্য-শৃঙ্খলা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ও তাদের ধর্মীয় প্রাণশক্তি মরণাপন্ন হওয়ার এটা ছিল একটা খুব বড় কারণ। এ জন্য হযরত মূসা (আঃ)কে জামাতবদ্ধ নামাযের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাঁকে এই উদ্দেশ্যে মিশরে কয়েকটি গৃহ নির্মাণ বা নির্দিষ্ট করার ও সেখানে জামাতবদ্ধভাবে নামায আদায় করার হুকুম দেওয়া হয়। এই গৃহগুলিকে কেবলা করার অর্থ হচ্ছেঃ এই গৃহগুলিকে সারা জাতির জন্য কেন্দ্র স্বরূপ গন্য করা এবং এরপরই "নামায কায়েম কর" বলার অর্থ হচ্ছে, বিচ্ছিন্ন ভাবে নিজ নিজ স্থানে নামায আদায় করার পরিবর্তে লোকেরা যেন নির্দিষ্ট স্থানসমূহে জমা হয়ে নামায পড়ে।

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا

তারা ঈমান যেন তাদের কঠোর কর ও তাদের বিনষ্টকর হে
আনে না অন্তরগুলো (অর্থাৎ মোহর করেদাও) সম্পদগুলোকে আমাদের রব

حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٨٨﴾ قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا

তোমাদের গৃহীত নিশ্চয়ই তিনি মর্মন্তুদ আযাব তারা যতক্ষণ
দুজনের প্রার্থনা হল বললেন দেখবে না

فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾

জ্ঞান রাখে না (তাদের) পথ দুজনে না এবং অতএব
যারা অনুসরণকরো দুজন দৃঢ়থাক

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ

ও ফিরাউন তাদের অতঃপর সমুদ্র ইসরাঈলের সন্তান- আমরা পার এবং
পশ্চাৎধাবন করল দেরকে করলাম

جُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ؕ حَتّٰىٓ اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ

সে ডুবে যাওয়া তাকেপেল যখন এমনকি বিদ্বেষ ও সীমালঙ্গন তার
বলল (অর্থাৎ সাগরে ডুবে যাচ্ছিল) বশতঃ সৈন্যবাহিনী

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ

ইসরাঈলের সন্তানরা তার ঈমান যিনি (তিনি) কোন নাই এই(বলে) আমি ঈমান
উপর এনেছে (সেই সত্তা) ছাড়া ইলাহ যে আনলাম

وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩٠﴾ آٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ

এবং ইতিপূর্বে তুমি অমান্য নিশ্চয়ই এবং এখন কি আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত আমি এবং
করেছ (ঈমান আনলে) (অর্থাৎ মুসলমানদের)

كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٩١﴾

বিপর্যয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত তুমি ছিলে

হে আমার রব, তাদের ধন-ঐশ্বর্য ধ্বংস করে দাও এবং তাদের দিলের উপর এমন 'মোহর' করে দাও যেন, তারা ঈমান আনতে না পারে- যতক্ষণ না পীড়াদায়ক আযাব দেখতে পায়২৩। আল্লাহতা'আলা জবাবে বললেনঃ "তোমাদের দুইজনেরই দোয়া কবুল করা হয়েছে। দৃঢ় মজবুত হয়ে থাক এবং তাদের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করোনা, যারা কিছুই জানেনা।" ৯০. আর আমরা বণী-ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিলাম; ঐদিকে ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী যুলুম ও বাড়াবাড়ি করার জন্য তাদের পিছনে ছুটে চলল- শেষ পর্যন্ত ফিরাউন যখন ডুবে যেতে লাগল, তখন বলে উঠলঃ আমি ঈমান আনলাম যে প্রকৃত রব তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, যার প্রতি বনী-ইসরাঈলের লোকেরা ঈমান এনেছে, আর আমিও আনুগত্যের মস্তক নতকারীদের মধ্যে একজন। ৯১. (জবাব দেয়া হল) "এখন ঈমান এনেছ, অথচ এর পূর্ব পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে, আর বিপর্যয়কারীদের একজন ছিলে।

---

২৩. হযরত মূসা (আঃ) তাঁর মিশরে অবস্থান-কালের একেবারে শেষ সময়ে এই প্রার্থনা করেছিলেন। উর্পযুপরি আল্লাহতাআলার নিদর্শন সমূহ (মুজেযা) দেখে নেওয়ার ও দ্বীনের সত্যতা পূর্ণরূপে প্রমানিত হয়ে যাওয়ার ও পূর্ণ সতর্কীকরণের পরও ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ তবুও যখন সত্যের শত্রুতায় একান্ত হঠকারিতার সঙ্গে লিপ্ত ছিল তখন মূসা (আঃ) এই প্রার্থনা করেছিলেন। এরূপ অবস্থায় পয়গম্বরের বদ্‌দোয়া (অভিশাপ) কুফরীর উপর জিদকারী কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহতাআলার ফায়সালার অনুরূপই হয়ে থাকে; অর্থাৎ তারপর আর তাদের ঈমান আনার সুযোগ দান করা হয়না।

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ۭ وَ

এবং একটি নিদর্শন তোমার পরবর্তীতে (আসবে) (তাদের) জন্যে যারা তুমি যেন হও তোমার শরীর দ্বারা (অর্থাৎ তোমার লাশকে) তোমাকে আমরা রক্ষা করব সুতরাং আজ

اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ﴿٩٢﴾ وَ لَقَدْ

নিশ্চয়ই এবং অবশ্যই গাফেল আমাদের নিদর্শনাবলী হতে লোকদের মধ্যহতে অনেকে নিশ্চয়ই

بَوَّاْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ

পবিত্র জিনিসগুলো থেকে তাদের আমরা রিজিক দিয়েছি ও উত্তম আবাস ভূমিতে ইসরাঈলের সন্তানদেরকে আমরা বসবাস করিয়েছি

فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۭ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ

ফয়সালা করে দেবেন তোমার রব নিশ্চয়ই (সত্যিকার) জ্ঞান তাদের কাছে এসেছে যতক্ষণ না তারা মতবিরোধ করেছে অতঃপর না

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَاِنْ كُنْتَ

তুমি হও অতঃপর যদি মতবিরোধ করত তার মধ্যে তারা ছিল সে বিষয়ে যা কিয়ামতের দিনে তাদের মাঝে

فِيْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ فَسْــَٔلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ

কিতাব পাঠকরে যারা (তাদেরকে) জিজ্ঞেস কর তবে তোমার প্রতি আমরা নাযিল করেছি তাহতে যা সন্দেহের মধ্যে

مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ

তুমি হয়ো অতএব না তোমার রবের পক্ষহতে প্রকৃত সত্য তোমার কাছে এসেছে নিশ্চয়ই তোমার পূর্বে

مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٩٤﴾

সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত

৯২. এখন তো আমরা কেবল তোমার লাশকেই রক্ষা করব, যেন তুমি পরবর্তী বংশধরদের জন্য শিক্ষা লাভের প্রতীক হয়ে থাক"। যদিও অনেক লোকই এমন, যারা আমার নিদের্শনার প্রতি গাফিলতির আচারণ দেখাচ্ছে। রুকু-১০ ৯৩. আমরা বনী-ইসরাঈলীদেরকে বড় ভালো স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আর অতি উত্তম জীবন- যাপনের উপাদান তাদেরকে দান করেছি। পরে তারা মতবিরোধ করেনি- কেবল তখনই করেছে, যখন প্রকৃত ইলম তাদের নিকট এসে পৌছেছিল। নিশ্চয়ই তোমার রব কিয়ামতের দিন তাদের মাঝে তাদের মতবিরোধের বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন। ৯৪. এখন যদি তোমার প্রতি নাযিল করা হেদায়াত সম্পর্কে তোমার মনে কোন সন্দেহ জেগে থাকে, তাহলে তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর যারা পূর্ব হতে কিতাব পাঠ করেছে। এতে সন্দেহ নেই যে, প্রকৃত সত্যই তোমার নিকট এসেছে তোমার রবের নিকট হতে। অতএব তুমি সন্দেহ পোষণকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

وَ لَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ

অন্তর্ভূক্ত অন্যথায় আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা (তাদের) অন্তর্ভূক্ত তুমি হয়ো না এবং
তুমি হবে মনেকরে যারা

الْخٰسِرِينَ ۝٩٥ اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٩٦

তারা ঈমান না তোমার বাণী তাদের সত্যপ্রমাণিত যারা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তদের
আনবে রবের উপর হয়েছে

وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيمَ ۝٩٧ فَلَوْ لَا

না অতঃপর মর্মন্তুদ আযাব তারা যতক্ষণ নিদর্শন সব তাদের যদি এবং
কেন দেখবে না কাছে আসে

كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُونُسَ

ইউনুসের জাতি তবে তার ঈমান তার তাহলে (আযাব আসার পূর্বেই) জনপদ (এমন)
(ব্যতিক্রম) আনা উপকারে আসত ঈমান আনত বাসী হল যে

لَمَّآ اٰمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

দুনিয়ার জীবনের মধ্যে অপমান আযাব তাদের আমারা তারা ঈমান যখন
জনক থেকে সরিয়ে দিয়েছি এনেছিল (আযাব দেখে)

وَ مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِينٍ ۝٩٨

এক নির্দিষ্ট পর্যন্ত তাদেরকে আমরা ভোগের ও
সময় সুযোগ দিয়েছি

---

৯৫. আর তাদের মধ্যে তুমি শামিল হয়োনা, যারা আল্লাহতা'আলার আয়াত সমূহকে মিথ্যা মনে করেছে। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে একজন হবে২৪। ৯৬.-৯৭. প্রকৃত কথা এই যে, যাদের সম্পর্কে তোমার রবের কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে২৫, তাদের সামনে যে কোন ধরনের নিদর্শনই আসুক না কেন, তারা কখনই ঈমান আনতে প্রস্তুত হবে না, যতক্ষণ না তারা পীড়াদায়ক আযাব সামনে আসতে দেখতে পাবে। ৯৮. এমন কোন দৃষ্টান্ত আছে কি যে, এক বসতির লোক আযাব দেখে ঈমান এনেছে, আর তার ঈমান তার জন্য কল্যাণকর হয়েছে? ইউনুসের জাতির জনগণ ছাড়া (এর অপর কোন দৃষ্টান্ত নেই)। সেই লোকেরা যখন ঈমান এনেছিল, তখন অবশ্যই তাদের উপর হতে দুনিয়ার জীবনে আমরা আযাবকে দূর করে দিয়েছিলাম২৬ এবং যাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত জীবন ভোগ করার সুযোগ দিয়েছিলাম।

---

২৪. বাহ্যতঃ এ সম্বোধন নবী করীম (সঃ) এর প্রতি করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যারা তাঁর দাওয়াতের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছিল তাদেরকে শোনানোই ছিল উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থ-ধারীদের প্রসঙ্গের উল্লেখ এই জন্যে করা হয়েছে যে, আরবের জন-সাধারণ আসমানী গ্রন্থের জ্ঞান সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ছিল। তাদের পক্ষে এ আহ্বান একটি নতুন আহ্বান ছিল। কিন্তু গ্রন্থ-ধারীদের মধ্যে যারা ধর্মপরায়ণ ও সুবিবেচক প্রকৃতির ছিল তারা এ বিষয়ের সত্যতার সমর্থন জানাতে পারত যে, কুরআন যে জিনিসের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে তা হচ্ছে ঠিক সেই জিনিস যার দাওয়াত পূর্ববর্তী আল্লাহর নবী রসূলগণ দিয়ে এসেছেন। ২৫. অর্থাৎ এ কথা যে, যারা নিজেরা সত্যানুসন্ধানী না হয়, যারা নিজেদের অন্তকরণের উপর জিদ, কুসংস্কার, পক্ষপাতিত্ব ও হঠকারিতার তালা লাগিয়ে রেখেছে, যারা দুনিয়ার প্রেমে মত্ত ও পরিণাম সম্পর্কে চিন্তাহীন তাদের ঈমান আনার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটে না। ২৬. তফসীরকারগণ (কুরআনের ব্যাখ্যাকারীগণ) এর এই কারণ বর্ণনা করেছেন যে, যেহেতু হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহর আযাব আসার সংবাদ ঘোষণার পর নিজ অবস্থান-স্থল ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন সেজন্যে আযাবের লক্ষণাবলী দেখার পর যখন জনপদবাসীরা তওবা ও এস্তেগফার অনুতাপ ও ক্ষমা ভিক্ষা করলো তখন আল্লাহতাআলা তাদেরকে ক্ষমা করলেন।

وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ اَفَاَنْتَ

এবং যদি ইচ্ছে করতেন তোমার রব অবশ্যই ঈমান আনত যারা (আছে) মধ্যে পৃথিবীর তাদের সবাই একসাথে তবে কি তুমি

تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ

জবরদস্তি করবে লোকদেরকে যতক্ষণ না তারা হবে ঈমানদার এবং নয় সম্ভব কোন ব্যক্তির জন্যে যে

تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا

সে ঈমান আনবে ব্যতীত অনুমতিক্রম আল্লাহর এবং তিনি রাখবেন অপবিত্রতা উপর (তাদের) যারা না

يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٠﴾ قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ مَا

বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগায় তুমি বল তোমরা লক্ষ্যকর কি (আছে) মধ্যে আসমান সমূহের এবং যমীনের এবং না

تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾ فَهَلْ

উপকারে আসে নিদর্শন সমূহ আর (না) সতর্কীকরণ জন্যে (সেই) জাতির না (যারা) ঈমান আনে কি তবে

يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ قُلْ

তারা অপেক্ষা করছে এছাড়া অনুরূপ (খারাব) দিনগুলোর (তাদের) যারা অতিবাহিত হয়েছে তাদের পূর্বে বল

فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

তোমরা তবে অপেক্ষা কর নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে অন্তর্ভুক্ত অপেক্ষাকারীদের

---

৯৯. তোমার রবের ইচ্ছাই যদি এই হত (যে, যমীনের সব মানুষই মুমিন ও অনুগতই হবে) তা হলে দুনিয়ার সব অধিবাসীই ঈমান আনত। তবে তুমি কি লোকদের মুমিন হওয়ার জন্য জবরদস্তি করবে? ১০০. কোন ব্যক্তিই আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে ঈমান আনতে পারে না। আর আল্লাহর নিয়ম এই যে, যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা চাপিয়ে দেন। ১০১. তাদের বলঃ "যমীন ও আসমানে যা কিছু আছে, তা চোখ খুলে দেখ"। আর যারা ঈমান আনতেই চায় না, তাদের জন্য নিদর্শন ও সতর্কীকরণ কি-ইবা উপকার দিতে পারে! ১০২. এখন তারা এ ছাড়া আর কোন্ জিনিসের অপেক্ষায় রয়েছে যে, তারা সেই খারাব দিনই দেখতে পাবে, যা তাদের পূর্বের লোকেরা দেখতে পেয়েছে? তাদের বলঃ "ঠিক আছে, অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি"।

ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

ঈমানদার লোকদেরকে উদ্ধার করা আমাদের উপর (এটা) দায়িত্ব এভাবে ঈমান এনেছিল (তাদের সাথে) যারা ও আমাদের রসূলদেরকে বাচিয়ে নেই আমরা এরপর

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ

তবে (জেনে রাখ) না আমার দ্বীন সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে তোমরা হয়েথাক যদি লোকেরা হে বল

اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ

আল্লাহরই আমি দাসত্বকরি বরং আল্লাহর বদলে তোমরা দাসত্বকর (তাদেরকে) যাদের আমি ইবাদত করি

الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۚ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾

মু'মিনদের অন্যতম (যেন) আমি হই যে আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং তোমাদের মৃত্যুঘটান যিনি

وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ

অন্তর্ভুক্ত তোমরা হয়ো না এবং একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের জন্যে তোমার লক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত কর (এও) যে এবং

الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا

না আর তোমার উপকার করতে পারে না যা আল্লাহ ছাড়া (অন্যকাউকে) ডেকো না এবং মুশরিকদের

يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

যালিমদের অন্তর্ভুক্ত (হবে) তখন তুমি তবে নিশ্চয়ই তুমি কর (তা) অতঃপর যদি তোমার অপকার করতে পারে

১০৩. পরে (এমন সময় যখন আসে, তখন) আমরা আমাদের নবী রসূলদেরকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে রক্ষাকরে থাকি। আমাদের নিয়মই এই, মু'মিনদের রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। রুকু-১১ ১০৪. হে নবী, বল, হে লোকেরা তোমরা যদি আমার দ্বীন সম্পর্কে এখনো কোনরূপ সন্দেহের মধ্যে থেকে থাক, তা হলে শুনে রাখ, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর যাদের দাসত্ব কর, আমি সে সবের দাসত্ব করিনা। বরং কেবল সেই আল্লাহরই বন্দেগী ও দাসত্ব করি, তোমাদের জীবন ও মৃত্যু যাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যারা ঈমান এনেছে, আমি তাদের মধ্যের একজন হব। ১০৫. আর আমাকে বলা হয়েছে যে, তুমি একনিষ্ঠ-একমুখী হয়ে নিজেকে যথাযথভাবে এই দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দাও২৭। আর কস্মিন কালেও মুশরিকদের মধ্যে গণ্য হবে না। ১০৬. আল্লাহকে ছেড়ে এমন কোন সত্তাকোই ডেকো না, যা না তোমাকে কোন ফায়দা পৌঁছাতে পারে, আর না কোন ক্ষতি। তুমি যদি এরূপ কর, তাহলে তুমি যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে

২৭. মূল শব্দগুলি হচ্ছে اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا — اَقِمْ وَجْهَكَ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে নিজের মুখ একই দিকে নিবদ্ধ কর। এর মর্ম হচ্ছে, তোমার গতিমুখ যেন একই দিকে নিবদ্ধ হয়ঃ যেন চলায়মান ও দোদুল্যমান না হয়। কখন সামনে কখন ডাইনে কখনও বামে যেন না ফেরে। ঠিক নাকের সোজা সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চলো যেদিকে তোমাকে দেখানো হয়েছে। এ বাধন তো নিজ স্থানে ছিল একান্ত আঁটসাট। কিন্তু তবুও এই পর্যন্ত ক্ষান্ত দেওয়া হয়নি। এর উপর আরও একটি বাঁধন দেওয়া হয়েছে। حَنِيْفًا হানিফ তাকে বলে যে সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মাত্র একদিকেরই হয়ে থাকে।

وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَ اِنْ

যদি এবং তিনিই (আল্লাহ) এছাড়া তার মোচনকারী নাই তবে কষ্টদিয়ে আল্লাহ তোমাকে স্পর্শ করেন যদি এবং

يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

তিনি ইচ্ছে করেন যাকে তা পৌছান তাঁর অনুগ্রহকে কোন রহিতকারী তবে নাই কোন কল্যাণ তোমার জন্যে চান

مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۰۷﴾ قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ

লোকেরা হে বল মেহেরবান ক্ষমাশীল তিনি এবং তাঁর বান্দাদের মধ্যহতে

قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا

প্রকৃতপক্ষে তবে সঠিক পথ পেল অতএব যে তোমাদের রবের পক্ষহতে প্রকৃত সত্য তোমাদের কাছে এসেছে নিশ্চয়ই

يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَ

এবং তার (ক্ষতির) জন্যে সে পথভ্রষ্ট হয় তবে প্রকৃতপক্ষে পথভ্রষ্ট হল যে এবং তার নিজের (মঙ্গলের) জন্যে সে সঠিক পথ পায়

مَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿۱۰۸﴾ وَ اتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَ

এবং তোমার প্রতি ওহীকরা হয়েছে যা কিছু তুমি অনুসরণকর এবং কোন কর্মবিধায়ক তোমাদের উপর আমি না

اصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚۖ وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۱۰۹﴾

ফয়সালাকারীদের উত্তম তিনি এবং আল্লাহ ফয়সালা করে দেন যতক্ষণ না সবর কর

---

১০৭. আল্লাহ যদি তোমাকে কোন বিপদে নিক্ষেপ করেন, তাহলে তিনি ব্যতীত এমন কেউ নেই যে সেই বিপদকে দূর করে দিতে পারে। আর তিনিই যদি তোমার জন্য কোন কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁর এই অনুগ্রহকে প্রত্যাহার করতে পারে এমনও কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্যে হতে যাকে চান স্বীয় অনুগ্রহ দানে ভূষিত করেন। আর তিনি ক্ষমাশীল ও অনুকম্পাকারী।১০৮. হে মোহাম্মদ বলঃ "হে লোকেরা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের নিকট হতে প্রকৃত সত্য এসে পৌছেছে। এখন যে কেউ পথে আসে সে পথ প্রাপ্ত হয় নিজ মঙ্গলের জন্য। আর যে পথ ভ্রষ্ট হয়ে ঘুরতে থাকে সে নিজ অমঙ্গলের জন্য বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে থাকে। আমি তোমাদের উপর কর্তৃত্বধারী নই।" ১০৯. আর তুমি চল সে অনুয়ায়ী যেমন তোমরা নিকট ওহী প্রেরিত হয় এবং সবর কর, যতক্ষণ না ফয়সালা করেদেন আল্লাহ। বস্তুতঃ তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

معانی الفاظ
القرآن المجید
المجلد السادس
عربی - بنغالی
المترجم
مطیع الرحمن خان